আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২০ || সোমবার || মাঘ ৩০ || ১৪২৮ || রজব ১৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 20 || 14 February || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

অমর একুশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অসংখ্য ভাষা আছে পৃথিবীতে। কিন্তু মায়ের মুখে শোনা (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

৫ কারণে পণ্যের লাগামহীন দাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঠিক এই মূহুর্তে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৭ শতাংশ। গত ৪০ বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। এ দৌড় ব্রিটেনও খুব পিছিয়ে নেই। জ্বালানি ও জীবযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় লন্ডনে বিক্ষোভ করেছে মানুষ। মূল্যস্ফীতির হার পাঁচ দশমিক চার শতাংশ নিয়ে বছর শেষ করেছে দেশটি। যদিও ২০২০ সা লের তুলনায় ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আর ইউরোজোন, মানে যে ১৯টি দেশে ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করা হয়, সেসব দেশে জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ছিল পাঁচ দশমিক এক শতাংশ। ১৯৯৭ সালে ইউরো চালু হবার পর এটাই সর্বোচ্চ। ইউরোপের দেশ ইতালিতে ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল চার দশমিক দুই শতাংশ। যদিও দেশটি আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর পুরোপুরি নিভরশীল বলে ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় তাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। জার্মানীতে এই মূহুর্তে মূল্যস্ফীতির হার অবশ্য কিছুটা কমে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

রাষ্ট্রদূত পিটার ঢাকা যাচ্ছেন মার্চে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হ্যাস আগামী মার্চের প্রথম দিকে ঢাকায় নতুন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

‘হিজাব পরা মেয়েই একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে’

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আসাদউদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, ‘যদি আমাদের মেয়েরা হিজাব পরতে চায়, তাদের বাবা-মায়েরা সমর্থন করবেন, তার পর দেখি কে আটকায়।’ ভারতের কর্নাটক রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে হিজাব নিয়ে চলা বিতর্কের আঁচ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশটির অল ইন্ডিয়া মজলিশ-এ ইত্তেহাদুল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

১ কেজি চায়ের দাম সাড়ে ১৬ কোটি টাকা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অনেকেই হয়তো জানেন না, বিশ্বের সবচেয়ে দামি চায়ের উৎস বাংলাদেশের সিলেট। এর নাম ‘দ্য গোল্ডেন বেঙ্গল’ যা বাজারে আসছে চলতি বছরের মে মাসে। এই চায়ের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ‘লন্ডন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

খায়রুজ্জামানকে হস্তান্তরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক বাংলাদেশি সেনা কর্মকর্তা ও কূটনীতিক এম খায়রুজ্জামানকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন মালয়েশিয়ার একটি আদালত। গত শুক্রবার একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর প্রমাণ চায় ইন্টারপোল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপির সাবেক নেতা আবুল হারিছ চৌধুরী সত্যিই মারা গেছেন কি না তা জানতে চেয়ে পুলিশকে চিঠি দিয়েছে ইন্টারপোল। তার বিরুদ্ধে থাকা ইন্টারপোলের রেড নোটিস প্রত্যাহারের জন্য তার মৃত্যুর প্রমাণ জানতে চেয়েছে ইন্টারপোল। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

লাফিসেয়েলের প্রচ্ছদকন্যা ফারনাজ আলম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রচ্ছদের বিষয় ছিল প্রথাবিরোধী। কারণ গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাতে চাননি তিনি। থিমটা তারই দেওয়া। এই থিমে লুকটা করা হয়েছে রাজকন্যার মতো। আর তিনিই প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে লোফিসেয়েলের প্রচ্ছদকন্যা হয়েছে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশি রূপবিশেষজ্ঞ ফারনাজ আলম এর কথা। এর আগে বিভিন্ন (বাকি অংশ ৩ পাতায়)

পুতিনকে হামলা নিয়ে সাবধান করলেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পুতিনকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের পরিণতির ব্যাপারে আবারও সতর্ক করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাংলাদেশ সময় শনিবার দিবাগত মধ্যরাতের কিছু পর পাওয়া খবরে বলা হয়, উভয়ের নির্ধারিত (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

খালেদার নাতনী জাফিয়া লন্ডন ফিরে গেলেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: খালেদা জিয়ার নাতনী ও প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর বড় মেয়ে জাফিয়া রহমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন। শনিবার সকাল ৭টায় লন্ডনের একটি ফ্লাইটে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

জাপানের উদারতা কখনো ভুলবে না বাংলাদেশ

আপনি যদি কখনো কোনো জাপানির সঙ্গে পরিচিত হতে যান, তাহলে কথোপকথনের প্রথমেই আসবে 'জাতীয় পতাকা'র প্রসঙ্গ। জাপানীদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশকে চেনে বা জানে আমাদের পতাকার মাধ্যমে। এ দেশের বাচ্চাদের যখন স্কুলে দেশ পরিচিতি শেখানো হয়, তখন থেকেই তারা দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ সম্পর্কে, এর সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে জানে। লাল বৃত্তের দুই দেশের পতাকার এই অদ্ভুত মিলের কারণে বাংলাদেশকে জাপানীদের অনেক কাছে টেনেছে। বন্ধুত্বের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জাপান এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে আস্থা ও নির্ভরশীলতার বড় অংশীদার। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দুই দেশের সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের বাতায়ন বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হচ্ছে, তার নেপথ্যের বড় নায়ক পূর্ব এশিয়ার এ দেশ। বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মেলবন্ধনে ১০ ফেব্রুয়ারী ছিল বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের 'সুবর্ণজয়ন্তী'।

প্রায় আট বছর আগে উচ্চশিক্ষার জন্য যখন জাপানে এসেছিলাম, তখন দেশটি সম্পর্কে তেমন জানাশোনা ছিল না। পড়াশোনার পাশাপাশি গত ছয় বছর দেশের শীর্ষ একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতা করার সুবাদে ধীরে ধীরে দেশটি সম্পর্কে যেমন জেনেছি, তেমনি বাংলাদেশ নিয়ে জাপানিদের উচ্ছ্বাস ও ভা‡লাবাসাও হৃদয়ে অনুভব করেছি। নিয়মতান্ত্রিক কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরে বাংলাদেশ-জাপানের সম্পর্কোন্নয়নে দুই দেশের সরকারের যে আন্তরিকতা দেখতে পেয়েছি, তা সত্যি আর কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আছে কি না, আমার জানা নেই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে বাংলাদেশের যেকোনো দুর্যোগ ও বিপদের সময় বাংলাদেশের পাশে জাপানের দাঁড়ানোর যে চেষ্টা, তার শুরুটা হয়েছিল 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পরের মাসই বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন জাপানের শ্রমমন্ত্রী তাকাশি হায়াকাওয়া। ১৯৭২ সালের ১৪ মার্চ ওই সফরে বঙ্গবন্ধুকে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানোর পরই তাঁর হাতে দেন জাপান সফরের আমন্ত্রণপত্র। বাংলাদেশ ভ্রমণে যাওয়ার আগে এই তাকাশি হায়াকাওয়া নিজেই জাপানের সংসদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও পরে ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত করেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে নিতে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে শতাধিক শিক্ষার্থী জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করতে আসছেন। নিঃস্বার্থভাবে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করছে। আমা‡দর দেশের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে এসে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যেমন পরিচিত হচ্ছেন, তেমনি এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, যার মাধ্যমে দুই দেশের সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির আদান-প্রদান হচ্ছে।

জাপান সরকারের এ আমন্ত্রণের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের জাপান সফরে এসেই উত্তরের জনপদের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার চলাচলকে সহজ করতে 'যমুনা সেতু' করে দেওয়ার জন্য জাপান সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কোকেই তানাকার কাছে অনুরোধ করেন। সেই জাপান সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ৯ হাজার মিলিয়ন জাপানি মুদ্রার একটি তহবিল গঠন করে। বঙ্গবন্ধুর ওই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের একটি বড় ভিত্তি স্থাপিত হয়।

পঁচাত্তরের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধুর স্মরণে জাপানের সংসদে শোক প্রস্তাবও করা হয়েছিল। এরপর দুই দেশের মধ্যে যখন কোনো সংকটের সময় এসেছে, তা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে জাপান এয়ারলাইনস বা জালের ফ্লাইট ৪৭২-এর ডিসি ৮ বিমানটি দেশটির উগ্রবাদী রেড আর্মি যখন ১৫১ যাত্রীসহ ছিনতাই করে ঢাকা বিমানবন্দরে নিয়ে এসেছিল, তখন সেটি জাপানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে মধ্যস্থতাকারী ছিল তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার। সেই অবদান জাপানিরা আজও স্মরণ করে।

বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সড়ক ও যোগাযোগ, সেতু, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আর্থসামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক অনুদান ও আনুষঙ্গিক সহায়তা করে যাচ্ছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। জাপান সরকারের এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশে ঠিক কী কী কাজ করছে, তার আলোচনা ইতিমধ্যে প্রথম আলোতে এক নিবন্ধে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি জানিয়েছেন, যার আলোকপাত এখানে আমি করছি না।

বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে নিতে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে শতাধিক শিক্ষার্থী জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করতে আসছেন। নিঃস্বার্থভাবে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে এসে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যেমন পরিচিত হচ্ছেন, তেমনি এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, যার মাধ্যমে দুই দেশের সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির আদান-প্রদান হচ্ছে।

এই যে কয়েক বছর আগে থেকে দক্ষ মানবসম্পদ ক্যাটাগরিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশিদের কর্মী হিসেবে জাপান সরকারের নিজস্ব অর্থ ও তত্ত্বাবধানে নিয়োগ দিচ্ছে, যা আমাদের প্রবাসী আয়ের সুবর্ণ সুযোগ বটে।

২০১৬ সালে হোলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার পর বিশ্বের বড় বড় দেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তখন বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার জানিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। বাংলাদেশকে জঙ্গি মোকাবিলায় কারিগরি সহায়তাও দিয়েছেন তাঁরা। ওই হামলায় সাত জাপানি নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

প্রায় ১০ হাজারের বেশি বাংলাদেশী জাপানে বসবাস করছে। এই প্রবাসীরা কখনোই নিজেদের জাপানিদের চেয়ে আলাদা ভাবতে পারেন না। কারণ, এই দেশের সুযোগ-সুবিধা একজন জাপানী যেভাবে পায়, ঠিক তেমনি বিদেশিরাও পায়। জাপান শুধু দিয়ে গেছে। কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তারা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি। কোভিড মহামারির কথা ধরা যাক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ টিকা নিয়ে তুঘলকি কান্ড করলেও জাপান অভূতপূর্বভাবে টিকাসহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশকে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ যে ভুল করেছে, তা হলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে পিছিয়ে থাকা। জাপানের মেইজি আমলের শিক্ষাব্যবস্থা যে কতটা শক্তিশালী ও অগ্রগামী, তা এখানে যাঁরা পড়াশোনা করতে এসেছেন, তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে, ভবিষ্যতে অন্তত শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে জাপানের কাছ থেকে সহায়তা নেওয়া। আমি যতটুকু জানি, জাপান এ বিষয়ে যথেষ্ট উদার। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি সত্যিই তা করতে পারি, তাহলে আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণায় শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সম্পর্কের এ অববাহিকা আরও বেশি মজবুত হোক, সৌহার্দ্যের হোক, বন্ধুত্বের বন্ধনে আটকা থাকুক বাংলাদেশ-জাপানের পথচলা।

লেখক: জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক

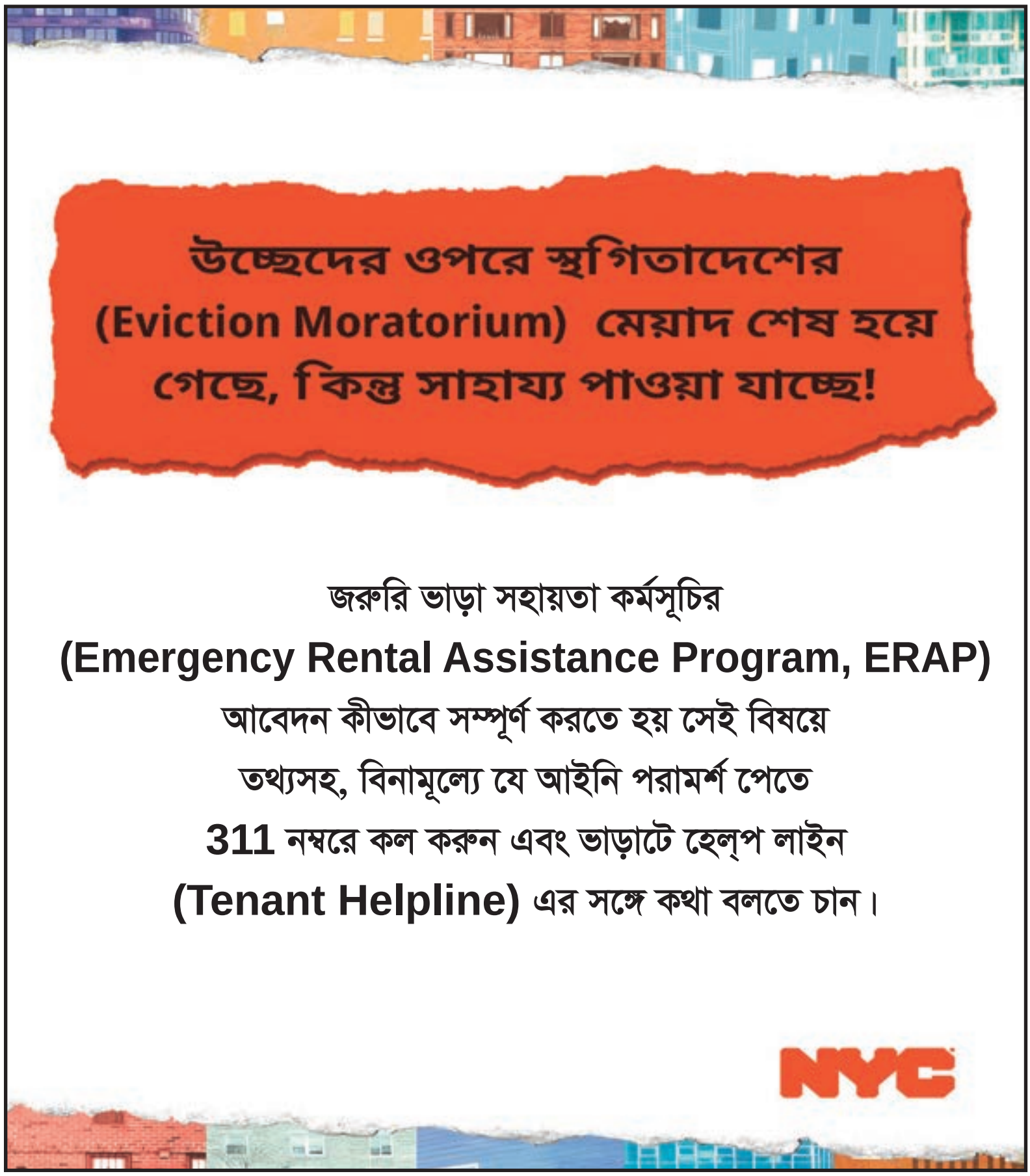

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

নিউইয়র্কে নিখোঁজ ইমরানকে পাওয়া গেল হাসপাতালে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক থেকে নিখোঁজ প্রবাসী বাংলাদেশী ইমরান হোসেন (১৯)-কে অবশেষে পাওয়া গেছে স্থানীয় একটি হাসপাতালে। তাকে নিখোঁজের ১৪ দিন পর পাওয়া গেলো। তার বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার নন্দিয়ারপাড়ায়, বাবার নাম শফিকুল ইসলাম ।গত ৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে লুথারেন হাসপাতালে তাকে পাওয়া যায় বলে জানান তার বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম। তিনি জানান, ইমরান ডেলিভারিম্যান হিসেবে কাজ করছিলেন ব্রুকলীনের ফোর্থ অ্যাভিনিউতে অবস্থিত ‘পাপা জোন্স’-এ। গত ২০ জানুয়ারী বিকেলে ব্রুকলীনে চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার বাসা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

এনওয়াইপিডি’র সদস্য জেসন রিবেরা এবং উইলবার্ট মোরার অকাল মৃত্যুতে এইচআরডব্লিও’র শোক সভা

নিউইয়র্ক: এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসার জেসন রিবেরা এবং উইলবার্ট মোরার আততায়ীর গুলির আঘাতে অকাল মৃত্যুতে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট ইউএসএ (ডব্লিওএইচআরডি) জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভার সিটি প্লাজা শোকসভা করেছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারী রোববার আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ)। শোক সভায় ১১৫ প্রিসেন্টের ক্যাপটিন জামিল আল তাহেরী প্রধান অতিথি এবং ডিষ্ট্রিক এর্টনী কুইন্সের কমিউনিটি কো অডিনেটর রোকেয়া আকতার প্রধান বক্তা ছিলেন। উল্লেখ্য, গত গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ব্রঙ্কসে ঐ গুলির ঘটনা ঘটে।

শোক সভায় রোকেয়া আকতার বলেন, আমাদের নিরাপত্তার জন্য কিউডিএ অফিস অবিরাম কাজ করছে। মেন্টাল এইজিং ফ্রাসটেশন, হেইট ক্রাইম, হিউম্যান ট্রাফিকিং, আমাদের সমাজের বড় সমস্যা। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর এই ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার।আমি আজকের শোকসভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমরা আগামীতে কমিনিটির সমস্যা নিয়ে ব্যাপক বিস্তৃতভাবে আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

ক্যাপ্টেন জামিল আল তাহেরী তার বক্তব্যে ডব্লিউএইচআরডি-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অপরিচিত কোন ব্যক্তি দরজায় এসে নক করলে কখনো সাড়া দিবেন না, রাস্তায় চলাফেরা করার সময় বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করবেন, আমার অফিস আপনাদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন গ্রীন টার্চ এর প্রেসিডেন্ট ভিক্টর এলাহী, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্টের সদস্য সোহানা মাহমুদা শেখ, জেবিবিএ’র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব রহমান টুকু।

শোক সভায় কুইন্স ডিষ্ট্রিক লীডার টেমি ওসহায়ভ, এডভোকেট রোবিনা মান্নান, এডভোকেট রিদওয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট সুলতানা জামান, এডভোকেট সুনিয়া সুলতানা, সুলতানা জামান, মনি হোম কেয়ারের কর্ণধার মনি, অফিস সেক্রেটারী আসমা আক্তার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নাজমুল আলম শ্যামল, আরএস টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট আব্দুস সোবান সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা মোমবাতি ও ফুল দিয়ে প্রচন্ড শীতের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন।

শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) তার বক্তব্যের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির দাবী জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডব্লিওএইচআরডি’র সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

লাফিসেয়েলের প্রচ্ছদকন্যা ফারনাজ আলম

(প্রথম পাতার পর)

সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ম্যাগাজিনের বিষয় হয়েছেন। তার সাক্ষাৎকার এবং তার ব্র্যান্ড কণা বাই ফারনাজ আলমের বিভিন্ন প্রসাধনী দিয়ে মেকওভারের ছবি ছাপা হয়েছে। এবার তারই ধারাবাহিকতায় ফ্যাশন ম্যাগাজিন লোফিসিয়েলের আরব সংস্করণের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকন্যা হয়েছেন ফারনাজ আলম।

প্রচ্ছদকন্যা হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি যেমন ছিল তেমনি ছিল প্রয়োজনীয় গ্রুমিং। তবে মডেলিংয়ের পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকলেও সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা আর মেধা দিয়েই উতরে গেছেন তিনি।

লোফিয়েসেল অ্যারাবিয়ার ফটোশুট নিয়ে তিনি বলেন, দুবাইতে বছরের বেশ বড় একটা সময় থাকতে হয় বলে সেখানেই রূপবিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সাময়িকীর ফটোশুটে মেকআপ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে শুটে কাজ করেছেন। এভাবেই শুটের প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। যোগাযোগ হয় লোফিসিয়েল অ্যারাবিয়ার কুশীলবদের সঙ্গে।তারাই ফারনাজকে প্রচ্ছদকন্যা হওয়ার প্রস্তাব দিলে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও ফিরিয়ে দেননি।

দুবাইতে জানুয়ারিতেই শুট শুরু হয়। শুট আগে তিন দিন গ্র“ম করানো হয়। হিল তিনি পরেন না। যদিও এই শুটে হিল পরতে হয়েছে। হিল পরে অনুশীলনের সময় পায়ে ফোস্কাও পড়েছে, হাসতে হাসতে বললেন ফারনাজ; সঙ্গে যোগ করলেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হয়েছে এই শুট। দীর্ঘসময় কাজ করতে গেলে প্রচুর এনার্জি লাগে।এজন্য নিজেকে চাঙা রাখতে কাপের পর কাপ কফি খেয়েছি। মোট চারটি ছবি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে। এই পোশাকগুলো ছিল অ্যাটেলিয়ার জুহরা ব্র্যান্ডের। কিছু গয়না আর ব্যাগ ছিল বিখ্যাত ব্র্যান্ড বালগেরির। এ ছাড়া কিছু গয়না ছিল মেসিকা ও শার্লট শেনের।ঘড়ি ছিল শোপার।জুতা পরেছেন জিমি জু আর ক্রিস্টিয় লুবাতঁর।

পাশাপাশি তার মেকআপ করা হয়েছে কণা বাই ফারনাজ আলমের তিনটি প্রসাধনী ফাউন্ডেশন, লিপস্টিক আর আইশ্যাডো দিয়ে। এটিও বাংলাদেশের জন্য মাইলফলক বলে মনে করেন তিনি।কারণ বাংলাদেশের প্রসাধনী দিয়ে আন্তর্জাতিক সাময়িকীর জন্য মেকআপ করা হচ্ছে।এর আগে অবশ্য এলো ইন্ডিয়ার শুটেও তার প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনী ব্যবহার হয়।এ ছাড়া প্যারিস ফ্যাশন উইকেও এই প্রসাধনী দিয়ে মেকাআপ করা হয়েছে। এভাবে বাংলাদেশকেও বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি আমরা, বললেন ফারনাজ।

এই শুটের পোশাকগুলো ছিল যথেষ্ট ভারী। একটি পোশাক ছিল ১০ কেজির মতো ওজন; যা সামলানো মুখের কথা নয়।এর সঙ্গে জুতা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ মিলিয়ে যথাযথ লুক দেওয়াটাও বেশ কষ্ট সাধ্য। তবে তিনি সেটি ভালোভাবেই করতে পেরেছেন। এ পোশাকগুলো পরে মূলত লাল গালিচায় হাঁটা হয় বা ওই ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়।

প্রচ্ছদে তিনি চিরাচরিত রূপের রাজকন্যা নয়। কারণ রাজকন্যা বলতে আমাদের মাথায় থাকে নিটোল চেহারার, যিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করা কোনো মেয়ে। কিন্তু এখন তো দিন বদলেছে। ফলে রাজকন্যার সংজ্ঞাও পাল্টেছে। তারা এখন চার দেয়ালের চৌহদ্দিতে বন্দি নয়। বরং নারীর ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক। তার চিন্তাভাবনায় সেই ছাপ স্পষ্ট।

১৯২১ সাল থেকে প্রকাশিত লোফিসিয়েল ফ্যাশন বিশ্বে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি ম্যাগাজিন। অনেকগুলো ভাষায় রয়েছে এর সংস্করণ। বিভিন্ন লোফিসিয়েল ইন্ডিয়ার প্রচ্ছদ হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজ, ক্যাটরিনা কাইফ কিংবা সানিয়া মির্জারা।সেই দিক থেকে ফারনাজের অর্জন অনন্য।এক্ষেত্রে তিনি অন্যদের জন্য প্রেরণা হতে পারেন।হতে পারেন রোলমডেল।

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ বিউটি পার্লার উওম্যান’স ওয়ার্ল্ডের পরিচালক ফারনাজ আলম এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কণা আলমের কন্যা। ফারনাজ একাধারে স্থপতি এবং সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞও।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

চিত্রে ওজনপার্কে খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার প্রতিবাদ সভা

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রেমিট্যান্স নির্ভরতায় ঝুঁকি
বিকল্প উৎসের সন্ধান জরুরি

রেমিট্যান্স নির্ভরতায় অর্থনীতিতে ঝুঁকির মাত্রা বাড়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ও আমদানিতে ঘাটতি অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা রাখছে রেমিট্যান্স। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও টাকার প্রবাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এর রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। সবচেয়ে বড় কথা, রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে আমাদের অর্থনীতির অনেক সূচক সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এককভাবে কোনো কিছুর ওপর বেশিদিন নির্ভর করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বহুমুখী উৎসের দিকে নজর দেওয়া উচিত। পাশাপাশি রেমিট্যান্সের অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় না করে তা উৎপাদন খাতে ব্যয় করার পরামর্শও দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। সরকারের উচিত, এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা, যার ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ায় সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে তা বেড়ে ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত গত ছয় বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। তবে রেমিট্যান্সকে অবলম্বন করে অর্থনীতির অনেক সূচক সামনে এগিয়ে গেলেও দেখা যায়, হঠাৎ করে এটির প্রবাহ কমতে থাকলে তখন অর্থনীতির নানা সূচকে চাপ বৃদ্ধি পায়। অতীতে শ্রীলংকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক ঋণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করায় বর্তমানে সংকটে পড়েছে। এছাড়া চীন ও কানাডা ২০০৭ সালের বৈশ্বিক মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মূলত রপ্তানির ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল থাকায়।

হঠাৎ করে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেলে সংগত কারণেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় চাপ বৃদ্ধি পায়; ইতঃপূর্বে ২০০১ সালে যা আমাদের এখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল। আশঙ্কার বিষয় হলো, সেই একই ধরনের প্রবণতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় রেমিট্যান্স প্রবাহ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি একইসঙ্গে অন্যান্য উৎস যেমন-রপ্তানি, বিদেশি বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেবা প্রদান, পরামর্শক ফি বাবদ আয় ইত্যাদি বাড়ানো উচিত।

২০০১ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ার পর দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০০ কোটি ডলারের নিচে নেমে এসেছিল। ফলে সেসময় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায়দেনা 'সোয়াপ' পদ্ধতিতে (আকু থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ) সমন্বয় করতে বাধ্য হয়েছিল বাংলাদেশ। এ অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে আমাদের অর্থনীতির বিকল্প 'রক্ষাকবচ'গুলো নিয়েও ভাবতে হবে।

রাশিয়ার হাত থেকে ইউক্রেনকে বাঁচানোর পথ

জেফরি ডি স্যাক্স

ইউক্রেনের পশ্চিমা মিত্ররা দাবি করছে, তারা ন্যাটোতে ইউক্রেনের যোগদানের অধিকারের পক্ষ সমর্থন করার মাধ্যমে দেশটিকে সুরক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য ঠিক এর বিপরীত। বাস্তবতা হলো এই পশ্চিমা বন্ধুরা ইউক্রেনের একটি তাত্ত্বিক অধিকার রক্ষার আওয়াজ তুলে দেশটির ওপর রাশিয়ার আক্রমণের আশঙ্কাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দেশটির নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমা মিত্ররা রাশিয়াকে না খেপিয়ে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তাদানে সক্ষম একটি কূটনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছানোর মাধ্যমে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে আরও কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারত। অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের (এ দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য কিন্তু ন্যাটোর সদস্য নয়) সঙ্গে রাশিয়ার এ ধরনের চুক্তি আছে। একটি নন-ন্যাটো দেশ হিসেবে ইউক্রেনের সঙ্গেও এ ধরনের চুক্তি করার বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক দেনদরবার চালিয়ে যেতে পারত। এখনো সে ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা চালানোর সুযোগ আছে। চুক্তিতে এ বিষয়গুলো রাখা যেতে পারে: রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেন থেকে তার সেনা প্রত্যাহার করবে এবং ইউক্রেনের সীমান্তের কাছে সামরিক তৎপরতা নিষ্ক্রিয় করতে সম্মত হবে; এর বদলে ন্যাটো ইউক্রেনে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করতে চাইলে আগেভাগে তার পূর্বাভাস দেবে। রাশিয়া ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করবে এবং ইউক্রেন রাশিয়ার নিরাপত্তা স্বার্থকে সম্মান করবে। উভয় পক্ষের স্বার্থে এ ধরনের চুক্তি সম্ভব।

এটি প্রায় নিশ্চিত যে যাঁরা ন্যাটোয় ইউক্রেনের সদস্যপদ লাভ করার পক্ষে কথা বলছেন, তাঁদের কাছে এ ধরনের চুক্তিকে বাতুলতা মনে হবে। তাঁরা বলবেন, ২০১৪ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছিল এবং ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছিল। আর এখন ইউক্রেনের আশপাশে লাখখানেক সেনা জড়ো করে এবং নতুন অভিযানের হুমকি দিয়ে রাশিয়া বর্তমানের এ সংকটের সৃষ্টি করেছে। এসব তৎপরতার মধ্য দিয়ে ক্রেমলিন ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের শর্ত লঙ্ঘন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসেবে ইউক্রেনের হাতে যেসব পারমাণবিক অস্ত্র ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর সেসব অস্ত্র রাশিয়ার হাতে সমর্পণ করার বিনিময়ে ওই সমঝোতা স্মারকে রাশিয়া কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করেছিল। সেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, রাশিয়া ইউক্রেনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে (ক্রিমিয়ার মালিকানাও এর মধ্যে পড়ে) সম্মান করবে।

ইউক্রেনে ন্যাটোর উপস্থিতি এবং তার সুবাদে একটি নতুন প্রাচীর তোলা আমাদের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না। বরং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে শান্তি নিশ্চিত করাই আমাদের আসল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। পূর্ব ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের সীমান্তে রুশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার বিনিময়ে ন্যাটো তার পূর্বমুখী সম্প্রসারণ বন্ধ করলে ইউক্রেন অনায়াসেই অনেক নিরাপদ হবে।

ইউক্রেনে ন্যাটোর উপস্থিতি এবং তার সুবাদে একটি নতুন প্রাচীর তোলা আমাদের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না। বরং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে শান্তি নিশ্চিত করাই আমাদের আসল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। পূর্ব ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের সীমান্তে রুশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার বিনিময়ে ন্যাটো তার পূর্বমুখী সম্প্রসারণ বন্ধ করলে ইউক্রেন অনায়াসেই অনেক নিরাপদ হবে।

এটা সম্ভব যে রাশিয়া একটি নিরপেক্ষ ইউক্রেনকে মেনে নেবে এবং সম্মান করবে। ইউক্রেনের সেই মর্যাদা অর্জন নিয়ে পশ্চিমারা কখনোই টেবিলে প্রস্তাব তোলেনি। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করেছিল, ইউক্রেনকে (এবং জর্জিয়াকে) ন্যাটোতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সেই পরামর্শ তখন থেকেই এ অঞ্চলে বড় উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মার্কিন এ পদক্ষেপকে রাশিয়ার প্রতি উসকানি হিসেবে বিবেচনা করে ফ্রান্স, জার্মানি এবং অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় দেশের সরকার ন্যাটো জোটকে তাৎক্ষণিকভাবে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে বাধা দেয়। কিন্তু ইউক্রেনের সঙ্গে একটি যৌথ বিবৃতিতে ন্যাটো নেতারা স্পষ্ট করেন, ইউক্রেন আজ নয়তো কাল ন্যাটোর সদস্য হবে।

মেলিন মনে করে, ইউক্রেনে ন্যাটোর উপস্থিতি রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। রাশিয়া এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যে একটি ভৌগোলিক নিরাপত্তা এলাকা তৈরি করার জন্য সোভিয়েতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সর্বোচ্চ চেষ্টা **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা

শেখর ভট্টাচার্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালী জাতির আত্মপরিচয় নিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী।' ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সত্যিকার রূপটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সদ্যঃ স্বাধীন পাকিস্তানে ভাষার প্রশ্নে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি, '...নোতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা, উপাধিধারীদের জন-শোষণ আর বেশিদিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার যে প্রবণতা, তা যে শুধু ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানশাসিত অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক যুগে সম্প্রসারিত হয়েছিল, তা নয়। এর বহু আগে থেকে, বিশেষ করে তুর্কিশাসনের সময় থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। মধ্যযুগে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'বঙ্গবাণী' শীর্ষক এক কবিতায় লিখেছেন, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। 'এটি যে শুধু একটি ব্যঙ্গার্থক কথোপকথন বা কোনো রচনার পঙক্তি ছিল তা নয়, এই কবিতাটি ছিল অপশাসন এবং বাংলা ভাষা অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের সহজ প্রকাশ। মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ, ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে যখন বাঙালী স্বপ্নের স্বভূমি পাকিস্তানে প্রবেশ করে, তখন রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র দ্রুত বাঙালির সামনে উন্মোচিত হয় ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তান নামক অলীক স্বপ্ন ভঙ্গ এবং জাতিসত্তার ঐতিহ্য অন্বেষণের পরে বাঙালি সাংস্কৃতিকভাবে স্বভূমে ফিরে আসে। বাঙালী জাতিসত্তার স্বরূপ স্ফটিক স্বচ্ছভাবে নিজেদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ফলে জাতি হিসেবে বাঙালি আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। জাতিসত্তার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে ফিরে আসাকেই গবেষক বদরুদ্দীন উমর বলেছেন বাঙালীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বাস্তবতা যে চেতনার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি ছিল বাঙালির রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার এক পর্যায়ে ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার জনগণের অস্তিত্ব ও ভাগ্যকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কৃত্রিম ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে। তদানীন্তন পাকিস্তানে শতকরা ৫৬ জনের মুখের ভাষা বাংলা হলেও শতকরা সাতজনের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বাঙালী সংস্কৃতির উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্বজনীনতার মতো এর কুঠরিতে আছে আত্মপরিচয়কে নিরাপদ রাখার এক অপূর্ব শক্তি। সে শক্তি থেকেই জোরালো হয়ে ওঠা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে ভাষাশহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয় রাষ্ট্রভাষার দাবি। দাবি মেনে নিলেও ভেতরে ভেতরে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জোর করে পাকিস্তানীকরণের চেষ্টা চালানো হয় নানাভাবে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হন পাকিস্তানী শাসক এবং তাদের সহযোগী বাঙালী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা। নজরুলের রচনাকে আংশিক ও খন্ডিতভাবে গ্রহণের হীন পদক্ষেপও তাঁরা নিয়েছিলেন। এসব হীন তৎপরতার বিরুদ্ধে তখন আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য রক্ষার ওই আন্দোলনের অর্জন ছিল বাঙালীর অনির্বাণ প্রেরণা।

প্রশ্ন হলো, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সংস্কৃতিগতভাবে **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ফজর	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪
সূর্যোদয়	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৬	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪১	৬.৪০
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.০৯	১২.০৯
আসর	৩.৪৯	৩.৫০	৩.৫১	৩.৫৩	৩.৫৪	৩.৫৫	৩.৫৬
মাগরিব	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯
এশা	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫৩	৬.৫৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কাদের নিয়ে হবে জাতীয় ঐক্য

মো. জাকির হোসেন

'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল'–এই কথা প্রথম কে বলেছিলেন এ বিষয়ে ভিন্নমত থাকলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হলো গ্রিক উপকথার কিংবদন্তি লেখক ঈশপ তাঁর 'দ্য ফোর অক্সেন অ্যান্ড দ্য লায়ন' গল্পে প্রথম এই কথা উল্লেখ করেন। গল্পটা হচ্ছে, এক বনে চারটি ষাঁড় বাস করত। চারটিরই পরস্পরের মধ্যে ছিল খুব ভাব। তারা সব সময় একসঙ্গে থাকত, একসঙ্গে মাঠে চরে বেড়াত, গল্প করত, সুখে-দুঃখে সমব্যথীও হতো।

সেই বনে এক সিংহও বাস করত। সিংহটির ইচ্ছা হলো ওদের ঘাড় মটকে মাংস খায়, কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছিল না। সিংহ জানত এই চারটি যতক্ষণ একত্র থাকবে ততক্ষণ সে এদের ঘাড় মটকাতে পারবে না। কারণ ওই চারটি ষাঁড় ছিল এতই বলবান যে একসঙ্গে থাকলে সিংহ ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাই তার ইচ্ছাও পূরণ হচ্ছিল না। সিংহ তখন মনে মনে ভাবল, যদি ওদের আলাদা আলাদা মাঠে চরার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ঘাড় মটকানো সহজ হবে। এই ভেবে সিংহটি বেশ কায়দা করে ওদের মধ্যে এমন ঝগড়া বাধিয়ে দিল যে ওদের পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ওরা দূরে আলাদা আলাদা মাঠে চরতে শুরু করল। এত দিন অপেক্ষা করার পর এবার সিংহের সুযোগ এসে গেল। সে তখন একে একে ষাঁড়গুলো বধ করে সাধ মিটিয়ে মাংস খেল। ঈশপ গল্পের শেষে লিখলেন, 'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল।' মানে একতাই বল, বিভক্তিতে পতন।

বাংলাদেশে আমরা প্রায়ই জাতীয় ঐক্যের আহ্বান শুনি। অতি সম্প্রতি জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে জাতীয় পার্টির গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী রাজনৈতিক ঐক্য তথা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে আবেগঘন জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন। সংসদ সদস্যের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর ব্লগ, ফেসবুক, টুইটার সবখানেই আলোচনা হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐকমত্যের ওপর জোর দিয়ে বক্তৃতায় তিনি অন্তত ৯ বার জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, 'বৈদেশিক নীতি গ্রহণে সবাইকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পরিণতি সবাই জানে। এখন যদি যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞা দেয়, তাহলে গার্মেন্ট ব্যবসার কী হবে। সৌদি আরব যদি নিষেধাজ্ঞা দেয় তাহলে রেমিট্যান্সের কী হবে। যুক্তরাজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলে গোটা অর্থনীতি কোন পথে যাবে? তখন বাংলাদেশ তো উলানবাটরের মতো হয়ে যাবে। এখনই উচিত জাপানের সঙ্গে আলোচনা করা, ভারতের সঙ্গে আলোচনা করা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। তাদের সঙ্গে আলোচনা করা। এটা করতে হলে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ঐক্য প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা তুলতে গেলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সরকারি দলের এখানে মুখ্য দায়িত্ব। পাশাপাশি বিরোধী দলের দায়িত্ব রয়েছে। দেশের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধানের পথ ধরেই আমাদের বর্তমান সংবিধান রচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কোনো সংযোজন-বিয়োজন বর্তমান সংবিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অস্বীকার করার অর্থ মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশকে অস্বীকার করা নয় কি?

একটি রাষ্ট্রকে সামনে এগিয়ে যেতে হলে জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের জাতীয় ঐক্য কিভাবে কোন পথে হবে? এর রূপরেখা কী হবে? একটি রাষ্ট্রের তথা জাতির ঐক্যের ক্ষেত্রেও কিছু মৌলিক নীতিমালা আছে, যার সঙ্গে কোনোভাবেই সমঝোতা বা আপস করা যায় না। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন নজিরবিহীন ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, ইতিহাস, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান এতটাই প্রবল যে একটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হলে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হতে পারে না। ঐকমত্যের ভিত্তি তাহলে কী হবে?

আরো খোলাসা করে বলি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা-স্থপতি-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বিএনপি। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি কিংবা জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করে না তারা। ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলন করে ঐক্যফ্রন্ট তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বিষয়ে একটি লিখিত বিবৃতি দেয়। ঐক্যফ্রন্টের বিবৃতিটি পাঠ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিবৃতির প্রথম বাক্যটি ছিল এ রকম 'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করেছে।' কিন্তু বিবৃতিটি পাঠ করার সময় বঙ্গবন্ধুর নাম এড়িয়ে যান বিএনপি মহাসচিব ও ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিবৃতি পাঠ করার সময় প্রথম বাক্যের কিছু অংশ পড়ার পর বঙ্গবন্ধুর নাম থাকায় মির্জা ফখরুল ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবেই তা বাদ দিয়ে পরের অংশ থেকে পড়া শুরু করেন। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায় মির্জা ফখরুল 'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ' এটুকু পাঠ করার পর বঙ্গবন্ধুর নাম দেখে একটু থমকে যান এবং বঙ্গবন্ধুর নাম এড়িয়ে বাক্যের পরের অংশ পাঠ করেন। ফলে প্রথম বাক্যটি এ রকম দাঁড়ায় 'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করেছে।'

বিএনপি বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা স্বীকার করা দূরে থাক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর কোনো অবদানকেই স্বীকার করতে চায় না। এদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে বেশি কিছু নন। এদের মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শেখ মুজিব মাত্র। বিএনপি বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না। এরা বঙ্গবন্ধুর অবদানের সরাসরি বিরোধিতা করে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নানা ঘটনার বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি করে। জাতীয় ঐক্য কি তাহলে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে হবে? এটি কি সম্ভব? বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে যে রাজনীতি তা কি বাংলাদেশের পক্ষের রাজনীতি হতে পারে? ঐক্যের প্রয়োজনে বিএনপি হয়তো বঙ্গবন্ধুকে মেনে নেবে; কিন্তু দাবি তুলবে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আওয়ামী লীগকে মেনে নিতে হবে।

আর এমন হলে তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধান তথা 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'কে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। কেননা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রণীত মুজিবনগর সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে শুধু বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে অইনানুগ ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, অন্য কারো ঘোষণা বা ঘোষণা পাঠ অনুমোদিত হয়নি। ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত আছে–'যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতিবহির্ভূত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন; এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখন্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান নিম্নরূপে অনুমোদন করেছে–'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সে ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা করছি; এবং এর দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।'

মুক্তিযুদ্ধকালীন সংবিধানের পথ ধরেই আমাদের বর্তমান সংবিধান রচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কোনো সংযোজন-বিয়োজন বর্তমান সংবিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অস্বীকার করার অর্থ মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশকে অস্বীকার করা নয় কি?

জাতীয় ঐক্যের খাতিরে না হয় এই প্রশ্ন না তুললাম–কে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারবিরোধী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানে সংযোজন করেছিল? কারা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের লালন-পালন করেছে? কারা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকেছিল? কারা বারবার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে বাধা সৃষ্টি করেছে? কিন্তু ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা মামলায় অভিযুক্তদের বিষয়ে কী হবে? অপরাধীদের সঙ্গেই কি ঐক্য হবে? ঐক্যের প্রয়োজনে অপরাধীদের কি মুক্ত করে দেওয়া হবে? অপরাধীরা কি রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইবেন, না সরকার নিজ উদ্যোগে মুক্ত করে দেবে?

সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালেও ঐক্যের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ আমরা চাচ্ছি না। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐকমত্য প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে ঐকমত্যের ডাকে সবাই সাড়া দেবে না, এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা।' তাহলে কাকে নিয়ে, আর কাকে বাদ দিয়ে ঐক্য হবে? বিদ্যমান বাস্তবতায় জাতীয় ঐক্য কিভাবে, কোন পথে হবে?

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

অভাব অন্যকিছুর নয়, দেশপ্রেমেরই

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করলাম। ইতোমধ্যে আমাদের অগ্রগতির মাইলফলকে উন্নতির নানা চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়েছে। চিহ্নগুলো অস্পষ্টও নয়। দালানকোঠা প্রচুর উঠেছে, প্রতিনিয়ত উঠছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার দাঁড়িয়েছে আকাশচুম্বী। ভোগ-উপভোগের সীমা-পরিসীমা নেই। বিদেশ থেকে বাংলাদেশিদের পাঠানো টাকার পরিমাণ বেড়েছে। শুধু যে তৈরি পোশাক, তা নয়; ওষুধপত্রও আমরা রপ্তানি করছি। খাদ্য উৎপাদনও স্থবির হয়ে থাকেনি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সূচকও খারাপ নয়।

কিন্তু যে প্রশ্নটা বারবার আসে, আসা দরকার; এলে ভালো; সেটা হলো- এসব উন্নতিতে জীবনযাত্রার গুণগত মান কতটা বাড়ল। বলাই বাহুল্য, পরিমাণের বৃদ্ধি মানেই যে গুণের বৃদ্ধি- এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। মাথাপিছু আয়ের হিসাব দিয়েও উন্নতির উৎকর্ষ বোঝানো যাবে না। ধরা যাক কর্মসংস্থান বিষয়ে। সেটা যদি না বেড়ে থাকে তাহলে উন্নতির হাঁকডাক অর্থহীন শোনাবে; শোনাচ্ছেও। কর্মসংস্থানের একেবারে অপরিহার্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি যে সামান্যই ঘটেছে, সেটাও একটি ভূকুটি বটে। জ্বালানি তেলের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। হেন কোনো পণ্য নেই, যার দাম বাড়েনি। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও খোঁড়া অজুহাতে সরকার জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করে বসেছে।

নাগরিক নিরাপত্তার প্রশ্নে বলা চলে, মেয়েরা তো বটেই; ছেলেরাও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত বাহিনীগুলোর সদস্যদের নিজের বাড়ির দরজায় দেখলে কোনো নাগরিকই বলতে পারবেন না- তিনি নিরাপদ বোধ করছেন। শিশু বেড়ে ওঠে অবহেলায়; প্রবীণদের অবজ্ঞা চলে নিরন্তর। এসবই নিষ্ঠুর সামাজিক বাস্তবতা।

উন্নতির বিদ্যমান ধারাপ্রবাহটি যে মোটেই মানবিক নয়; তার নিশ্চিত প্রমাণ হলো এই উন্নতির প্রকোপে নদীর দুর্দশা। প্রায় সব নদীরই এপার-ওপার দখল হয়ে গেছে। কোনো কোনোটি শুকিয়ে গেছে, আর কিছু কিছু নদীর পানি অচিন্তনীয় রূপে দূষিত। যেমন ঢাকা শহরের চারটি নদী- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ তো উন্নতির বর্জ্য বহন করে মৃত্যুশয্যায় শায়িতই হয়নি; বলা হচ্ছে- তারা মারাই গেছে।

অন্য সবকিছুর মতো উন্নতিরও একটা দর্শন থাকে। বাংলাদেশে উন্নতির যে দর্শন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেটি হলো অন্যান্য বিবেচনাকে পদদলিত করে ব্যক্তিকে বড় করে তোলা। একজন বড় হবে নয়জনকে দাবিয়ে দিয়ে- নীতি এটাই। কিন্তু এর ফলে ওই একজনের উন্নতি যে মোটেই নিরাপদ হচ্ছে না; এমনকি সেটাও বিবেচনার মধ্যে আসছে না। উন্নয়নে-আহত ওই নয়জনের কারণে উন্নতিকে ঘরে-বাইরে পাহারাদারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বস্তি উচ্ছেদ করেও কূল পাওয়া যাচ্ছে না, আবার নতুন বস্তি বসছে। পরিবেশ অদূষিত থাকছে না; প্রতি-নয়ত নোংরা হচ্ছে। উন্নতদের পক্ষে এসব সহ্য করা কঠিন হতো, যদি তাদের বিবেক না থাকুক, অন্তত কিছুটা চক্ষুলজ্জা থাকত।

সর্বত্র তৎপরতা চলছে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়ার। ব্যক্তিমালিকানায় সবকিছু ভালো চলে- এমনটা প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা আসলে যে কী জিনিস, তা নিয়ে তো আমরা যখন অনুন্নত ছিলাম তখনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সেটা হলো নিজের ঘরবাড়ি পরিস্কার করে আবর্জনা প্রতিবেশীর আঙিনায় নিক্ষেপ করা। আর প্রতিবেশী যদি নিজের চেয়ে ধনী হয় তবে আবর্জনা রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসা। ব্যক্তিমালিকানা ওই কাজটাই বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন করছে; নিজেকে সুশ্রী করে বর্জ্যগুলো ফেলছে রাস্তা অথবা নদীতে।

এ ধরনের উন্নতির পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন এবং নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে বিবেচনা করেন, তাদের জন্য তাই একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে উন্নতির এই ধ্বংসাত্মক ধারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো; এবং উন্নতি যাতে সামাজিক হয়, সমষ্টির স্বার্থে লাগে; ব্যক্তির মুক্তি যাতে সমষ্টির শত্রুতার পরিবর্তে সহযোগিতা লাভ করে, সেটা নিশ্চিত করা।

এ কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় সামাজিকতা ও মননশীলতার একত্র অনুশীলনে। সেটা না ঘটলে মানুষ আর মানুষ থাকে না; বন্যপ্রাণীতে পরিণত হয়। আমাদের এই জনপদ জঙ্গলে পরিণত হোক- এটা নিশ্চয়ই আমরা চাইব না। সামাজিকতা ও মননশীলতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে সাংস্কৃতিক কাজকে জোরদার করা। পাড়া-মহল্লায় গ্রন্থাগার ও পাঠাগার চাই। দরকার খেলার মাঠ, নাটক, বিতর্ক, গান, নৃত্য, পত্রিকা প্রকাশ, প্রদর্শনীসহ বহু ধরনের আয়োজন। সেই সঙ্গে আবশ্যক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং টেলিভিশনে অবাধ আলোচনা। বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো বৈষয়িক উন্নতি যত বাড়ছে; ব্যক্তির সামাজিকতা ও মননশীলতার জগৎটা ততই সংকুচিত হয়ে আসছে। ছোট হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এটা মোটেই অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশে এখন এক ধরনের বন্ধ্যত্ব বিরাজ করছে, যেটি মূলত অর্থনৈতিক এবং যার প্রভাব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিলক্ষণ পড়েছে। বন্ধ্যত্ব আগেও ছিল। কিন্তু এত সংগ্রামের এবং তথাকথিত উন্নয়নের পরেও আমরা বন্ধ্যত্বের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাব না; বরং তার বিস্তার দেখে হতাশাগ্রস্ত হবো- এটা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু ঠিক সেটাই ঘটেছে। এই বন্ধ্যত্বের কারণ কী? কারণ নিশ্চয় একাধিক। কিন্তু প্রধান কারণ একটিই- দেশপ্রেমের অভাব।

এটা কোনো তত্ত্বকথা নয়, বাস্তবিক সত্য। দেশপ্রেম অর্থ হলো দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা। যে ভালোবাসা মানুষকে মানুষ রাখে, তার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে তোলে এবং সেই সঙ্গে সম্মিলিত উদ্যোগে ব্রতী করে। একা কেউই কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; অন্যের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। এই সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের সবচেয়ে সুন্দর, সহজ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে দেশপ্রেম। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি; সম্ভব হয় পরস্পরকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলা; সর্বোপরি একটি সমষ্টিগত স্বপ্নের লালন ও পালনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়। সমস্যাটা হলো, এই দেশপ্রেম আগে যতটা ছিল এখন ততটা নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা হলো কৃষিকে অবহেলা করা। আমাদের স্বাভাবিক নির্ভরতা হচ্ছে কৃষির ওপর। তাকে উপক্ষো করে যে আমরা এক পাও এগোতে পারব না- তার প্রমাণ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর দেশে এখন যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে তার মধ্যে পাওয়া যাবে। কৃষিকে অবজ্ঞা করার ঘটনা শুধু যে বাংলাদেশে ঘটেছে, তা নয়।

আগে আমরা জানতাম শত্রু হচ্ছে বিদেশি; সেই শত্রু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রেখে আমাদেরকে শোষণ করছে। ওই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি; আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম শক্তিশালী হয়েছে। এখন রাষ্ট্রক্ষমতা দেশি মানুষদের হাতে। কিন্তু ক্ষমতা যাদের হাতে তারা দেশপ্রেমের কোনো দৃষ্টান্ত তো তুলে ধরেনই না, উপরন্তু জনগণকে শোষণ করার কাজ আগের শাসকদের মতোই অব্যাহত রেখেছেন। জনগণের তারা আর যা-ই হোন; মিত্র নন। যেহেতু এরা দেশীয় এবং নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে জনগণকে বিভক্ত করতে অত্যুৎসাহী ও সক্ষম, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা জমে ওঠে না। আবার লড়াইয়ের পেছনে যে দেশপ্রেম ছিল, তাও আর বিকশিত হয় না। অন্যদিকে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের যে আদর্শ দেশের শাসকরা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন, তার প্রভাবে সাধারণ মানুষও দেশের কথা না ভেবে শুধুই নিজের স্বার্থের কথা ভাবতে চান। উভয় কারণেই সমষ্টিগত মুক্তির যে স্বপ্ন অতীতে আমাদেরকে পরিচালিত করত এবং কঠিন দুঃসময়েও আশাবাদী করে রেখেছিল, সে স্বপ্নটি এখন আর কার্যকর নেই। বস্তুত সেটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রায় প্রতিটি মানুষের জন্যই একটি দুঃস্বপ্নের জন্ম দিয়েছে। দেশপ্রেম হারিয়ে আমরা ভীষণভাবে আত্মপ্রেমিক হয়ে পড়েছি।

দেশে জ্ঞানী-গুণী আর দক্ষ লোকের কোনো অভাব নেই। আমাদের লোকেরা বিদেশে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু দেশপ্রেমের অভাবের দরুন জ্ঞান, গুণ ও দক্ষতাকে সৃষ্টিশীলতার কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বন্ধ্যত্বের আসল কারণটা রয়েছে এখানেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা হলো কৃষিকে অবহেলা করা। আমাদের স্বাভাবিক নির্ভরতা হচ্ছে কৃষির ওপর। তাকে উপক্ষো করে যে আমরা এক পাও এগোতে পারব না- তার প্রমাণ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর দেশে এখন যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে তার মধ্যে পাওয়া যাবে। কৃষিকে অবজ্ঞা করার ঘটনা শুধু যে বাংলাদেশে ঘটেছে, তা নয়। এটি বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি অংশ বটে, যে পুঁজিবাদ কৃষিকে ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহী থাকে বৃহৎ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আমরাও ওই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে রয়েছি।

অন্যদিকে আরেক ঘটনা ঘটে চলেছে। সেটা হলো ঋণবৃদ্ধি। বাংলাদেশ বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ করেছে, এটা আমরা জানি। কিন্তু এখন যেটা করছে তা হলো দেশি ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকের স্থানীয় শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ। সরকারি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেয়ে অনুৎপাদনশীল সরকারি খাতগুলোতেই খরচা বাড়ছে। প্রয়োজনে সরকার ঋণ গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা করা দরকার ব্যাংক থেকে নয়; দেশবাসীর কাছ থেকে। এ জন্য নানা ধরনের বন্ড বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও অভাব যেটির সেটি অন্যকিছু নয়, দেশপ্রেমেরই।

দেশপ্রেমের সমস্যাটা দূর করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার। তেমন আন্দোলন, যা এক দল বা গোষ্ঠীকে সরিয়ে অন্য দল বা গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসাবে না; রাষ্ট্রের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এটিরই আজ অভাব এবং এই অভাবের জন্যই সর্বত্র এত হতাশা। যারা দেশপ্রেমিক তাদের প্রথম কর্তব্য হলো এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে গভীরতা ও ব্যাপকতা দেওয়া। নইলে সংকট থেকে আমরা কিছুতেই বের হয়ে আসতে পারব না।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিউইয়র্কে নিখোঁজ ইমরানকে পাওয়া গেল হাসপাতালে

(৩ পাতার পর)

হওয়ার পর আর ঘরে ফিরেননি তিনি। ইমরানের হদিস চেয়ে পুলিশে রিপোর্ট করা হয়েছিল। সন্ধান চেয়ে প্রচারণা চালায় 'বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'।

কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ইমরানের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরে ইতালী থেকে ছুটে আসেন বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, "ইমরানকে খুঁজে পাওয়া গেলেও সে এখনও কথা বলতে পারেনি। মাথায় আঘাত আছে। কীভাবে এবং কেন এমন অবস্থা হয়েছে সেটি ইমরান কথা না বলা পর্যন্ত কেউই অনুমান করতে পারছে না।"

জাহাঙ্গীর আরও জানান, মেক্সিকো হয়ে অবৈধপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইমরান। কিছুদিন ডিটেনশন সেন্টারে থাকার পর প্যারোলে মুক্তি পান। রাজনৈতিক আশ্রয়ও প্রার্থনা করেছেন কিছুদিন আগে। তবে সবকিছু ঝুলে রয়েছে।

ইমরানকে খুঁজে পাওয়ায় স্বস্তির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী ফৌজিয়া ও মাজেদা

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মাহমুদ হাসানের প্রশ্নঃ

আমি বেশ কয়েকবছর আগে এদেশে এসেছি। আমি অবিবাহিত। এখানে একটি মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সে বিবাহিত। কিন্তু সে বিবাহিতা হলেও তার স্বামীর সাথে বনিবনা নেই বলে তারা ডিভোর্সড দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এবারে আমার ব্যাপারে একটু উল্লেখ করতে চাই। আমি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলাম। এদেশে আসার পর বেশ কয়েকবছর আমার স্টুডেন্ট ভিসা ধরেও রেখেছিলাম। কিন্তু এখন আমার স্টুডেন্ট ভিসার মেয়ার আর বহাল নেই। অর্থাৎ এখন আমার কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই।

এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিয়ে হলে আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করতে পারবে কিনা?

আমার আরো জানার বিষয় হচ্ছে আমার হবু স্ত্রী তার পূর্বের বিয়ের ডিভোর্সের কতদিন পরে আবার বিয়ে করতে পারবে? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

মাহমুদ হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ডিভোর্স এবং পুর্নবিবাহের ব্যাপার জানতে চেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমাদের আরো কিছু জানতে চাওয়ার থাকে।

আপনি উল্লেখ করেছেন যে মেয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক হয়েছে সে বিবাহিত। ধারণা করছি তার বিয়ে বেশ আগেই হয়েছে- অর্থাৎ খুব সাম্প্রতিক সময়ে তাদের বিয়ে হয়নি। তারা এখন ডিভোর্সের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ বিষয়ে সাধারণভাবে জবাব হচ্ছে তারা ডিভোর্স দেবার পরিকল্পনা নিয়ে থাকলে- সে কাজটি তারা আইন অনুসারে করতে পারে। উভয়ের সম্মতিতে ডিভোর্স হলে কোন ঝামেলা ছাড়াই ডিভোর্স হতে পারে। আপনার চিঠি থেকে এমন ধারণা আমার হয়েছে।

তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার আর তা হল যে আপনার হবু স্ত্রী যদি বিয়ে করে তার স্বামীর মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পাওয়ার পরই ডিভোর্স দেন তবে তার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তার পরামর্শ নেয়অ শ্রেয়।

এখন প্রশ্ন আসে ডিভোর্স দেবার কতদিন পার আবার বিয়ে করা যায়? এ ব্যাপারে বাঁধাধরা কোন সময় সীমা নেই। সাধারণতভাবে ডিভোর্স দেবার পরে আবার বিয়ে করার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। আপনার হবু স্ত্রী ডিভোর্সের পরে আপনাদের বিয়ে হলে তখন আপনার স্ত্রী আপনার জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু গ্রিনকার্ডের জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি বৈধ ভিসায় এদেশে প্রবেশ করেছেন। এ কারণে আপনার ভিসা এভায়েলেবল হলে আপনি এখান থেকে আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন।

তবে আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের ফাইল না হওয়া পর্যন্ত আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন না। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীর করা আবেদন গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি এদেশে বৈধ বলে গৃহিত হবেন না। যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন এটর্নীও সাথে আলোচনা করবেন।

নিউইয়র্ক থেকে আসমা বেগমের প্রশ্নেঃ

আমি আমার স্বামীর করা আবেদনে গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। কিছুদিনের মধ্যে সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করব। একটি বিষয়ে জানার জন্যে

এই চিঠি লিখছি।

আমি সন্তান সম্ভবনা। আমার ছোট আরো একটি বাচ্চা আছে। আমি অসুস্থ। আমার এই শারীরিক অবস্থায় আমাকে এখানে দেখাশোনার জন্যে তেমন কেউ নেই। এই অবস্থায় আমি কি আমার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারি?

আসমা বেগমের প্রশ্নের উত্তরঃ

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। গ্রিনকার্ডধারী একজন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পরিবারের নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) ২১ নিম্ন বয়সের এবং ৩) ২১ উর্ধ বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা।

একজন আমেরিকান নাগরিক পরিবারের নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী, ২) সন্তান ২১ নিম্ন বয়সের, ২১ উর্ধ্ব বয়সের এবং বিবাহিত, ৩) অভিভাবক মা-বাবা, ৪) সহোদর-২১ নিম্ন এবং উর্ধ্ব অবিবাহিত এবং বিবাহিত ভাইবোন।

আপনার ক্ষেত্রে যে করা যায়, আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আপনি যখন ইউএস সিটিজেনশীপ লাভ করবেন তখন আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আপনার মা-ইউএসএ আসার জন্যে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন করতে পারেন।

আমেরিকান দূতাবাস এবং কনস্যুলেট যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক সফরের জন্যে বি-ওয়ান/বি-টু ভিসা ইস্যু করতে পারেন। এ জন্য পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে ভিসা অফিসারকে আপনার সন্তুষ্ট করতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য আপনার ভাল যুক্তি রয়েছে; আর্থিকভাবে আপনি আপনার সফরের ব্যয়ভার নির্বাহে সক্ষম এবং স্বদেশের সঙ্গে আপনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবং সফর শেষে আপনি দেশে ফিরে যাবেন।

আপনার অবস্থান বিবেচনায় আপনার মায়ের বি-টু ভিসা প্রাপ্তি সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপনাকে অবশ্যই নিচে উল্লেখিত কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে। যদি আপনি আপনার ডাক্তার ও সোস্যাল ওয়ার্কারের কাছে থেকে উত্তম অর্থাৎ যথাযথ ও জোরদার যুক্তসহ একটি চিঠি উপস্থাপন করতে পারেন;

আপনার সর্বশেষ ট্যাক্স রিটার্ন ব্যাংক লেটার এবং আপনার বা আপনার স্বামী জব লেটারের সঙ্গে এফিডেভিট অব সাপোর্ট (ফরম আই-১৩৪)।

আজ আপনাদের কাছে থেকে রি-ফিউজ স্ট্যাটাস এবং হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোল আবেদন দ্রুত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখা পাওয়ার ভিত্তিতে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো।

রিফিউজি স্ট্যাটাসঃ

কারো রিফিউজি স্ট্যাটাসের আবেদন যদি পেন্ডিং থাকে, সেক্ষেত্রে বিদেশে রিসোটেলমেন্ট সাপোর্ট সেন্টারে দ্রুততর করার আবেদন পাঠাতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ইউএসসি-সআইএস কোশ্চেন এন্ড আনসার রিফিউটি পেজ দেখতে হবে।

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলঃ

হিউমোনিটোরিয়ান প্যারোলের আবেদন দ্রুততর করতে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হিউমোনিটোরিয়ান এফেয়ার্স ব্রাঞ্চে আবেদন জানাতে হবে। আরও তথ্য জানা যাবে- হিউমোনিটোরিয়াম অব অব সিগনিফিক্যান্ট পাবলিক প্যারোল ফল ইনডিভিজিয়াল আউট সই কি ইউনাইটেড স্টেস পেজ দেখতে হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা

(৫ পাতার পর)

বাঙালী যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিল, এই প্রত্যাবর্তনকে কতটুকু মহিমান্বিত করা গেছে এ পর্যন্ত। ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছিল জাতিগত চেতনা। সেই চেতনা আমাদের এই মর্মে সচেতন করেছে যে আমরা বাঙালী। আমরা জেনেছি, বাংলা ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। ভাষা আন্দোলন থেকে উৎসারিত চেতনার বলেই আমরা আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলাম ধর্মনিরপেক্ষতা। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সংবিধান থেকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং নতুন করে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত করার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মনিরপেক্ষতা আবার সংবিধানে স্থান পায়। ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও পঁচাত্তর-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে জাতির মধ্যে কিছুটা হলেও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একইভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত বাঙালী জাতীয়তাবাদকে সংবিধান থেকে ছেঁটে ফেলে জাতিকে বিভক্ত করার জন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জাতীয়তাবাদ যাঁরা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁদের অবচেতন মনে পাকিস্তানি ভাবধারা ফিরিয়ে নিয়ে আসার একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সংবিধানে আবারও বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অন্তর্ভুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা। দীর্ঘদিন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতাসীন থাকায় জাতির মধ্যে যে বিভক্তি দেখা যায়, সে বিভক্তির ফলেই জাতীয় ঐক্য অনেকাংশেই আজ ক্ষুণ্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে যে খুব সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। মাতৃভাষা পরিত্যাগের নানামুখী তৎপরতা সমাজজীবনে মোটাদাগে দেখা যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাক্রমে তিনটি পৃথক ভাষা বিদ্যমান। সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা একপ্রকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজি ভাষানির্ভর শিক্ষাক্রমে। অন্যদিকে প্রান্তিক-হতদরিদ্র শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা মাদরাসাগুলোতে। যেখানে আরবি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রয়োগ হচ্ছে, বাংলা ভাষা সেখানে হয় আরোপিত, না হয় অবহেলায় গৃহীত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু সাধারণের জন্য বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খল অবস্থা, তা কিন্তু আমাদের ভাষা আন্দোলনের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনেক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের কার্যক্রমের ওপর জাতীয় চেতনা বিকাশের প্রশ্ন জড়িত। একইভাবে বাংলা ভাষাকে শিক্ষা কার্যক্রম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা ও দৃঢ়তা দুটিরই প্রয়োজন আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী এখন ইউনেসকো কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বে এই দিনটি গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয়। একুশের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে নিজ দেশে সফলভাবে বাস্তবায়নের নৈতিক দায়কে আরো জোরালো করে তুলেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার করা ছিল ভাষাশহীদদের প্রতি জাতির অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে আমরা জাতীয়ভাবে যেমন এগিয়ে যেতে পারি, একইভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূতিকাগার হিসেবে নিজেদের ভাবমূর্তিকে সারা বিশ্বের সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এসব কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব যদি আমরা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হই।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

রাশিয়ার হাত থেকে ইউক্রেনকে বাঁচানোর পথ

(৫ পাতার পর)

করেছে। সেভাবেই তারা ভৌগোলিক অবস্থানের সুরক্ষা ব্যবস্থা ডিজাইন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে রাশিয়া প্রাণপণে সাবেক সোভিয়েত ব্লকে ন্যাটোর বিস্তৃতির বিরোধিতা করে আসছে।

হ্যাঁ, এটি ঠিক যে পুতিনের মনোভাব স্নায়ুযুদ্ধের মানসিকতার ধারাবাহিকতাকেই প্রতিফলিত করে; কিন্তু এও সত্য, সেই একই মানসিকতা রাশিয়ার প্রতিপক্ষদেরও মধ্যেও প্রোথিত আছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই নিজ নিজ পক্ষের অনুকূল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করতে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রক্সি যুদ্ধ চালাচ্ছিল, যেটি শীতল যুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে না থাকলেও তাদের মদদ নিয়ে স্থানীয় অনুসারীরা সহিংস হয়ে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় যুদ্ধক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃতি পায়। দক্ষিণপূর্ব ও মধ্য এশিয়া থেকে আফ্রিকা, পশ্চিম গোলার্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। সে অবস্থা এখন আর নেই। কিন্তু সে আগুন একেবারে নিভেও যায়নি।

আজ, ইউক্রেনে ন্যাটোর উপস্থিতি এবং তার সুবাদে একটি নতুন প্রাচীর তোলা আমাদের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না। বরং ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে শান্তি নিশ্চিত করাই আমাদের আসল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। পূর্ব ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার এবং ইউক্রেনের সীমান্তে রুশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার বিনিময়ে ন্যাটো তার পূর্বমুখী সম্প্রসারণ বন্ধ করলে ইউক্রেন অনায়াসেই অনেক নিরাপদ হবে। ইইউ এবং জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা দ্বারা সমর্থিত এ নিরিখেই কূটনীতি এগিয়ে নেওয়া জরুরি।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

জেফরি ডি স্যাক্স কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নকেন্দ্রের পরিচালক

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

আওয়ামী লীগ কি ভারতের কংগ্রেসের পরিণতির পথে যাচ্ছে?

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

কলকাতার এক সাংবাদিকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হচ্ছিল। তিনি ঢাকার কাগজেও লেখেন এবং মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কী মনে করেন?

একটু ম্লানকণ্ঠে তিনি বললেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ভারতের কংগ্রেসের রাজনীতির মতো চলছে মনে হয়। এখন আশঙ্কা করছি, আওয়ামী লীগ কংগ্রেসের পরিণতি বহন না করে। কংগ্রেস দুটি বড় ভুল করেছে। একটি দুর্নীতিকে প্রশ্রয়দান এবং অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বর্জন। আপনার মনে আছে, কংগ্রেস বিজেপির কাছে পরাজিত হওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী আবার কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। তাতে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। কিন্তু গত নির্বাচনকালে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতা ত্যাগ করে। রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেন, তিনি শিবভক্ত।

মা সোনিয়া গান্ধী ও বোন প্রিয়াংকাকে নিয়ে শিবমন্দিরে ধরনা দিতে শুরু করেন। তার আগে নরসীমা রাও যখন ভারতের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী তখন বাবরি মসজিদ ভাঙার ব্যাপারে টুঁ-শব্দটি করেননি। তখন থেকেই মনে হচ্ছিল কংগ্রেস দ্রুত গতিতে তার ১০০ বছরের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে আসছে। তার পরিণতি কংগ্রেস আজ আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্টি নয়।

যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে অর্জন করেছে, তা থেকে সরে এসে নিজেকে বিজেপির চেয়েও বেশি হিন্দুত্ববাদী দল প্রমাণ করতে গিয়ে আজ তার এই পরিণতি। আগামী নির্বাচনেও কংগ্রেস দিল্লির মসনদে বসতে পারবে কি না সন্দেহ। আমরা যারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি, তারা আপনার দেশের আওয়ামী লীগ রাজনীতির দিকেও লক্ষ্য রেখেছি এবং মনে মনে কামনা করছি আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকে যেন সরে না আসে এবং মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত না মেলায়।

কলকাতার বন্ধুর কথা শুনে মনে হলো, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরাও বাংলাদেশের রাজনীতির অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক হিসেবেই দলটিকে সাবধান করতে চাই। দলে বেনো জল ঢুকেছে। এই জল দ্রুত সরাতে না পারলে আসল পরিষ্কার জলও নষ্ট হয়ে যাবে। কে সৎ কে অসৎ তা আর বাছাই করা যাবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা ব্যক্তিগত জীবনে যতই ধার্মিক হোন, তাতে কারো আপত্তি নেই।

কারণ ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু সেই বিশ্বাসকে যখন রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখনই দেশটিতে দেখা দেয় ধর্ম-বৈষম্য। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগুরুদের নির্যাতন। পাকিস্তান আমলে সংখ্যালঘুদের অধিকার যেভাবে হরণ করা হয়েছিল, এখন আবার তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমি সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের কথা বলছি না। বলছি সমাজের নিম্নস্তরের হাজার হাজার নিপীড়িত সংখ্যালঘুর কথা। আমার এক বন্ধু বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগের কোনো নেতার বক্তৃতা শুনতে গেলে বুঝতে পারি না, তিনি আওয়ামী লীগের না জামাতের নেতা।

আরেকটা বিষয় হলো দুর্নীতি। সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এখন দুর্নীতি ঢুকেছে। দেশের উন্নয়নের টাকায় বিদেশ থেকে প্রতি বছর যে হাজার হাজার দামি ও শৌখিন মোটরগাড়ি আমদানি করা হয় তা আর কখনো হয়নি। অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মকর্তারা জড়িত কি না তার তদন্ত না করে সাধারণ ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের চাঁদা তোলার দৌরাত্ম্য এখন একটু কমেছে কিন্তু কিছু দিন আগেও নাগরিক জীবনকে শঙ্কিত করে রেখেছিল।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই মৌলবাদীদের পছন্দমতো করা হয়েছে যে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরবর্তী জেনারেশনগুলো ধর্মান্ধ হবে। বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক বাংলা তো দূরের কথা, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্নও এখন সাত হাত সমুদ্রের তলে। দুর্নীতি এবং ধর্মান্ধতা এই দুটি অত্যন্ত সর্বনাশা পথে আওয়ামী লীগ এখন চলছে। এই নীতি থেকে সরে না এলে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কলকাতার বন্ধুর মতো আমিও শঙ্কা বোধ করি।

> যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে অর্জন করেছে, তা থেকে সরে এসে নিজেকে বিজেপির চেয়েও বেশি হিন্দুত্ববাদী দল প্রমাণ করতে গিয়ে আজ তার এই পরিণতি। আগামী নির্বাচনেও কংগ্রেস দিল্লির মসনদে বসতে পারবে কি না সন্দেহ। আমরা যারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি, তারা আপনার দেশের আওয়ামী লীগ রাজনীতির দিকেও লক্ষ্য রেখেছি এবং মনে মনে কামনা করছি আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি থেকে যেন সরে না আসে এবং মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত না মেলায়।

বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই বলে শতকণ্ঠে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমন ও জঙ্গিবাদ দমনের কার্যকলাপকে যদি মানবতাবিরোধী অভিযান বলে চালানো হয়, তবে অন্যায় করা হবে। শেখ হাসিনা তখন কঠোর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন বলেই দেশ এখন ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের চেয়েও সন্ত্রাসমুক্ত। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে রাস্তায় ছুরিকাঘাত করে মানুষ হত্যা, যাকে তারা বলছে 'নাইফ ক্রাইম', তা এখনো চলছে।

এই ছুরি মারার অপরাধ দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশ বা ফরাসি পুলিশ যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু তাতেও 'নাইফ ক্রাইম' দমন করা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ বা মার্কিন পুলিশ অন্যায়ভাবে কোনো অশ্বেতাঙ্গকে হত্যা করলে তার প্রতিকারের জন্য সেই অশ্বেতাঙ্গ সমাজকে আন্দোলন করতে হয়। নিহত ব্যক্তির মাকে করুণ আবেদন জানাতে হয়। এগুলো মানবতাবিরোধী কাজ। কিন্তু এই পশ্চিমা মোড়লেরা বাংলাদেশে আসেন মানবতাবিরোধী কাজের খোঁজে। বর্তমান সরকার তাদের দুর্বল অবস্থানের জন্য এর সবল প্রতিবাদও করতে পারছেন না। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বাহিনী দ্বারা অবশ্যই কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। তিলকে তাল করে দেশের বাইরে অপপ্রচার চলছে। আওয়ামী লীগ সরকার তার সঠিক অবস্থানে থাকলে আজ এই হৈ-হুল্লোড় হতে পারত না।

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ নামে এক স্বঘোষিত মানবতাবাদীর ভিডিও বক্তব্য শুনলাম। তিনি ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন। বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী কাজ সম্পর্কে কথা বললেন। কিন্তু একথা বললেন না যে, বাংলাদেশে র‍্যাবের সন্ত্রাসবিরোধী কাজকে মানবতাবিরোধী কাজ বলা যায় না। যেটুকু কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য। বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে যে বাংলা ভাইদের মতো ভয়ংকর জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছিল বাংলা ভাইদের ফাঁসি দেওয়ার পরও যা দমন করা যায়নি, রাস্তায় আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ার যে সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল, র‍্যাব তা সাফল্যের সঙ্গে দমন করেছে।

তাকে মানবতাবিরোধী কাজ না বলে একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন বলে আমি মনে করি। পরবর্তীকালে র‍্যাব অনেক গুম ও হত্যা করেছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশকে তদন্ত করার পরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু বিএনপি-জামাতের তিলকে তাল করা এই অভিযোগগুলোকে ভিত্তি করে একটি স্বাধীন দেশের সরকারকে পশ্চিমা শক্তি শাসাতে পারে না। এই শাসানিকে সমর্থন করা দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার শামিল।

আওয়ামী লীগের অপশাসন সম্বন্ধে লিখেছি। তার প্রতিকারের জন্য দেশেই প্রতিবাদ ও আন্দোলন হওয়া উচিত। বিদেশি কুমীরকে যারা ডেকে আনার চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টা দেশদ্রোহিতার সমতুল্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আর কত সতর্ক করব? তিনি যদি সতর্ক না হোন, দলটাকে পচনের হাত থেকে রক্ষা না করেন, তাহলে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে তা থেকে দেশটাকে ৫০ বছরেও উদ্ধার করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ফ্যাসিস্টদের কবল থেকে দেশটাকে উদ্ধার করতে লেগেছে ৩০ বছর। এবার আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে পারলে দেশের যে ক্ষতি হবে তার প্রতিকার ৫০ বছরেও করা যাবে না।

সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আওয়ামী লীগই এখন আওয়ামী লীগের শত্রু। বিরোধীদল যখন ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নির্বাচনে যায়নি, তখনো আওয়ামী লীগের সরকারি প্রার্থীরা নির্বাচনে সুবিধা করতে পারেনি। প্রতি স্থানেই অভিযোগ সৎ ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। মনোনয়ন বাণিজ্য হ‡য়ছে। এখন কোটি কোটি টাকার লেনদেন ছাড়া জাতীয় সংসদের নির্বাচনে কোনো দলেরই মনোনয়ন পাওয়া যায় না। সিলেটের একটি আসনে সম্প্রতি উপনির্বাচনে এমন একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এবং তার একমাত্র যোগ্যতা তিনি অল্পবয়সে ধনী হয়েছেন। জাতীয় সংসদে গিয়ে এই ধন বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কিছু করার যোগ্যতা তার নেই। আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা বলেন, বিএনপি-জামাত কোটিপতি ধনীদের মনোনয়ন দেয়। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অনুরূপ কোটিপতি প্রার্থী না দিলে নির্বাচনে জিতবে না।

এখন নির্বাচনে ভোটদানের নয়, টাকার বাণিজ্য চলছে। সত্মানুষ জাতীয় সংসদে বা উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতে পারছেন না। মনোনয়নই পাচ্ছেন না। টাকার জোরে গণতন্ত্র বণিকতন্ত্রে পরিণত হবে। আমাদের জাতীয় সংসদে শতকরা আশি ভাগ সদস্য এখন ব্যবসায়ী এবং নব্যধনী।

বিএনপি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানবতাবিরোধী কাজের অভিযোগ করছে। কিন্তু তাদের আমলে অবস্থা এর চেয়ে ভালো ছিল কী? না ভবিষ্যতে তারা ক্ষমতায় গেলে ভালো হবে? আওয়ামী লীগ তখন অবস্থার প্রতিকার চেয়ে পশ্চিমা শক্তির দ্বারস্থ হলে বর্তমান অভিযোগের চেয়ে আরো বড় অভিযোগ পশ্চিমা শক্তির কাছে জমা দিতে পারত। আওয়ামী লীগকে একটি সাধুবাদ দেব, তারা দেশদ্রোহিতামূলক এই কাজটি করেনি।

আওয়ামী লীগ আজ একটি দুর্বল সরকার। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে অনুসরণ করার জন্যই আজ তার এই দুর্বল অবস্থান। খেঁকশিয়ালও আজ সিংহের বিরুদ্ধে গর্জন করতে পারছে। শেখ হাসিনা তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং নেতৃত্বের জোরে বিশ্বব্যাপী যে মর্যাদা লাভ করেছেন, দেশের জন্য যে সাফল্য বয়ে এনেছেন তার নিজের দল এই সাফল্যগুলোকে ধ্বংস করছে।

ভারতে জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বের পচন ধরেছিল তখন তিনি 'কামরাজ কমিশন' গঠন করেন। এই কামরাজ কমিশনের দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে বৃদ্ধ, অসৎ, অযোগ্য ব্যক্তিদের সরিয়ে দেওয়া। নেহরুর এই নীতির ফলে তার মৃত্যুর পরেও ভারতে কংগ্রেস বারো বছর ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিল।

আমি বিশ্বাস করি, আওয়ামী লীগ যদি সংশোধিত ও পুনর্গঠিত হয়, তাহলে আরো একাধিক দফা ক্ষমতায় থাকতে পারবে। আওয়ামী লীগ যেটা ভুল করছে তা হলো বিএনপিকে অন্ধ অনুসরণ। বিএনপি-জামাতের স্লোগান 'আল্লাহু আকবর'। আওয়ামী লীগ তার বাংলা তর্জমা করেছে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান'। জামাতিরা যে ধরনের টুপি-দাড়ি রাখে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এখন তা রাখেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে অনুসরণ করে। বিএনপি জামাতের সঙ্গে আপস করেছে। আওয়ামী লীগ হেফাজতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, অর্থাৎ ধর্মান্ধ রাজনীতিকে ঠেকাতে গিয়ে আওয়ামী লীগ দেখাতে চাইছে বিএনপি-জামাতের চেয়েও তারা ধর্মনিষ্ঠ। এভাবে অনুকরণ দ্বারা রাজনীতিতে টিকে থাকা যায় না।

আওয়ামী লীগের যে গৌরবময় অতীত, যারা সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, আমেরিকার সঙ্গে সম্পাদিত সামরিক চুক্তিগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আজ সেই আওয়ামী লীগের অবনত শির রাজনীতি দেখে শঙ্কা হয় আগামী নির্বাচনে কী হবে। আমার ধারণা হ্যাং পার্লামেন্ট হবে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা দেশটিতে একটি অচলাবস্থা সৃষ্টির সুযোগ পাবে। তাই শেখ হাসিনাকে সনির্বান্ধব অনুরোধ জানাই, দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত একটি শান্তির এলাকা গড়ে তোলার জন্য ইন্দিরা গান্ধী শেষ জীবনে তৎপর হয়েছিলেন। শেখ হাসিনা তার সেই শেষ স্বপ্ন দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির এলাকা (জোন অব পিস) গঠন সফল করুন। তার সেই স্বপ্ন 'জোন অব পিস' গঠনের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করুন।

একজন আপসহীন সম্পাদক

রেহানা সালাম

অবিভক্ত পাকিস্তানের সাংবাদিকতা জগৎকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের যে তিনজন সম্পাদক, তাদেরই অন্যতম আবদুস সালাম। অর্থনীতির মেধাবী ছাত্র আবদুস সালাম এমএ করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে। সেখানেও তিনি ছিলেন সমানভাবে উজ্জ্বল। শিক্ষাজীবনে সাফল্যের পর প্রায় প্রত্যেকেই পেশা হিসেবে পছন্দ করেন সরকারি চাকরি। তখন মেধাবী ছাত্ররা অংশ নিতেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়। আবদুস সালাম তা করলেন না। তিনি পেশা হিসেবে বেছে নিলেন শিক্ষকতা। প্রভাষক হিসেবে যোগ দিলেন ফেনী সরকারি কলেজে। পরে অবশ্য বাবার অনুরোধে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে সময় আবদুস সালাম অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরির মোহ আবদুস সালামের চরিত্রের সঙ্গে যাচ্ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, প্রকৃতিপ্রেমিক, সাহিত্যমনা এক মানুষ।

আবদুস সালাম সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতরে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, তা অনুভব করে সরকারি চাকরির মোহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে তার প্রতিবাদে 'ইকোনমিক নোটস্' নামে কাগজে কলাম লিখতে শুরু করেন ১৯৪৯ সাল থেকেই। তার লেখা এতটা পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয় যে, দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী তাকে পত্রিকার সম্পাদক পদে যোগদানের প্রস্তাব দেন। ১৯৫০ সালে সরকারি চাকরির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনচেতা আবদুস সালাম অবজারভারের সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

পাকিস্তানের সাংবাদিকতার জগতে জন্ম হলো এক আপসহীন সম্পাদকের; যাকে বলা হতো দি এডিটর। শুরু থেকেই আবদুস সালাম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। একই সময় তার সহযোদ্ধা ছিলেন সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনটি পত্রিকা তিন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হলেও একটি বিষয়ে তিন সম্পাদকই সহমত পোষণ করতেন। তা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিমাতাসুলভ ব্যবহার। তারা মনে করতেন, ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে দাঁড়িয়েও এর বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ এবং প্রতিবাদী করে তোলা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা অবজারভার পরিণত হয় সরকারবিরোধী একটি শক্তিশালী পত্রিকা হিসেবে। জহুর হোসেন চৌধুরী লিখেছেন, 'এর পর অবজারভার সম্পূর্ণভাবে সরকারবিরোধী কাগজে পরিণত হয় এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কুকর্মের বিরোধিতা করতে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বাহক এ পত্রিকাটি সকল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকেও পরিহার করে।' এভাবেই পত্রিকাটি বাঙালি স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আর অবজারভারের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন আবদুস সালাম। ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বারবার আঘাত এসেছে পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদকের ওপর। বন্ধ হয়েছে কাগজের প্রকাশনা। দুই দুইবার কারাগারে যেতে হয়েছে আবদুস সালামকে। চাকরি হারিয়ে নতুন চাকরি নিতে হয়েছে কর্ণফুলী পেপার মিলে।

ভাষা আন্দোলনে জনগণের পাশে ছিলেন আবদুস সালাম। ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পরও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে মনেপ্রাণে ওই আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি। ফলে সম্পাদক হিসেবে প্রথম তাকে যেতে হয় কারাগারে। ১৯৫৪ সালে শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের অনুরোধে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন তিনি। তবে রাজনীতি তার জন্য নয়- এই সত্যটা বুঝতে পেরে রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু দেশ এবং মানুষের স্বার্থে তিনি কখনও পিছপা হননি। বারবার এ অঞ্চলের মানুষের অধিকারের প্রশ্নে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। হানাদার বাহিনীর কালো তালিকায় তার নাম ছিল। '৭১-এর ডিসেম্বরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাসভবনে বারবার তার খোঁজে এসেছে আলবদর বাহিনী। সৌভাগ্যক্রমে তার আগেই তিনি সপরিবারে আত্মগোপন করে বেঁচে গিয়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবজারভারের নাম বদল হলেও সম্পাদক বদল হয়নি। আজও যখন সাহসী সাংবাদিকদের দেখি, তখন মনে হয়, শুধু সাংবাদিক নয়, আসলে সত্যই আপসহীন। ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধায় তাকে স্মরণ করি।

লেখক: আবদুস সালামের কনিষ্ঠ কন্যা

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

বাইরের মানুষ, ভেতরের মানুষ

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা সারা জীবন দিয়েই যায়, বিনিময়ে কিছুই পায় না। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, এই মানুষগুলো যে নীরবে নিভৃতে ত্যাগ করে চলেছে তারা তা নিজেরাও বুঝতে পারে না। কিংবা বুঝতে পারলেও তাতে কী আসে যায়! এ জীবন তো তাদের নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে অন্যদের জীবনকে গড়ে তোলার কঠিন তপস্যা। যে জীবনের ঝলমলে আলোয় সে মানুষটা থাকে না, বরং অন্ধকারে অযত্নে পড়ে থাকে সে মানুষটার সরল মনের তরল আকুতি।

সে আকুতিতে সে মানুষটা থাকে না, সে আকুতিতে ত্যাগের আগুনে পুড়তে পুড়তে ঝলসানো মানুষটা থাকে। অথচ কী নির্মম ট্র্যাজেডি, তাদের এ ত্যাগের মূল্য স্বার্থপর পৃথিবীর রঙিন মানুষ বুঝতেও পারে না, জানতেও পারে না! মানুষ তো নামেই মানুষ, না আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, না আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মায়া, মমতা। যা আছে তাতে মানুষ নেই, একটা অন্তঃসারশূন্য অস্তিত্ব আছে। সে অস্তিত্বের ভিতরে স্বার্থের নাটক আছে। লোকদেখানো অভিনয়ের অতিমাত্রার আদিখ্যেতা আছে। সেখানে মানুষ যতটা না মানুষ তার থেকেও বেশি অভিনেতা। সে অভিনেতারা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ত্যাগী মানুষটাকে ব্যবহার করে, তারপর স্বার্থ ফুরালে ত্যাগী মানুষটাকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়।

এভাবে ত্যাগী মানুষরা প্রতিদিন নিঃস্ব হয়, রিক্ত হয়, একটার পর একটা আঘাতে জর্জরিত হয়, তারপরও মুখের হাসিটা মুখেই লেগে থাকে। বুকে চেপে থাকা বাষ্পরুদ্ধ কান্নাগুলো হাসির মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন যে হারিয়ে যায়, সেটা হাসির মধ্যে জমে থাকা অদৃশ্য কান্নাটা জানে। যে কান্নাটার চিৎকার সে মানুষটা বোঝে, অন্য কেউ আর বোঝে না। কারণ বোবা কান্না কখনো কারও কানে পৌঁছে না। এর বাইরে খুব অদ্ভুত একটা দর্শন ও মনস্তত্ত্ব মানুষের মধ্যে কাজ করে, যেটা না করলেই হয়তো ভালো হতো।

মানুষ তার চোখে অভিনেতা দেখে, লেখক দেখে, শিল্পী দেখে, বিজ্ঞানী দেখে, চাকরিজীবী দেখে, সম্পর্ককে দেখে, অর্থনীতিবিদ দেখে, রাজনীতিবিদ দেখে অথচ তাদের ভিতরের মানুষটাকে কখনো দেখে না। আবার মানুষ তাদের সৃজনশীলতাকে বুঝতে পারলেও অনেক সময় তার মূল্যায়ন করতে পারে না। কারণ তখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, সে অন্ধত্বে মানুষ কেবল নিজেকে দেখে, অন্যদের দেখে না।

বিস্তৃত অর্থে বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো যেখানে এই পরিস্থিতিতে জীবন এবং অর্থনীতি সামাল দিতে টালমাটাল হয়েছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানেও শেখ হাসিনা বিস্ময়করভাবে সফলতা দেখিয়েছেন। বৈশ্বিকভাবে সাফল্যের উদাহরণ রচনা করেছেন।

চার্লি চ্যাপলিন বিখ্যাত অভিনেতা, যিনি অভিনয় দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে হাসিয়েছেন; কিন্তু নিজে ভেতরে ভেতরে কেঁদেছেন সারাটা জীবন। সে কান্নাটা স্বার্থপর মানুষ কখনো দেখেনি, দেখার চেষ্টা করেনি। বাণিজ্যিক পৃথিবীর মানুষ চার্লি চ্যাপলিনের মতো অভিনেতাকে বাজারের পণ্য বানিয়ে হেসেছে অনেক। অথচ নিজেকে অভিনয়ে বিলিয়ে দিয়ে যে মানুষটা দিনের পর দিন ত্যাগের মন্ত্র দ্বারা তাড়িত হয়েছে তার সে ত্যাগকে মানুষ টাকার অঙ্কে পরিমাপ করলেও জীবনবোধের গভীরতা দিয়ে পরিমাপ করেনি। তার অভিনয়কে মানুষ দেখেছে, মানুষ হিসাবে তার আত্মত্যাগকে দেখেনি। তার জীবনের পেছনের গল্পগুলো কেউ কান পেতে শুনেনি। নিজে দুঃখের আগুনে পুড়েছিলেন বলেই মানুষকে সুখের আনন্দে ভাসিয়েছেন।

নিজের ভেতরের অপূর্ণতাকে আড়াল করে মানুষের পৃথিবীতে জোকার সেজেছেন, নিজের ভেতরের মানুষটাকে সারা জীবন অদৃশ্য রেখে মানুষের বিনোদনের উপাদানে পরিণত হয়েছেন। হয়তো মানুষের কাছে মানুষ হিসাবে তার কোনো মূল্য ছিল না, মূল্য ছিল তার নির্বাক অভিনয়ের। সে অভিনয় ও অভিনেতার বাইরের মানুষটাকে কখনো স্বার্থপর মানুষ অন্তর দিয়ে অনুভব করেনি। অভিনয় একটা ত্যাগ, অভিনেতা একজন ত্যাগী মানুষ। সেটা বোঝার মতো শক্তি বাস্তব জীবনের অতি অভিনেতাদের মধ্যে কখনো জন্ম নেয় না। নিজের হাসিকে কান্নায় ডুবিয়ে চার্লি চ্যাপলিন বলেছেন, আমি বৃষ্টিতে হাঁটতে ভালোবাসি, কারণ তখন কেউ আমার কান্না দেখতে পায় না।

এভাবেই অবলীলাক্রমে নিজের ভিতরের মানুষটাকে নিজে বারবার দেখেছেন, খুব সহজ জীবনবোধ দিয়ে কঠিন সত্যের ভিতরের সত্যকে দেখে চোখ কান্নায় ভিজে এলেও বোকার মতো হেসেছেন। কখনো বলেছেন, আমার দুঃখ-কষ্টগুলো কারও কারও হাসির কারণ হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু আমার হাসিগুলো যেন কখনোই কারও দুঃখের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আবার কখনো বলেছেন, আমার সব থেকে ভালো বন্ধু হলো আয়না, কারণ আমি যখন কাঁদি তখন সে হাসে না।

জীবনের মাঝে জীবনকে হাতড়িয়ে বেড়িয়েছেন ক্রমাগত, কূল-কিনারা পাননি। আনমনে বলেছেন, আমার কষ্ট ঠোঁটও জানে না, তাই সে সবসময় হাসে। মঞ্চ ও সিনেমা কাঁপানো জীবন্ত অভিনেতার (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিস্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS	
Saturday	11:30 PM - 8PM
Sunday	11:30 PM - 8PM
Monday	11:30 PM - 8PM
Tuesday	11:30 PM - 8PM
Wednesday	11:30 PM - 8PM
Thursday	11:30 PM - 8PM
Friday	CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

‘ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়’

সালাহউদ্দিন বাবর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত কবিতার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করে আজকের কলামের সূচনা করছি, ‘ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়। তোরা সব জয়ধ্বনি কর! ... মধুর হেসে। ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর। তোরা সব জয়ধ্বনি কর!’ এই কবিতার উদ্ধৃত করা চরণগুলো আসলে উদ্ধৃত করেছি আগামী নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) উদ্দেশ করে। নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও তার সহযোগী কমিশনাররা তাদের দফতর ভবনের সামনে নতুন কেতন ওড়াবেন আশা করি। বিগত ১২তম সিইসি ও তার পূর্বসূরি একাদশতম সিইসি মিলে দেশের গোটা নির্বাচনব্যবস্থায় কাল-বৈশাখীর ঝড় তুলে সব তছনছ করে দিয়ে গেছেন। দেশের গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার প্রাণ নির্বাচনব্যবস্থাকে কলুষিত করে দিয়েছেন। আমরা নয়া সিইসি ও তার সহযোগীদের দিকে তাকিয়ে আছি তারা দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ের সূচনা থেকেই কমিশনের কার্যক্রমে নতুন অধ্যায় সূচনা করবেন বলে প্রত্যাশা করি। কবি নজরুল লিখেছেন ‘মধুর হেসে। ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর।’ আমাদেরও সেই ভাবনা। ত্রয়োদশ ইসিতে যারা ক্ষমতায় আসীন হবেন। তারা তাদের উত্তরসূরিদের কাছে যেন মডেল হতে পারেন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যেন গৌরব বোধ করতে পারেন। দেশের মানুষ আশা করে তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া ভোটাধিকার ফিরে পাবেন। নির্বাচনে সব আলো আঁধারীর খেলার অবসান হয়ে নতুন সূর্যোদয় হবে। ভোটকেন্দ্র আর রাজনৈতিক মাস্তানদের প্রলয়নৃত্যের মঞ্চ হয়ে উঠবে না।

সব যথারীতি একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসবে। কাজটা অবশ্য কঠিন, গত ৫০ বছরে দেশের কোনো একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিস্টেমে আসতে পারেনি, এর অন্যতম কারণ এমন নয় যে, রাষ্ট্রের কোনো বিধিব্যবস্থা নেই। না তার সব কিছুই বিদ্যমান, সংবিধান ও দেশের আইনি ব্যবস্থায় তার পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। কিন্তু যারা সেটি অনুসরণ করে দেশকে একটা সঠিক ‘ট্র্যাকে’ তুলে দিয়ে রাষ্ট্রকে গতিশীল করবে তা হয়নি। প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক নির্বাহী ও সাধারণ নির্বাহী সেই বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করেননি। তার ফল আজ যত জঞ্জাল প্রশাসনের পরতে পরতে জমেছে কেউ তা পরিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়েছেন এমন কথা বলতে পারব না। হয় তারা এড়িয়ে গেছেন কিংবা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব নিয়ে সঙ্কট শুরু হয়েছে সেখান থেকে, যেখানে দেশে রাজনৈতিক নির্বাহীদের বাছাই করার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা কিনা গোটা বিশ্বের সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রগুলো অনুসরণ করে। আর তা হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র মূলত পরিচালিত হয়ে থাকে রাজনৈতিক নির্বাহীদের দ্বারা আর প্রজাতন্ত্রের নির্বাহীগণ পরিচালিত হবে রাজনৈতিক নির্বাহীর দেয়া দিকনির্দেশনা অনুসারে। আগেই উল্লেখ করেছি, রাজনৈতিক নির্বাহীদের বেছে নেয়ার পথ হচ্ছে নির্বাচন, দেশের যারা মালিক তথা ৫৫ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে যারা বসবাস করেন সেসব নাগরিক। তারা বাছাই করবেন রাজনৈতিক নির্বাহীদের অবাধ, স্বচ্ছ, প্রশ্নমুক্ত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭০ সালে যথার্থ অর্থেই দেশের প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ জাতিকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্য পানে পৌঁছানোর যথার্থ রাজনৈতিক নির্বাহী বেছে নেয় নির্বাচনের মাধ্যমে। আজ কোথায় সে মানের নির্বাচন। নির্বাচন হচ্ছে না তা নয়, দেশে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ নির্বাচন এখন সহস্র প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে আছে। এসব তথাকথিত নির্বাচনে যে ব্যক্তি বিজয়ী হন তারা ‘সোনার মানুষ’ নয়, গিল্টি করা সোনার মানুষ। সে কারণের সেই গিল্টি করা মানুষগুলো ক্ষমতা পেয়ে দেশ ও দশের চেয়ে নিজের ভাগ্য নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই আমরা গত ৫০ বছর পার করেছি। কিন্তু এমনটি তো চাননি এ দেশের স্থপতি, তিনি দেশকে যথাযথ পথে চলতে সঠিক ও অনুপম গাইডলাইন তৈরি করে দিয়ে গেছেন অনন্য এক শাসনতন্ত্রে। সেটি আমরা এক পাশে ফেলে চলছি বলেই যত সঙ্কট সমস্যা এবং অধিকারহারা হয়ে গেছে দেশের মানুষ।

যা হোক, নির্বাচন কমিশনে এখন পালাবদলের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। নতুন কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতি শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠিত হয়েছে। তবে এটা ঠিক আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে কমিশন গঠনের জন্য এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়নি। এ ব্যাপারে দেশের প্রধান রাজনৈতিক নির্বাহীর পরামর্শ নিতে তিনি বাধ্য। সে জন্য কমিশন গঠনের প্রক্রিয়ায় ভালো মন্দের ভাগ সবাইকে নিতে হবে। আগে হুদা কমিশনের দায়িত্ব পালন নিয়ে কিছু মানুষ তুষ্ট হলেও দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ তাতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে আছে। সে কমিশন একটি নিন্দিত কমিশন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আগেই বলেছি, রাষ্ট্রপতির একক ক্ষমতায় ইসি গঠন সম্ভব নয়। সে কারণেই এ ক্ষেত্রে ইসি গঠনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা থেকে যায়। সে জন্য এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি নির্মোহ থাকতে পারেনি।

এ দিকে নতুন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সার্চ কমিটি গঠন করা নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, কেননা কিছু সদস্য তো সরকারি কর্মকর্তা। তাদের মতামত কেমন হবে সে প্রশ্ন বোদ্ধাসমাজের রয়েছে। তারা কি শতভাগ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে? কোনো মহলের ‘কান কথা’ উপেক্ষা করতে পারবে কি? অতীতের ইতিহাস তো সে কথা বলে না। ইতোমধ্যে সার্চ কমিটির জনৈক সদস্যকে নিয়ে কথা হচ্ছে। দেশে একটি অন্যতম জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন গত ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে, তা এখানে তুলে ধরছি। ‘আমার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে না’ শীর্ষক সেই প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটিতে বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে স্থান পাওয়া মুহাম্মদ ছহুল হুসাইনকে নিয়ে শুরুতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ তিনি সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছহুল হোসাইন বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছরের কর্মময় জীবনে যখন যেখানে যে দায়িত্ব পেয়েছেন, শতভাগ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কখনো তার কোনো কাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। তিনি বলেন, ‘আমি আমার আদর্শের ওপর আছি। ন্যায়নীতির আদর্শের ওপর আছি। কোনো অবস্থাতেই এই আদর্শ থেকে আমি বিচ্যুত হবো, না।’ তার আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেই তো উল্লেখিত দলের টিকিটে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। তাই তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সার্চ কমিটিতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের আগেই ভাবা উচিত ছিল। জাতি এখন নির্বাচন কমিশন গঠন করা নিয়ে সব প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকতে চায়। সব সন্দেহের উর্ধ্বে থাকা হতো উত্তম। মানুষ নির্বাচন নিয়ে গত ৫০ বছরে বহুবার প্রতারিত হয়েছে।

নতুন কমিশনের নেতাদের মনে রাখা উচিত নেতৃত্ব আসলে ক্ষমতা : নেতাদের শোনা ও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা, সব স্তরের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আলোচনা শুরু করায় উৎসাহদানের জন্য নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সঠিক প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা, জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে নিজেদের মূল্যবোধ, জনআকাক্সক্ষাকে বোঝা ও দূরদর্শিতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। নেতৃত্ব মানে শুধু নিজস্ব ফোরামে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানো নয়, নিজে সেই আরোধ্য কর্মসূচি স্থির করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং শুধু পরিবর্তনের সাথে সামাল দিয়ে না চলে নিজেই পরিবর্তনের সূচনা, যা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নত করা। আজ বড় আশা করে এসেছি কমিশনের নতুন নেতাদের কাছে। সুষ্ঠু স্বচ্ছ নির্বাচন আকাক্সক্ষা নিয়ে জাতি অনেক দৌড়ে, ক্লান্ত জাতি এখন স্বস্তি চায়, আর দুঃস্বপ্ন নয়।

মানুষ দেখবে আজকের সন্ধিক্ষণে, সার্চ কমিটি কী করে। তাদের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। কমিটিকে মনে রাখতে হবে তারা কোনো সাধারণ কমিটি নয়। তাদের আইনি ভিত্তি আছে। সে জন্য নতুন ইসি গঠনে রাষ্ট্রপতিকে যথাযথভাবে এবং সততার সাথে সাহায্য করবেন তারা। সার্চ কমিটি এমন ব্যক্তিদের পক্ষে সুপারিশ পেশ করবে, আশা আছে যাদের বিশুদ্ধতার প্রশ্নে কারো পক্ষেই যেন কোনো সোবা সন্দেহের অবকাশ না থাকে, নিষ্কলুষ সেসব ব্যক্তি যাদের শরীরে রাজনীতির বিন্দুমাত্র কোনো রঙ নেই। সার্চ কমিটির সব সদস্যকে এই মাত্রায় বিবেচনা করতে হবে। আর কথা হচ্ছে শত কেজি দুধের মধ্যে যদি এক ফোঁটা লেবুর রস পড়ে তবে সব দুধই নষ্ট হয়ে যায়। যাদের কমিশনে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে, তাদের আবেগতাড়িত না হওয়া, অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠতে পারা, নিজ বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থাকার, মানুষের মাইন্ড রিডিং করার মান-সিকতাসম্পন্ন হতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়চেতা, সব ভয়ভীতি উপেক্ষা করে রাজনৈতিক চাপ অগ্রাহ্য করতে পারে এমন লোকদের নাম সুপারিশ করা উচিত। কমিটির সুপারিশ ন্যায়ভিত্তিক হবে বলে জাতি আশা পোষণ করে তা বলাই বাহুল্য।

এটাও সত্য ‘রকিব-হুদা’ কমিশনদ্বয়ের জন্য সার্চ কমিটিই সুপারিশ করেছিল। সেসব সার্চ কমিটি সুপারিশ পেশের খানিক পরেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু দশ বছর ধরে দেশকে ক্রমাগতভাবে ডুবতে হয়েছে। তারা জাতির ঘাড়ে এমন দুই কমিশন চাপিয়ে দিয়ে যান, যা তুলনাবিহীন। ইসির নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তাদের অদক্ষতা ছিল। দল বিশেষের প্রতি অপরিসীম অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তারা যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সব চেয়ে অনুতাপের বিষয় হচ্ছে সিইসি হুদার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা। যে সংস্থার ওপর জাতির সৎ নীতিবান নেতৃত্ব বাছাই করার দায়িত্বভার দিলো, সেই প্রতিষ্ঠানের খোদ প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এলে তা গোটা দেশের জন্য লজ্জার বিষয়। তিনি যদি ‘করাপ্ট’ হন, তবে এমনটাও ভাবার অবকাশ আছে তিনি নির্বাচনে হার জিতের নিয়ে ‘খেল’ দেখাতে সক্ষম হতে পারেন। নিকট অতীতের এসব বিষয় নিয়ে সার্চ কমিটির মনমস্তিষ্কে তা থাকবে বলে আশা করা যায়। এটা সবারই জ্ঞাত নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা এখন একেবারে তলানিতে পৌঁছেছে।

এ জন্য রকিব ও হুদা কমিশনদ্বয়কে পুরো দায় নিতে হবে। এমন পরিণতি অবশ্যই কারো জন্যই সুখপ্রদ নয়। নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। তার কাজে কেউ নাক গলাতে পারেন না। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেসব সদস্য শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবে বলে সাব্যস্ত হয় তাদের নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা করার জন্য আগাম ব্রিফিং করে দেয়া উচিত। যারা সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবে, তাদের নির্বাচনের পর ভর্ৎসনা করা, শাস্তি দেয়া উচিত। আর নির্বাচনকালে খোদ কমিশনই কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু গত দশ বছরে দুই ইসির কেউই নির্বাচনের সময় দায়িত্ব পালনে যেসব সরকারি কর্মকর্তাগণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তাদের কিছুই করেনি। সরিষায় ভূত থাকলে সে সরিষা দিয়ে ভূত দূর করা যাবে কিভাবে?

হুদা কমিশনের ৫ বছরের ক্ষমতায় থাকার সময় কাল ১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেএই কমিশনের অধীনে জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশনসহ প্রায় পাঁচ হাজারের মতো বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচন নিয়ে সহস্র প্রশ্ন রয়েছে। সে সব নির্বাচন নানা বিশেষণে অভিহিত করা যায় যা কিনা বিশ্বের নির্বাচনী ইতিহাসে অভিনব বলেই ঠেকবে। যেমন ভোটারবিহীন নির্বাচন, নৈশ নির্বাচন, অসংখ্য বিনা প্রতিপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া। এসব আসলে দেশের শোচনীয় গণতান্ত্রিক অবস্থাকে সপ্রমাণ করে, এসব দেশের মানুষের দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে। সার কথা, যেসব প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন, তাদেরই সমৃদ্ধি এসেছে, কিন্তু গণতন্ত্র হেরে গেছে। তা ছাড়া এসব নির্বাচনে নানা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। যেসব স্থানে ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। সেই ভোট গ্রহণ নিয়ে হাজারো আপত্তি সত্ত্বেও সব অভিযোগ অগ্রাহ্য করা হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহার বহু জনের ভোটদানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কোথাও খোদ ইভিএম যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। ভোট দিতে গিয়ে মানুষ নানা সঙ্কটে পড়ে। এসব অব্যবস্থার পরও শক্তিধর প্রার্থীরা বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের অনিয়ম করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছে। এসব ঘটনা গণতন্ত্রের প্রাণ নির্বাচনকে অধোগতির শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। তা ছাড়া হুদা কমিশনের আমলে নির্বাচন যা কিছু ঘটেছে তার উপসর্গগুলো রাষ্ট্রীয় জীবনে এখনো জের রেখে গেছে। এই কমিশনের পূর্বসূরি কাজী রকিবউ-দ্দিন কমিশন, এই দু’কমিশন মিলে ভোট তথা গণতান্ত্রিক চেতনার পথে নেতিবাচক মাইলফলক প্রথিত করে গেছে। এটা সহজেই অনুমেয় দুই কমিশন ধারাবাহিকভাবে বিগত দশ বছরে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে স্বেচ্ছাচার করেছে।

এটা একটা বহু প্রচলিত বাক্য যে, ‘উন্নয়ন ও গণতন্ত্র পরস্পর সমান্তরালভাবে চলে। একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অপরটি সুস্থ থাকার কথা নয়। দেশে গণতন্ত্রে অধোগতির জন্য রাষ্ট্রীয় জীবনে জবাবদিহি নিম্নগামী হয়ে পড়ে। তা উন্নয়নকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে উন্নয়ন ধারা স্লথ হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তখন অপচয়, অর্থ আত্মসাতের ঘটনা, শত জিহ্বা বের করে দেয়। প্রকল্পে নানা দুর্নীতির শত বাহুর বিস্তার ঘটে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ক্ষেপণ করে প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে নেয়া হয়। দুর্বৃত্তরা এটা ভাবে না যে, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেয়া করের পয়সা তারা শুষে নিচ্ছে। এসব নিয়ে কথা বলবে কে? প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা যদি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে না পারেন তবে জবাবদিহির কালচার পোক্ত হবে কিভাবে। সব ‘আশার গুড়ে বালি’ ছিটিয়ে গেছে গত দশ বছরে রকিব ও হুদা কমিশন। এখন তারা পার পেয়ে গেছেন মনে করছেন। কিন্তু ইতিহাস নীরবে সব কিছুর সাক্ষী হয়ে থাকছে। একদিন ইতিহাস সমুদ্রের গর্জন নিয়ে জেগে উঠবে, দেবে ধিক্কার। তারা ইতিহাসের পাতায় খলনায়ক প্রতিপন্ন হবে।

হুদা কমিশনের অধীনে বিভিন্ন স্তরের প্রায় পাঁচ হাজারের মতো নির্বাচনে সংঘটিত শত শত অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা দায়ের করেছেন। কিন্তু হুদা কমিশন সেটি অগ্রাহ্য বা কালক্ষেপণ করেছে যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আইনের এমন ব্যত্যয় ঘটলে শুধু প্রার্থী এককভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তা কিন্তু নয়, তার সমর্থকদের সমর্থন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নির্বাচনে এমন সব অনিয়মের জন্য দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি বহু নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে যা প্রকারান্তরে নির্বাচন বয়কট করার শামিল এবং কমিশনের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন। বিএন-পির কর্মীরা তো বটেই, দেশের কোটি কোটি মানুষই এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ, হতাশ।

একটি দেশের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে সে দেশের গণতন্ত্রের ব্যারোমিটার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র। সে দেশে এমন নিম্নমানের কমিশন কতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বোদ্ধা সমাজ তো বটেই সাধারণ মানুষের কাছেও বিরাট প্রশ্ন হয়ে আছে। বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন তথা সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যেসব বিদেশী পর্যবেক্ষক এসেছিলেন, তারা নির্বাচনের নামে ‘মকারি’ দেখে গেছেন। তার ভিত্তিতে তারা যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাতে দেশের নির্বাচনকে ধোঁকাবাজি হিসেবে গণ্য করেছেন। সে ক্ষেত্রে কমিশনের আত্মমর্যাদার কতটুকু কী হয়েছে তা তারা অনুভব করবেন কি না জানি না। তবে দেশের যে ক্ষতিটুকু ক্ষতি হয়েছে সেটি কিন্তু গোটা দেশবাসীর আত্মসম্মানে প্রচন্ড আঘাত করেছে। এমনিতে এ দেশ বহির্বিশ্বে দুর্যোগের জনপদ হিসেবে করুণার পাত্র। দুর্যোগ নিয়ে দেশের মানুষের ও প্রশাসনের তেমন কিছু করার থাকে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাল-বৈশাখীর যে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে তা তো আমাদের ‘হাতের কামাই’। এটা অস্বীকার করার ‘অসিলা’ কোথায়?

ইসিকে এখন যে হালে রেখে যাচ্ছে দ্বাদশ কমিশন, তাকে টেনে তোলা, তার ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার খুব সহজ কাজ নয়। প্রথমত ইসির যে সাংবিধানিক মর্যাদা তা স্বস্থানে নিয়ে আসা। ইসি ও নির্বাচন নিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে যে হতাশা ও ক্ষোভ তা দূর করতে হবে নতুন তথা ত্রয়োদশতম ইসিকে। নতুন ইসিকে নির্বাচন নিয়ে যে ফ্রিস্টাইল অনুশীলন হয়েছে, সে মানসিকতা দূর করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। সংবিধান বলেছে, ইসি দায়িত্ব পালনে স্বাধীন, ‘কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।’ তারা তো এমন শপথবাক্য পাঠ করে দায়িত্বে আসবে ‘আমি সংবিধান রক্ষণ সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; এবং আমার সরকারি কার্য ও সরকারি সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।’ মূল কথা হচ্ছে সিইসি এবং অন্যান্য কমিশনারের দায়িত্ব হবে কমিশনে ইমেজ উচ্চকিত করা। সুষ্ঠু স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সব মহলের দাবি পূর্ণ করা। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে, নতুন ইসিকে জনগণের মনের ক্ষোভ দুঃখ বুঝতে স্বযত্নে মানুষের ‘মাইন্ড রিড’ করতে হবে। দেশটার মালিক কিন্তু ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই জনপদে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে নয়, বরং নিচ থেকে উপরের কথা শুনতে হবে। আর এভাবেই নতুন ইসিকে ভাবতে হবে।

ভোট গ্রহণের জন্য ইভিএম নিয়ে জবরদস্তি করেছে হুদা কমিশন। অবশ্যই প্রযুক্তির ব্যবহারকে স্বাগত জানাতে হবে, কিন্তু এখনো তো বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই স্লথ গতিতে চলছে। সাধারণ মানুষের ঘাড়ে কেন এখনই ইভিএম চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন তা একটা প্রশ্ন। এই প্রযুক্তি গ্রহণের লেভেলে কি আমাদের গ্রামগঞ্জের মানুষ এমনকি শহরে বসবাসকারী অসংখ্যক মানুষ রয়েছে? ইভিএম মাধ্যমে কারো সাহায্য ছাড়া ভোট প্রদান করতে পারবেন কতজন? ভোট দিতে কারো সাহায্য নেয়ার অর্থ হচ্ছে ভোটের গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে যাওয়া। তা ছাড়া প্রযুক্তি নিয়ে একজন ভোটারের বুঝ বিবেচনার ঘাটতি থাকলে, তার সাহায্যকারী মত-লববাজি করলে কোথাকার ভোট কোথায় যাবে সেটি কেউ টের পাবে না। নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে কাজী রকিবউদ্দিন কমিশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেক রাজনৈতিক দলের মতামত উপেক্ষা করে সেই কমিশন নতুন ধরনের ইভিএম চালু করেছিল। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে প্রথমবারের মতো ইভিএম চালু করেছিল সেই কমিশন। পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।

ইভিএমের ভালো দিকের চেয়ে মন্দ দিকের মাত্রা অনেক বেশি। এটা আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া হলেও ইভিএম নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: যেমন অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের দ্বারা কেন্দ্র দখলের ঘটনার পর পুলিং এজেন্টদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটের মালিক হতে পারে প্রভাবশালী মহল ইভিএমের কূটকৌশলে। বরাবরই এমন অভিযোগ শোনা যায় যে, নির্বাচন কমিশনে দলীয় লোক ঢুকে পড়ে। এমনটা ঘটলে তাদের কেউ যদি প্রতি কেন্দ্রে অন্তত একটি করে মেশিনে এ প্রোগ্রাম করে দেন যে, নির্বাচন শেষে ক্লোজ বাটনে ক্লিক করলেই যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কোনো প্রতীকে অতিরিক্ত বিশ বা ত্রিশ ভোট যুক্ত হবে। তাহলে সহজেই নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেয়া সম্ভব। উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মাইক্রোকন্ট্রোলারের পরিবর্তনের সুযোগ হলে কোনো কেন্দ্রের সব প্রার্থী একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাওয়ার পর যেকোনো ব্যালট বাটনে চাপলেই অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র দখলকারী প্রার্থীর প্রতীকে যুক্ত হবে। এমন প্রোগ্রামও লিখে ব্যালট ছিনতাই সম্ভব, যদি নির্বাচনী কর্মকর্তার স্মার্ট কার্ডে নকল কার্ড তৈরি করা হয় এবং তা যদি ইভিএম-এর প্রোগ্রাম করে একবারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কাস্ট করে দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তাহলে তা নির্বাচনের ফলাফল পুরোপুরি পাল্টে দেবে। একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের ‘সুনাম’ রয়েছে। তাই গোপনে যে ইভিএমে কারসাজি করা হবে না এমন নিশ্চয়তা অন্তত বাংলাদেশে দেয়া যায় না। ইভিএমের প্রতিটি ইউনিট চালু অবস্থায় পৃথক করা যায়। প্রভাবশালীদের দ্বারা কেন্দ্র দখলের পর গোপনে সরবরাহকৃত অগ্রিম ভোট দেয়া ইভিএমের শুধু কন্ট্রোল ইউনিটে করলেই চলবে। ফলাফল শতভাগ অনুকূলে যাবে। মাইক্রোকন্ট্রোলার চিপ নিয়ন্ত্রণ করে ইভিএমের প্রতিটি স্মার্টকার্ডে ব্যবহৃত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে কয়েক মিটার দূরে থেকেও কন্ট্রোল ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

যে অভিযোগগুলো তুলে ধরা হলো, তার সবই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাই ইভিএম নিয়ে নতুন কমিশনের ভেবে দেখা উচিত হবে।

নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী সরকারি কর্মকর্তারাস্বেচ্ছায় বা চাপের মুখে কোনো অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে প্রভাবশালী প্রার্থীকে বিজয়ী করার ব্যাপারে কাজ করতে পারে।

বিশেষ ব্যক্তি বা দলের প্রার্থীদের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার, অনুরাগ বিরাগ প্রদর্শন করে কেউ নির্বাচনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করলে কমিশন তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। কমিশনের প্রথম বৈঠকেই সব বিষয় পূর্বাপর বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করি।

এসব বিষয়ও ভবিষ্যতে খতিয়ে দেখতে হবে। কেননা সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত রয়েছে, ‘এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ কর্মচারী প্রদানে ব্যবস্থা করিবেন।’

অর্থাৎ নির্বাচন চলাকালে প্রজাতন্ত্রের সেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি কমিশনের আওতাধীন হয়ে যাবে। তাই তাদের নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে যদি তারা দায়িত্ব পালন নিয়ে অনিয়ম অবহেলা শৈথিল্য দেখান তবে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশের গবেষক ও বোদ্ধাসমাজের পর্যবেক্ষণের আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ করে ইভিএম নিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও আমাদের জানার কৌতূহল রয়েছে। ভারত বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ তার আছে শক্ত মেরুদণ্ডসম্পন্ন নির্বাচন কমিশন। সেখানেও ইভিএম নিয়ে নানা অভিযোগ। নিকট অতীতে বহুজন সমাজ পার্টি প্রধান মায়াবতী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লির কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন অভিযোগ করছেন ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচনে কারচুপি সম্ভব। উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের পর সংবাদ সম্মেলনে করে মায়াবতী অভিযোগ করে বলেন, ‘ইভিএম যন্ত্রগুলোতে বড় ধরনের কারচুপি করা হয়েছে, যার ফলে শুধু বিজিপির দিকে ভোট চলে গেছে। ভারতে এখন কংগ্রেসসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো দাবি জানাচ্ছে, ইভিএমের আর দরকার নেই। ভারতে আবার কাগজের ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেয়া হোক। পশ্চিমে জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। আর আমরা কোনো রকম দীর্ঘমেয়াদি পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই জাতীয় নির্বাচনে মতো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করছি। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহারের সমক্ষতার প্রশ্নসহ অনেক আশঙ্কা; কিন্তু যদির বিষয় আছে।

দেশের মানুষ কেমন নির্বাচন চায় বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ইসির যদি আরো ভালো কিছু করার ভাবনা থাকে জনগণ অবশ্যই তাকে স্বাগত জানাবে। কথা শেষ করার আগে এতটুকু যোগ করতে চাই, দেশের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র, নির্বাচন, ইসি নিয়ে

বশেষ ব্যক্তি বা দলের প্রার্থীদের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার, অনুরাগ বিরাগ প্রদর্শন করে কেউ নির্বাচনের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করলে কমিশন তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। কমিশনের প্রথম বৈঠকেই সব বিষয় পূর্বাপর বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করি।

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

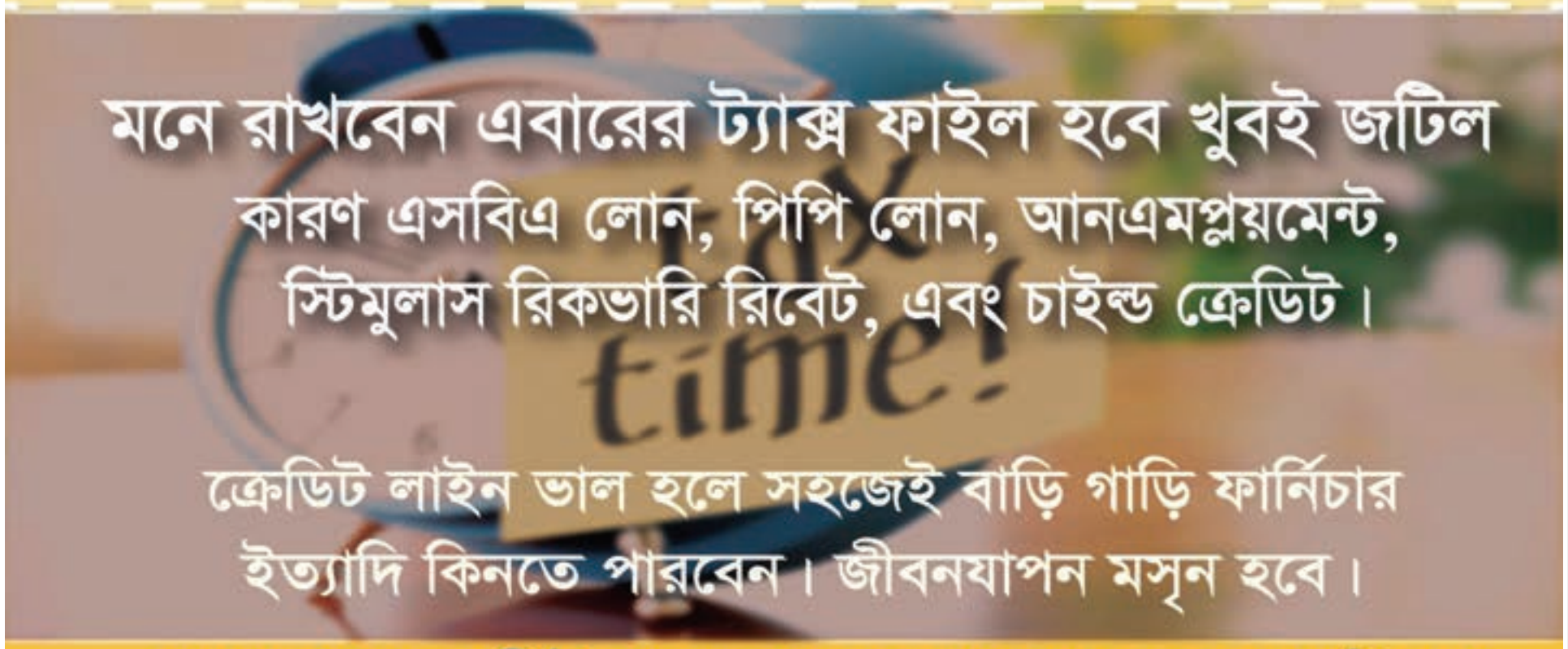

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.
Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

গণভবন-বঙ্গভবন-মন্ত্রী-এমপিদের মর্যাদা এখন কোথায়

গোলাম মাওলা রনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আবাসিক ছাত্র হিসেবে স্যার এ এফ রহমান হলের বাসিন্দা ছিলাম। রুমমেট হিসেবে আমি যাকে পেলাম তার নাম তরিকুল। আইন বিভাগের ছাত্র ছিলাম আর তরিকুল ছিল অর্থনীতি বিভাগের। আমাদের সময়ে আইন এবং অর্থনীতি দুটো বিষয়ই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় একেবারে শীর্ষে। কেবল ভালো ছাত্র অথবা এসএসসি-এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করলেই এই বিষয়গুলোতে চান্স পাওয়া যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি মেধা তালিকায় চার শ' জনের মধ্যে থাকতে হতো। এর বাইরে আইনের জন্য বাংলা ও ইংরেজিতে ভর্তি পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বর এবং অর্থনীতির জন্য সংগিশ্লষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত নম্বর পাওয়া আবশ্যক ছিল।

আমার বন্ধু তরিকুল উল্লিখিত শর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। সে এসেছিল যশোর জেলার এক অজপাড়াগাঁ থেকে এবং সম্ভবত মফস্বলের কোনো কলেজ থেকে স্টার নম্বরসহ মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তার কথাবার্তা ছিল একেবারেই গেঁয়ো এবং পোশাক আশাকের শ্রীও তদ্রুপ। সে সারাক্ষণ লেখাপড়া করত আর সময় পেলে শহুরে জীবনে কিরূপ অভ্যস্ত হওয়া যায় এবং কিভাবে দ্রুততম উপায়ে স্মার্ট হওয়া যায় তা নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করত। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তরিকুল আপন মনে কী যেন ভাবছে। আমি জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, দোস্ত আমি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি এবং ঢাকাতে থাকছি এ কথা গ্রামের লোকজন বিশ্বাস করছে না। এখন কী করা যায় বলো তো? সরাসরি তার গ্রামের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম- 'আচ্ছা তুমিই বলো, কিভাবে তোমার গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজনকে তোমার ব্যাপারে বিশ্বাস করানো যায়?' আমার বন্ধু তরিকুল বর্তমানে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদে চাকরি করছে এবং কর্মস্থলে পদোন্নতিসহ নানা রকম কর্ম-দক্ষতায় বেশ সুনাম করেছে। আজ বহু বছর পর তরিকুলের কথা মনে এলো এই কারণে যে, ঘটনার দিন সে আমাকে এমন অদ্ভুত একটি কথা বলেছিল যার রসঘন মর্মকথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। সে যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় বলেছিল, দোস্ত! আমি যদি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনেক ছবি তুলি এবং সেই ছবি গ্রামের মানুষকে দেখাই তবে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, আমি ঢাকা থাকি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। তরিকুলের কথার জবাবে বললাম- তা কোথায় কোথায় ছবি তুলতে চাও? সে বলল- এই ধরো বঙ্গভবনের সামনে, গণভবনের এবং সংসদ ভবনের কাছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এবং ভাস্কর্যের সামনে। আমি বললাম, তা বেশ! আমার ক্যামেরা আছে- শুধু ফিল্ম কিনলেই হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, তুমি তো ম্যালা কৃপণ। ওসব জায়গায় রিকশা করে যেতে তোমার তো অনেক খরচ হবে। তরিকুল আমার হাত দু'খানি চেপে বলল, দোস্ত! রিকশায় যাওয়া লাগবে না। আমরা টাউন সার্ভিস নীল বাসে করে যাবো। খরচ অনেক কম পড়বে।

তরিকুলের সাথে বিভিন্ন স্পটে গিয়ে ছবি তোলা এবং টাউন সার্ভিস নীল বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলে একটি ছোটখাটো উপন্যাস হয়ে যাবে বিধায় আমি আর এই প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বরং আজকের শিরোনাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। শিরোনামের বিষয়বস্তুর যথার্থতা বুঝানোর জন্য আশির দশকের প্রথম দিকের ঢাকা শহর এবং গ্রাম থেকে উঠে আসা একজন মেধাবী তরুণের চিন্তাচেতনায় গণভবন-বঙ্গভবন এবং সংসদ ভবনের গুরুত্ব কেমন ছিল তা আমার বন্ধু তরিকুলের কথাবার্তার মাধ্যমে হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। ওই সময়টিতে স্বৈরাচারী এরশাদের শাসন ছিল। রাজপথে সরকারবিরোধী আন্দোলন এবং সারা দেশে এরশাদবিরোধী প্রচার-প্রপাগান্ডা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু তার পরও মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন না। বরং বঙ্গভবন এবং সংসদ ভবনকে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। এরশাদ জমানায় যেহেতু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা কায়েম ছিল সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গণভবন বহু দিন পর আলোচনায় আসে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সেই মেয়াদের শেষপ্রান্তে এসে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে যখন গণভবন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নামে বন্দোবস্তু দেয়ার আইন পাস হয় তখন দ্বিতীয়বারের মতো লাল ইটের তৈরি ভবনটি ফের আলোচনায় আসে।

গণভবন নিয়ে তৃতীয় দফা আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয় ২০১৮ সালের শেষের দিকে যখন সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতারা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিমন্ত্রণে খানা খেতে ওখানে যান। সে দিন কী আলোচনা হয়েছিল অথবা কারা কারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এ বিষয়াদির চেয়ে সেই অনুষ্ঠানে কোন কোন খাবারের আয়োজন ছিল এবং নিমন্ত্রিতরা কে কিভাবে সেই খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই দৃশ্যের ভিত্তি ও ফুটেজ গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়েছিল এবং জনগণ গভীর মনোযোগসহকারে তা দেখেছিলেন বটে। সেই ঘটনার পর গণভবন নিয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা হয় যখন প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর শেষে দেশে ফেরেন এবং তার স্নেহধন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। গণভবনের পক্ষ থেকে সেটিকে 'সংবাদ সম্মেলন' বলা হলেও জনগণ সেই সম্মেলনকে কী বলেন তা আমি বলতে পারব না।

গণভবনের পর যদি আমরা বঙ্গভবন নিয়ে আলোচনা করতে চাই তবে প্রথমে যে তথ্যটি প্রকাশ করা দরকার তা হলো এই ভবনটি আদতে অর্থাৎ আদিকালে কী ছিল। ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করেন যে, সুলতানি জমানার শেষ দিকে হজরত শাহজালাল দক্ষিণী নামক একজন সুফি সাধক তার সঙ্গী-সাথীসহ তৎকালীন শাসকের গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হন। তাদের লাশ বর্তমান বঙ্গভবন চত্বরে মাটিচাপা দেয়া হয়। কালের পরিক্রমায় বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে ধর্মপ্রাণ লোকজন সেখানে একটি মাজার গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ জমানায় ঢাকার নবাবদের জমিদারির অধীন বঙ্গভবন এলাকাটিকে একটি প্রমোদ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন নবাব আব্দুল গনি। তিনি এখানে একটি বাই-জিখানা গড়ে তোলেন এবং নাম দেন দিলকুশা গার্ডেন। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের সময় লর্ড কার্জন এই বাইজি মহলটি অধিগ্রহণ করেন এবং এখানে একটি সরকারি অডিটরিয়াম নির্মাণ করেন যা দরবার হল নামে পরিচিত ছিল। তিনি এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

লর্ড কার্জনের পর বাংলা এবং আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার লর্ড কার্জন নির্মিত অডিটরিয়াম বা দরবার হলে সরাকারি দফতর খোলেন এবং নাম দেন গভর্নর হাউজ, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বহাল থাকে। পাকিস্তান জমানায় এই ভবনটি নিয়ে বহু কেলেঙ্কারি হয় এবং সেসব কেলেঙ্কারির মধ্যে ১৯৬১ সালে প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় এবং বজ্রপাতে পূর্ববঙ্গের কথিত গভর্নরের সরকারি বাসভবনরূপে পরিচিত আদিকালের কবরস্তান এবং তৎপরবর্তী বাইজি মহলটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চার বছর ধরে মেরামত বা পুনঃনির্মাণের পর ১৯৬৪ সালে এটিকে পুনরায় বাসাযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গভবন নিয়ে কী ঘটেছে বা ওই ভবনের মধ্যে কী হয়েছে তা আমরা কমবেশি জানি। সুতরাং এই বিষয়ে বিস্তারিত না বলে বরং সংসদ ভবন নিয়ে আলোচনা শুরু করি। আমাদের সংসদ ভবনটি নির্মাণ শুরু করেন পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান ১৯৬১ সালে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভবনটির নির্মাণকাজ শেষপর্যায়ে এসে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এরশাদ জমানায় এটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় এবং এরশাদের মন্ত্রী-এমপিরা সর্বপ্রথম এই আইকনিক এবং আইয়োনিক ভবনটিতে কার্যক্রম শুরু করেন। এরশাদের অধীনে ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে যারা এমপি হয়েছিলেন এবং তার অনুগ্রহে যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন তাদের কার্যক্রম কর্থাবার্তা-আচরণ-অঙ্গভঙ্গি, দুর্নীতি এবং অন্যান্য কুসর্গ বর্তমান জমানায় এসে এমপি-মন্ত্রী শব্দের বাহার কতটা মজবুত করেছে তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানকালে রাজনীতির সাথে রাতের ভোট, ভোটচোর, বিনা ভোট শব্দগুলো যুক্ত হয়ে যেসব তথাকথিত পদ-পদবি এবং প্রতিষ্ঠান অথবা ভবনের রূপমাধুর্য ছড়িয়ে পড়ছে তার ফলে সেই আশির দশকের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেধাবী তরুণ আমার বন্ধু তরিকুলের মতো কেউ বর্তমান জমানায় নিজের আত্মপরিচয় এবং অবস্থানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কোনো ভবনকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবেন বলে আমি মনে করি না। একইভাবে মন্ত্রী-এমপি বলতে পৃথিবীর সভ্য দেশে সভ্য মানুষের মন-মানসে যে ধারণা লালিত হয় এবং এই শব্দগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে অথবা বিশ্বাস-আস্থা ও নেতৃত্বের প্রশ্নে জনগণ যেভাবে মন্ত্রী-এমপি পদগুলোকে মনের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার রকেট হিসেবে বিবেচনা করে সেখানে রাতের ভোটের 'অটো' এমপি, ভোট চুরির দ্বারা পয়দা হওয়া এমপি অথবা ভোটারবিহীন নির্বাচন নির্বাচন খেলার মাধ্যমে তৈরি হওয়া এমপিদের জনগণ কিভাবে মর্যাদা দেয় তা যদি বুঝতে চান তবে নিউ মার্কেটের মুরগিপট্টিতে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে পারেন।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপর্যায়ে চলে এসেছি। লেখা শেষ করার আগে উপসংহারে যে কথা বলতে চাই- ইতিহাস সাক্ষী! একজন স্বনামধন্য অলি আল্লাহকে সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করে যেখানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, সে স্থানটি দীর্ঘ দিন পরিত্যক্ত থাকার পর সেখানে মাজার তৈরিতে কোনো সমস্যা হয়নি। আবার একই স্থানে বাইজিখানা, দরবার হল, গভর্নর হাউজ বা বঙ্গভবন তৈরিতে লোকজন কোনো দিন মাথা ঘামায়নি। লোকজন কেবল তখনই মাথা ঘামিয়েছে যখন ওখানে বসে কেউ একজন মোনায়েম খাঁ অথবা খন্দকার মোশতাকের মতো আচরণ করেছে। আবার সেই পাকিস্তান জমানায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন সেই ভবনের বাসিন্দা হিসেবে লোকজন গভর্নর আজম খানকে পেয়েছিল; তখন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়েছে।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপর্যায়ে চলে এসেছি। লেখা শেষ করার আগে উপসংহারে যে কথা বলতে চাই- ইতিহাস সাক্ষী! একজন স্বনামধন্য অলি আল্লাহকে সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করে যেখানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে, সে স্থানটি দীর্ঘ দিন পরিত্যক্ত থাকার পর সেখানে মাজার তৈরিতে কোনো সমস্যা হয়নি। আবার একই স্থানে বাইজিখানা, দরবার হল, গভর্নর হাউজ বা বঙ্গভবন তৈরিতে লোকজন কোনো দিন মাথা ঘামায়নি।

বঙ্গবন্ধু যখন গণভবনের বাসিন্দা ছিলেন তখন ভবনটির গৌরব এবং গুরুত্ব যেভাবে বেড়েছিল তা বাকশাল প্রতিষ্ঠার আগে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা চালু, রক্ষীবাহিনীর গুম-হত্যা-ক্রসফায়ার, '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে কোন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন। একইভাবে জাতীয় সংসদ ভবনের গুরুত্ব এবং সংসদ সদস্যরূপে বিভিন্ন মেয়াদে আমরা যাদের জানি তাদের মান-মর্যাদা আমরা কিভাবে বিবেচনা করি তা বোধ করি বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করলেও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি মনে করি, প্রতিটি মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান বিষয় হলো সময়। সময়কে কাজে লাগানোর জন্য মানুষের যে জিনিসটি সবচেয়ে সহায়ক তা হলো তার নৈতিক চরিত্র। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, ধর্মবোধ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার এবং সুশৃঙ্খল পরিশ্রম ছাড়া চরিত্র গঠন অসম্ভব। চরিত্রহীন মানুষ যে ভবনের বাসিন্দা হবে যেখানে মানবিক বিপর্যয় এবং খোদায়ি গজব অনিবার্য। অন্য দিকে চরিত্রবান মানুষ যদি বিরানভূমিতেও বসতি স্থাপন করে তবে সেখানে গোলাপ বাগানের সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এসব মানুষ যখন এমপি-মন্ত্রীরূপে জমিনে পদচারণা করতে থাকে তখন আল্লাহর তাবৎ সৃষ্টিকুল তাদের সাহায্যকারী শক্তিরূপে কাজ করে এবং তাদের জন্য জমিনের সর্বোচ্চ মান-মর্যাদা নিশ্চিত করে। অন্য দিকে চরিত্রহীনরা যদি উঁচু পদের বাহক এবং ধারক হয়, তবে তাদের দুর্গন্ধ যেকোনো মৃত প্রাণীর

বাইরের মানুষ, ভেতরের মানুষ

শিল্পকে দেখেছে মানুষ অথচ ঘুমের মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা চার্লি চ্যাপলিন নামের ত্যাগী ও সাধারণ মানুষটাকে কখনো খুঁজেনি কেউ। হয়তো এটাই পৃথিবীর নিয়ম। যেখানে মানুষের চেয়ে মানুষের মুখোশের দাম অনেক বেশি।

সত্যজিৎ রায়ের মনস্তাত্ত্বিক ও নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র 'নায়ক'। অদ্ভুত বিষয় হলো, এই সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তম কুমার, যিনি নায়ক হয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, কিন্তু অভিনয় করতে গিয়ে নিজের ভিতরের অচেনা মানুষটাকে খুঁজতে গিয়েও হারিয়ে ফেলেছেন। সাধারণ মানুষ ভাবে, সিনেমার নায়করা বুঝি আসলেই খুব সুখী। হয়তো সুখী, হয়তো সুখী না। সুখ থাকলেও মানুষ সুখী হয় না, আবার সুখ না থাকলেও মানুষ সুখী হয়।

পৃথিবীতে অনেককিছুই গাণিতিক সূত্র মেনে পরিমাপ করা গেলেও সুখকে পরিমাপ করা যায় না। কারণ সবকিছু অঙ্কের নিয়ম মেনে চলে না। মানুষ নায়ক নামের অভিনেতাকে খোঁজে, অথচ অভিনয় করা মানুষটাকে খোঁজে না। পৃথিবীর আর আট-দশটা মানুষের মতো তারও যে একাকিত্ব, অনুশোচনাবোধ, অভাববোধ, পাওয়া না পাওয়ার যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা থাকতে পারে, পর্দার বাইরের মানুষেরা তা কোনোভাবেই বুঝতে চায় না। নায়করাও যেন কেমন নিজেদের ইমেজ সাধারণ মানুষের কাছে ধরে রাখতে তার ভেতরের মানুষটাকে দেখাতে ভয় পায়, অথচ এই না দেখানোর অসহায়ত্বটা তাদের কুরে কুরে খায় আমৃত্যু। এই সিনেমার নায়ক অরিন্দম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক অদিতির সংলাপের মধ্য দিয়ে বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এভাবেই-

অদিতি: এই যে আপনার দারুণ খ্যাতি, এটা কেমন লাগে?

অরিন্দম: বেশ তো, ভালোই তো!

অদিতি: কিন্তু এই যে বেশি করে পাওয়া, এর মধ্যে একটা ফাঁক, একটা অভাববোধ, কোনো রিগ্রেটস নেই?

অরিন্দম: দেখুন মিস সেনগুপ্তা, আমাদের খুব বেশি কথা বলতে নেই। আমরা ছায়ার জগতে বিচরণ করি তো, কাজেই আমাদের রক্ত মাংসের জ্যান্ত শরীরটা জনসাধারণের সামনে খুব বেশি করে তুলে না ধরাই ভালো। কী বুঝলেন?

এ চলচ্চিত্রে একটি স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে নায়ক ক্রমাগতভাবে টাকার চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে। ডুবন্ত নায়ক সত্তা নিজেকে বাঁচানোর আকুতিতে অস্থির হয়ে উঠেছে। অথচ তাকে বাঁচানোর মতো কোথাও কেউ নেই। টাকার অতি মোহে অভিনয়ের মতো সৃজনশীলতাকে নায়ক যখন পণ্য বানিয়ে দেয়, তখন নায়ক ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কের মধ্যে দেওয়াল তৈরি হয়। ত্যাগের মন্ত্রণাটা তখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে মাটিতে। অভিনয়ে তখনো ত্যাগ থাকে; কিন্তু অভিনেতা তখন স্বার্থপর হয়ে যায়। অভিনেতাদেরওবা দোষ কী? সারা পৃথিবীর মানুষ তো এখন ত্যাগের মূল্য বুঝে না, মানুষ বুঝে কে কতটা ক্ষমতাবান, কে কত টাকার মালিক, কার কতটা বিত্ত-বৈভব। অথচ সে ক্ষমতা, টাকা বা বিত্ত-বৈভবের উৎসটা কেউ জানতে চায় না। মানুষ এভাবেই ক্রমাগত ক্ষমতা আর টাকার দাসে পরিণত হয়; কিন্তু সে সত্যটা সব সময় গোপন রাখে। দাসের সংখ্যা এভাবেই বাড়তে বাড়তে মানুষের সংখ্যার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ত্যাগী মানুষদের ত্যাগের সুবিধাটা মানুষ কড়ায়গন্ডায় বুঝে নিলেও তার ভিতরের মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করে না কেউ। পর্দার অভিনেতারা আগে মানুষ তারপর অভিনেতা হয়। অথচ পর্দার বাইরের মানুষরা সবসময় অভিনেতা হয়, মানুষ হতে ভয় পায়। ভারতের সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর সারা পৃথিবীকে তার সংগীতের জাদুকরী শক্তিতে মোহিত করলেও মানুষ তার ভিতরের মানুষটাকে খোঁজেনি কখনো। মানুষ তার সংগীতকে ভালোবেসেছে, তার শিল্প সত্তাকে ভালোবেসেছে অথচ তার ত্যাগের মতো অনুভূতিশীল বিষয়টিকে কখনো কী বুঝেছে? লতা মঙ্গেশকর সংগীতশিল্পী হিসাবে যতটা না সফল, তার থেকেও বেশি সফল ত্যাগী মানুষ হিসাবে। ত্যাগী মানুষ হতে হলে বিখ্যাত মানুষ হওয়ার প্রয়োজন নেই, ত্যাগী মানুষ হতে হলে মানুষের ভিতরে সাধারণ মানুষের একটা সাদা মন থাকলেই চলে। তেমন একটা সাধারণ মানুষের সাদা মন ছিল লতা মঙ্গেশকরের। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছেন। নির্দয় পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাই লড়েছেন। কেউ কেউ বলেন প্রেম এসেছিল তার জীবনে, তবে নিজের ব্যক্তিত্ব, পরিবার ও কাজের জন্য ত্যাগকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। একাকিত্বের সঙ্গে লড়েছেন অবিরত অথচ একাকিত্ব তার কাছে হার মেনেছে। মানুষ তার সংগীত জীবনের সাফল্যকে দেখতে পেলেও তার জীবনের পেছনের গল্পের সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার ত্যাগের সৌন্দর্যকে কখনো দেখেনি।

পৃথিবীর মানুষ সবটাই দেখুক, বাহিরটা দেখুক, ভিতরটা দেখুক। ত্যাগের ভিতরে নিভৃতে গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষটাকে দেখুক। মানুষের চোখ থেকে বড় হয়ে উঠুক মানুষের অনুভূতিশক্তি, চিন্তা ও বিবেক। সব হারিয়ে মানুষের মধ্যে জাগ্রত হোক ত্যাগের জয়গান।

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

আমাদের স্মৃতি ও অসংবেদী লতা

গৌতম দাস

সমাজ কোনো ব্যক্তির গুণাবলিকে তুলে ধরতে সহায়তা করে থাকে, তার ভালো গুণ থাকলে তা ফুটিয়ে তোলার কাজটা করে থাকে। উল্টা করে বললে, সমাজের ওপর ভর করেই ব্যক্তি ফুটে ওঠে, ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। এমনকি তার গুণের উচ্চতা যদি অনেক উপরের হয় তাতে অনেক সময় তার বড় কিছু ত্রুটি যদিও ওই গুণের উচ্চতার নিচে-আড়ালে চলে যায়, তবু এসব অর্থে আমরা বলি, ব্যক্তিত্ব সমাজের সৃষ্টি। আবার কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব তার ভালো-মন্দ যাবতীয় গুণ ও ত্রুটিসহই কখনো সমাজের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। তেমনি এক ব্যক্তিত্ব সম্ভবত গত আট যুগের বিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। গত ৬ ফেব্রুয়ারী ৯২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার কেরিয়ার বা পেশাদার গায়িকা জীবন অনেক লম্বা, প্রায় ৭২ বছর। মারাঠি পরিবারে জন্ম নেয়া লতার পেশাদার গানের জগতে প্রবেশ বা রেকর্ডিং বলা হয় ১৯৪৮ সালের আশপাশের সময়ে। ব্রিটিশ-ভারত মানে অখন্ড ভারত থাকার সময় থেকেই ভারতে সিনেমার জন্ম। তাতে নির্বাক চলচিত্রের শুরু বলা হয় ১৯৩১ সাল থেকে। তবে এই সিনেমা নির্মাণ যখন থেকে একদিকে নিজের বোদ্ধা দর্শক ও প্রশংসাকারী আর অন্য দিকে টেকনি-শিয়ানগোষ্ঠী তৈরি করে সাজিয়ে বসতে শুরু করেছিল তত দিনে দেশ ভাগ হয়ে যায়। তবু ভাগ হওয়া আজকের তিন দেশে ভারতীয় সিনেমার প্রতি আগ্রহ ভাগ হয়ে যায়নি বা কমে যায়নি।

সম্ভবত এর মূল কারণ কালচারাল বন্ডেজ, এ তিন দেশের সংস্কৃতির মৌল উৎসগুলো একই জায়গার। এথনিক অর্থে মানুষ মাত্রই তার জাতিগত পরিচয় থাকে। আবার আমরা কোনো না কোনো সিভিলাইজেশনের অন্তর্গত থেকে বড় হই। এই বিচারে আমরা সবাই সিন্ধু সভ্যতার অংশ। তাই সিভিলাইজেশন অর্থে এর এথনিক জাতি পরিচয় আমরা তিন দেশেরই কমন বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রাচীন ভারতে এর যত প্রকাশ দেখা যায় বা এ সম্পর্কে জানা যায় এর এক বড় চিহ্ন হলো সংস্কৃতিতে গানের ধারা এবং ধরনগুলোর স্টাইল ও বৈশিষ্ট্য। যেমন আমাদের এই গানের ধারা পশ্চিমের ধারা অথবা আরব বা মেসোপটেমিয়ার ধারাও হওয়ার কথা নয়। প্রাচীন ভারত বলতে গেলে এর দাবিদার আমরাও কারণ এর বহু চিহ্নবৈশিষ্ট্য আমরা এখনো বহন করি। যেমন একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এর কেন্দ্রে আছে; এমন এক চিহ্ন সম্ভবত রাগসঙ্গীত ও এর ঘরানা মানে স্কুলগুলোতে যার প্রকাশ। তাই সভ্যতার চিহ্ন হিসেবে ক্লাসিক মিউজিক একটা খুবই শক্ত চিহ্ন হয়ে আছে। তবে এখন পলিটিক্যালি ডিভাইডেড দেশ তিনটাতে সভ্যতার রূপ-পরিণতি কী কী রূপ নিয়ে আছে, সেখানে অর্জনগুলো কেমন কী, আর তা কত ছোট বা বড় এসবের বিচারের ক্ষেত্রে তুলনায় ফারাক যতই যা নজরে, ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সংস্কৃতিতে গানের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন একই। গত ১৯৪৭ সাল থেকে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের গানের ভিত্তি এক হওয়া সত্ত্বেও আমরা কে কেমন কত দূর এসেছি, অর্জন করেছি তা মাপার এক সহজ উপায় এসে গেছে। সেটা হলো কোক স্টুডিও। এখানে স্টুডিও বলতে মূলত গানের রেকর্ডিং স্টুডিও। অর্থাৎ রসুইখানা যেখানে ফাইনাল প্রডাকশনটা তৈরি হয়েছে। আর কোক বলতে বহুজাতিক পানীয় প্রস্তুত কোম্পানি 'কোক' এর কথাই বলা হচ্ছে, অবশ্যই। তবে এখানে এর ভূমিকা কেবল অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা করা সূত্রে যাতে জোগানো তাদের অর্থের বিনিময়ে এই গানের তৎপরতা ও প্রচারের সাথে জুড়ে থাকার কারণে এই কোক কোম্পানিও প্রচার ও প্রসার পায়। এ থেকেই ব্রান্ড নাম ও শব্দটা হয়ে দাঁড়ায় কোক স্টুডিও। এর শুরু পাকিস্তান থেকে। সাধারণত এমন গানের আয়োজন মানে, সংস্কৃতিতে গান এই শিল্পকলা সৃষ্টির আয়োজনে এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও অর্গানাইজার বা সংগঠক লাগে। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, কোক স্টুডিওতে এমন সংগঠক হচ্ছেন যারা তাদের টেকনিক্যাল গুণ হলো তারা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড– অন্তত বুঝেন ভালো; আর সাথে সেন্স অব মিউজিক। স্বভাবতই তা নিশ্চয় পশ্চিমা-কালচারাল গানের বোধ বুঝাচ্ছি না। সেটা থাকলে তা বাড়তি ভালো, তুলনা করে তারা নিজের বোধগম্যতা বাড়াতে পারবে। কিন্তু মূল জিনিস হলো, নিজের এথনিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও ইতিহাস সম্পর্কে একটা ভালো রকমের বোধ থাকতে হবে।

পাকিস্তানে গত ২০০৮ সালে পাকিস্তান-কোক স্টুডিও শুরু হয়েছিল এমন যে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের হাত ধরে তার নাম রাহিলো হায়াত। কাদের কাদেরকে বেছে তুলে এনে রাহিলো তার গানের ধরন ও বৈচিত্র্য বা কম্বিনেশনের ডালি সাজাচ্ছে। সে দিকটা খেয়াল করলে তার ওজন বোঝা যাবে। এর তিন বছর পরে ভারতে একই আইডিয়াতে ইন্ডিয়ান কোক স্টুডিও শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে; দক্ষিণী কম্পোজার বা সুরকার লেসলি লুইসের হাত ধরে। আরেক দক্ষিণী গায়ক হরিহরণকে সাথে নিয়ে ১৯৯৬ সালে তার বহুল আদর পাওয়া অ্যালবামের নাম 'কলোনিয়াল কাজিন'। এ নামেই লুইসকে বেশি মানুষ চেনে।

দুই কোক স্টুডিও-এর তুলনা আমাদেরকে আমাদের একই প্রাচীন উৎস এবং একই সাথে আমাদের ভিন্নতা সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারে, পরিচয় তুলে ধরতে পারে। আগেই বলেছি অবিভক্ত ইন্ডিয়ান ধারার সংস্কৃতিতে এক বড় কমন চিহ্ন হলো ক্লাসিক মিউজিক যা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় আমাদের কালচারাল উৎস একখানে। ক্লাসিক গান বা রাগ-প্রধান গান শুনে সচেতনরা ছাড়া অন্যদের বোঝা মুশ-কিল যে, সেটা ভারত না পাকিস্তানের উপস্থাপন।

কিন্তু এরপর যদি ভারত-পাকিস্তান কোক স্টুডিওর মধ্যে ফারাক তুলনা করে বুঝতে চাই তা হলো, ভারতের কোক স্টুডিও দেখে বোঝা যাবে ভারতের গানের জগত বাণিজ্যিক ভিত্তি খুঁজে নিতে পেরেছে। বাণিজ্যিক ভিত্তি মানে মডার্ন ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি ভারতে যার সবচেয়ে বড় প্রকাশ হলো ভারতীয় বাণিজ্যিক সিনেমা। অর্থাৎ ভারতের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এক সিনেমা জগতকেন্দ্রিক। ফলে ভারতীয় কোক স্টুডিওতে এর গান, অর্জন ও পারফরমেন্সে এটা মডার্ন এবং সিনেমাকেন্দ্রিকতার ছাপে ভরপুর।

তুলনায় পাকিস্তান কোক স্টুডিওর বৈশিষ্ট্য হলো, সে দেখিয়েছে সে পাকিস্তান এলিট ঘরের কিন্তু গভীর মিউজিক সেন্সের তরুণ যারা পপ বা রক ধরনের মিউজিক থেকে ক্লাসিক খুঁজতে গেছে; আর রাহিলো এদের সাথে শেষে একেবারে ক্লাসিক কাওয়ালি বা বুল্লেহ শাহকে পর্যন্ত একাকার করে করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আমাদের। একই ক্লাসিক কালচারাল অরিজিনের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গানের শক্তিমত্তার দিক থেকে পাকিস্তান সম্ভবত এগিয়ে কিন্তু আবার এই শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক ভিত্তি দেয়ার ক্ষেত্রে ভারত অতুলনীয় উঁচুতে উঠে গিয়েছে। যে ভারতে শিল্পকলার মুখ্য বা ফোকাস প্রতিষ্ঠান ঠিক গান অথবা নাটক থিয়েটার নয়, সিনেমা।

স্বভাবতই এ কারণে দেশগুলো যার যার বাড়তি সুবিধার বা অর্জনের দিক অথবা অসুবিধা বা অবিকশিত নেতিদিকও অবশ্যই আছে ও তৈরি হয়েছে।

কেন লতার আলাপের মধ্যে এত দূরে এলাম মানুষের আবেগ-অনুভূতির ওপর দাঁড়ানো শিল্পকলা বা ক্রিয়েটিভিটি; এটা জন্ম থেকেই এর আদি লড়াই হলো নিজ বিষয়-আশয়ের জীবনের সাথে। সোজা বাংলায়, পেটের সাথে। সে যে শিল্পকলা চর্চায় লিপ্ত হবে তো খাবে কী অথবা কে তাকে খাওয়াবে– এই হলো প্রশ্ন। এটাকেই আরেক শব্দে প্রকাশ করতে বলা হয় 'পৃষ্ঠপোষকতা'কে দেবে? কার অর্থে 'পেটের চিন্তা' না করেও নিশ্চিন্তে শিল্পকলা চর্চায় ব্যস্ত হওয়া যায়?

এই প্রশ্নে শিল্পকলা সব সময় একটা আপস করেই এ পর্যন্ত চলে এসেছে বা টিকে গেছে, আছে। যেমন সেটা হলো, রাজ-রাজড়ার আমলে রাজাদের স্তুতিমূলক গান তৎপরতা। যেমন রাজ-বন্দনামূলক গান। এটা হলো রাজ- পৃষ্ঠপোষকতা। অথবা মন্দিরে মাজারে আখড়ায় স্পিরিচুয়াল ক্ষুধা মিটানোর গান, ভক্তিসঙ্গীত, ভজন, কাওয়ালির ধরনে চলে যাওয়া। আর এখান থেকে গণমানুষের দান, ভালোবেসে দান, এমন সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় বেঁচে থাকা। কিন্তু এখানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই ধারা খুবই সিরিয়াস ক্লাসিক্যাল ধারা। যেন শ্রেফ ভালো পৃষ্ঠপোষকতা নয়। সে সবকে ছাড়িয়ে মোক্ষলাভের জন্য সে মন্দিরে মাজারে আখড়ায় স্পিরিচুয়াল ক্ষুধা মিটাতে হাজির হয়েছে।

বলা হয়, আসলে যা মনের থেকে ভালো লাগে তার 'দাম' হয় না। আবার উল্টা দিকটা হলো যে এটা সৃষ্টি করে আপনার সামনে হাজির করেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন কী করে, সে বেঁচে থাকবে কী করে? তাই একটা বিনিময় মূল্য তার অবশ্যই লাগবে। এই প্রশ্নও কম নয় বরং এক ভাইটাল প্রশ্ন!

বাণিজ্যিক সম্পর্কের যুগে এরই সমাধান হলো, পেশা হিসেবে শিল্পকলার যেকোনো এক শাখায় এতে পেশাদার পারফরমার হিসেবে একদিকে শিল্পকলার চর্চা, অন্যদিকে পেটের চিন্তার সমাধান পেতে হবে বা ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বলাই বাহুল্য, আপস ছাড়া কোনো শিল্পকলা চর্চা নেই। মানে, মানুষের শিল্প-চিন্তার প্রকাশ সেটা বেচাবিক্রির বস্তু হয় কেমনে– এই প্রশ্ন এড়িয়েই শিল্পকলাকে এই আপস করেই চলতে হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভারতে যে বিকাশিত রূপটা হাজির হয়েছে সে দিকে তাকিয়ে বললে ভারতে শুধু বা মূলত গানকে পেশা হিসেবে নেয়ার ব্যবস্থা দাঁড় করানো যায়নি। বরং আরেকটা আরো বড় মাধ্যম তৈরি করে নিতে হয়েছে– এটাই সিনেমা জগত। গান-চর্চা টিকে আছে এরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আরেক শিল্পকলা রূপ হিসেবে সাথে জুড়ে গিয়ে। তাই বাণিজ্যিক সিনেমার ভেতর দিয়ে টিকে আছে ক্লাসিক মিউজিক। তবে ঠিক ক্লাসিক রূপে না, মডার্ন মিউজিক হিসেবে। এখন অলক্ষ্যে এ দুইয়ের সম্পর্কটা বলে রাখা যাক। সেটা হলো– ক্লাসিক মানে ব্যাকরণসম্মত দিক এবং যা ভিত্তিমূলক দিক যার মর্ম উপলব্ধি করতে গেলে বোদ্ধার ট্রেনিং থাকা লাগবে। আর এটাই ব্যবহার করে সেই ব্যবহৃত ও সৃষ্ট নতুন রূপটা আম আদমির সামনে পেশ-প্রদর্শন করে তাদের কোনো না কোনো বোধগম্যতায় তা আনা, আর সবচেয়ে বড় কথা, তাদেরকে আনন্দ-মজা দেয়া; অসংখ্য টেনশনের জীবন রিল্যাক্স করার বা স্ফূর্তি জাগানো যার লক্ষ্য– এই রূপটাই আধুনিক গান।

তাহলে লতা মঙ্গেশকর আমাদের কে?

সাধারণভাবে বললে, এথনিক-সাংস্কৃতিক সভ্যতায় অরিজিনে মিল অর্থে এখনকার ভারত আসলে আমাদের এক কাজিন যেন; চাচাত-মামাত ভাই-বোন যেমন। যদিও একই ব্লাড, ডিএনএ আমাদের, তবুও আপনার কাজিন আপনার চেয়ে বহু ও বেশি গুণে গুণান্বিত হতে পারে। আবার আপনার থেকে খারাপ এবং কদর্যও হতে পারে। কিন্তু 'কাজিন' বলছি কেন? মূল কারণ এথনিক-সাংস্কৃতিক সভ্যতাগত মিল ও একই হবার কারণে।

এখন ভারতে শিল্পকলার প্রভাবশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে মুম্বাইভিত্তিক সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি বা বাণিজ্যিক সিনেমা। আরই এরই বগলে লেগে আছে গানের চর্চা। আর লতা মঙ্গেশকর হলেন ওই গানের জগতে টানা এক ৭২ বছরের পেশাদার। ব্রিটিশ-পিরিয়ড থেকে একাল পর্যন্ত কালদর্শী একজন পেশাদার।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও লতার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক আগেই বলেছি শিল্পকলার প্রধান শত্রু শিল্পীর বৈষয়িক জীবন ও এর চাহিদা। জীবনে বৈষয়িক চাহিদার উপায় কী হবে তা না খাড়া করে শিল্পকলা চলতে পারে না। ফলে একদিক থেকে বললে এটা শিল্পকলার আপস, আবার অন্যদিক থেকে বললে এটাই শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে নেয়ার ব্যবস্থা ও সুযোগ। আমাদের এই তিন দেশের মধ্যে ভারতই বাণিজ্যিক সিনেমা– এই মিডিয়াকে সফলভাবে শিল্পকলা-সংশ্লিষ্ট মানুষদের পেশা হিসেবে নেয়ার এক স্থিতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে হাজির করতে পেরেছে।

তবে এই এক্সপেরিমেন্ট যখন শুরু হয় সেটাকে বলা যায় ১৯১৩ সালের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র যা পরে আরো বিকশিত হয়ে হয় ১৯৩১ সালের সবাক চলচ্চিত্র।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো, সে সময়কালে আমরা সবাই অবিভক্ত ভারতের অংশীদার বলে সব অর্জন ও ব্যর্থতারও ভাগিদার ছিলাম। ফলে সিনেমার এই শিল্পকলার বিকাশে মুখ্য ভূমিকা নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অবিভক্ত সবার সাথে সে সময়ের পূর্ববঙ্গের বুঝমানেরাও প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল।

সে আগ্রহ দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পরেও থেমে যায়নি। কারণ আগ্রহটা আমাদের কালচারাল ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমরা পাকিস্তান-বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) হয়ে গেলেও রাজনৈতিক বিবাদ পাশে সরিয়ে রেখে যতটা সম্ভব কালচারালি কানেকটেড থাকার চেষ্টা করেছিলাম। ফলে সেই ঐতিহ্যের স্মরণ থেকেই একালে লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইমরান খানের শোকবার্তা প্রেরণ খুবই ভ্যালিড ও স্বাভাবিক তৎপরতা। অবশ্য এর আরো একটা বড় কারণ 'স্মৃতি'।

বড় কারণ 'স্মৃতি', যা আমাদের তাড়া করে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন হয়তো, ছোটবেলায় শোনা অনেক গান দু-একটা যা তখনই খুব অপছন্দ লাগত ফলে কম বা না শুনতাম আমরা হয়তো। অথচ আজ বড় হয়ে সাবিনার সেই অপছন্দের গানটাই খুব ভালো লাগছে– এর কারণ কী? এর কারণটা অদ্ভুত। পরিণত বয়স তখন আমরা আর শুধু গান শুনি না। গানশুনার সাথে সাথে সেসব সময়ের টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি মনে ভেসে উঠতে থাকে। আর এতে গান ছাড়িয়ে ওই স্মৃতিতে ডুবে যাই আমরা খারাপ বা ভালোর সুখবোধ জেগে ওঠে। ভালো লাগাটা মূলত ওখান থেকে। ফলে সাবিনার সেই ধীর-লয়ের গান বলে তরুণ বয়সে যেটা ভালো লাগেনি, সরিয়ে রেখেছিলাম, সেটাই এখন মহার্ঘ্য হয়ে উঠতে পারে স্মৃতির গুণে। অতএব গানের আরেক নাম এখানে গভীর স্মৃতি।

তাহলে একালে লতার গান কথার আসল মানে হলো আমাদের পুরনো সেসব দিনের ভালো-মন্দ, দুঃখ-সুখের স্মৃতি। আমরা দেশভাগ হয়ে ছিটকে তিন দেশে পড়েছি কিন্তু লতার গান হলো আমাদের পুরান সেসব স্মৃতির গ্রন্থি-কার। মোটামুটিভাবে বললে, পঞ্চাশ তো বটেই ষাটের দশক পর্যন্ত আমরা সিনেমাকেন্দ্রিক পেশাদার শিল্পকলার যে উত্থান তার খবর নিতে পেরেছিলাম। এরপর থেকে রাজনৈতিক বিবাদ অনেক ভারী হয়ে যায়, প্রজন্মও বদলে যায়। স্মৃতি ফিকে হয়ে আসতে থাকে। তবু যাদের বয়েস এখন ষাটের বেশি তাদের স্মৃতিতে ভারতীয় সিনেমা বা লতা বাস করে, এটা কম নয়।

তবু ঠিক কেন লতা মঙ্গেশকর আজ এখানে প্রসঙ্গ হলো এখন সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। গ্লোবাল অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে বাকি মহাদেশকে ছাড়িয়ে এশিয়া। সে কথা খেয়াল রেখে আমাদের প্রভাবিত করতে আরো অনেক কিছুর মতো আমেরিকার এক থিংকট্যাংক ফেলো মাইকেল কুগেলমানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যিনি আমেরিকান ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে এশিয়ার ঘটনাবলি প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক নিজের এক কলাম লিখে থাকেন। কুগেলমানের এবারের প্রসঙ্গে দেখি, লতা মঙ্গেশকর উঠে এসেছে। তবু গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু তার একটা প্রাথমিক বাক্য ছিল এমন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবার কাছে কমন কিছু ব্যক্তিত্ব হয়ে হাজির হওয়া সহজ নয়। কিন্তু লতা হয়েছেন। তবু তার ব্যাখ্যাটা পূর্ণ মনে হয়নি। অর্থাৎ তিনি আমাদের তিন দেশে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং এখনো তা নিয়েই আমাদের মধ্যে বড় মতবিরোধে জড়িয়ে থাকাকে ইঙ্গিত করছেন? আর স্বভাবতই এ নিয়ে লতা মঙ্গেশকরের ব্যক্তি রাজনৈতিক মতামত বা পছন্দের প্রশ্নে তার হিন্দু-মহাসভা থেকে উঠে আসা আরএসএস-বিজেপি মোদির প্রতি ভালোবাসা আবেগ দেখানো, মোদি যেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সেই কামনা, অবলীলায় বাবরি মসজিদ ভাঙার পক্ষে গান গেয়ে দিয়ে অংশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি মনে পড়া থেকে এসব লিখতে বসা।

আমি আগেও বলেছি, রাজনৈতিক চিন্তায় একটা খামতি কত যুগ ধরে আমাদের তিন দেশকে গর্তে ফেলেছে এর আদর্শ উদাহরণ, এমন ব্যক্তিত্ব হলেন রাম মোহন রায়। গত ১৮১৫ সালে তার 'আত্মীয় সভা' নামে পাঠচক্র(?) থেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলনের প্রস্তাব করেন তিনি। সেখান থেকে ব্রাহ্মসমাজ গড়া শুরু করা এর সবচেয়ে ভালো প্রমাণ। তিনি ভুল অনুমানে বুঝেছিলেন, ব্রিটিশরা একাট্টা অ্যাঙ্গলিকান বা ইংলিশ-ক্যাথলিকভিত্তিক এক 'জাতি' বলেই তারা মডার্ন ব্রিটিশ জাতি-রাষ্ট্র। কাজেই ভারতকেও জাতি-রাষ্ট্র হতে হলে আগে এক জাতি হতে হবে তাই এক ব্রাহ্ম-জাতি হয়ে নিতে হবে আগে। কারণ তার অনুমান আমাদের অন্যান্য ধর্মও আছে। এর চেয়েও বড় বিষয়, হিন্দুধর্মে অগুনতি জাতিভেদ আছে। কাজেই আগে সবাইকে এক ধর্মে আনতে হবে। এই হলো তার বোঝাবুঝিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন-এর পূর্বশর্ত আরোপের কারণ। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা আমাদের মনে রাখতেই হবে, ভারতীয় কমিউনিস্ট ইতিহাসের চোখে, তাদের লিখিত ইতিহাসে রামমোহনই নাকি তাদের 'বেঙ্গল রেনেসাঁ'র আদিগুরু।

পরে এর আঠারো বছরের মধ্যে রামমোহনের মৃত্যু, আর ১৮৭২ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ তিন টুকরা হয়ে ওই ব্রাহ্ম প্রকল্প অকেজো হয়ে যায় যদিও তা উনিশ শতকেও টিকে ছিল। কিন্তু অকেজো হয়ে যাওয়ার পর থেকে বা বলা যায় এ সুযোগে নতুন তত্ত্বকার বা অভিমুখ দাতা হয়ে যান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিই যুক্তি সাজান যেহেতু ফেল করেছে, তাই বিকল্প হিসেবে হিন্দু-জাতির ভিত্তিতে ভারত জাতি-রাষ্ট্রের সংশোধিত প্রকল্প নেয়া হোক। আর এর ভিত্তিতেই পরে কংগ্রেস দলের জন্ম হয়। পরিণতিতে ২০ বছরের মধ্যে মুসলিম লীগের জন্ম। আর ওদিকে কংগ্রেসের চেয়েও আরো কট্টর উগ্র হিন্দুজাতিবাদী দল তৈরি হয় হিন্দু মহাসভা যেটা আরএসএস-বিজেপির আদি সাংগঠনিক রূপ।

এখন লতার পছন্দ এই আরএসএস-বিজেপির মোদির রাজনীতি। কিন্তু সাবধান, এটা সাধারণ, যার যা রাজনৈতিক দল পছন্দ এমন ব্যাপার নয়। আপনি আরেক জনগোষ্ঠী-অংশকে কোপাবেন, এটা কোনো রাজনীতি, কারো পছন্দের রাজনীতি হতে পারে না, ফলে এটা আপনার পছন্দের রাজনৈতিক মতামত হতেই পারে না। যিনি সমাজের জন্য গান গাইবেন– তিনি এমন রাজনীতি ভালোবেসে সুকুমারবৃত্তির চর্চাও করবেন কিভাবে? এটা দায়ীত্বজ্ঞানহীন, বোধশক্তিহীন চিন্তা ও কাজ।

ফলে এক দিক থেকে আমরা লতাকে আমাদের স্মৃতিগুলোকে রক্ষা করতে তার গান মানে তাকে শ্রদ্ধা জানাই; আমাদের দায়িত্ব পরিপালন করেছি। আমরা আমাদের স্মৃতির হত্যাকারী হতে পারি না, তাই। কিন্তু একই সাথে একই নিঃশ্বাসে লতার চিন্তার অন্ধত্ব, রাজনৈতিক হিন্দুত্বের প্রতি বেহুঁশ ভালোবাসা আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য; সেটাও জানিয়ে রাখতে চাই!

তবে এটাও সত্য, গানের জগতের বহু বিখ্যাত লোক যারা বুদ্ধিমান তাদের রাজনৈতিক পছন্দ তারা বাইরে আনেন না। ব্যক্তিগত জগতেই রেখে দেন। তাদের এতটুকু সচেতনতার জন্য আমরা তাদের নিয়ে ঘাটাতে চাই না।

কিন্তু লতা মঙ্গেশকর এতই বোধশক্তিহীন যে, তিনি প্রকাশ্যেই তার ব্যক্তিগত দিক পাবলিক করে দেন। এমনই বেপরোয়া ও মানুষের সুবৃত্তি আমল, অযোগ্য ব্যক্তিত্ব তিনি যা শিল্পকলার সাথে আনফিট! অবশ্য অনেক সময় পেটের

এত কিছু সত্ত্বেও লতার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক আগেই বলেছি শিল্পকলার প্রধান শত্রু শিল্পীর বৈষয়িক জীবন ও এর চাহিদা। জীবনে বৈষয়িক চাহিদার উপায় কী হবে তা না খাড়া করে শিল্পকলা চলতে পারে না। ফলে একদিক থেকে বললে এটা শিল্পকলার আপস, আবার অন্যদিক থেকে বললে এটাই শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে নেয়ার ব্যবস্থা ও সুযোগ। আমাদের এই তিন দেশের মধ্যে ভারতই বাণিজ্যিক সিনেমা– এই মিডিয়াকে সফলভাবে শিল্পকলা-সংশ্লিষ্ট মানুষদের পেশা হিসেবে নেয়ার এক স্থিতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে হাজির করতে পেরেছে।

৫ কারণে পণ্যের লাগামহীন দাম

(প্রথম পাতার পর)

চার দশমিক নয় শতাংশ। ডিসেম্বরে সেটি ছিল পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তান, ইটালী থেকে জার্মানী - দেশে দেশ জিনিসপত্রের দাম লাগাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১৩ শতাংশ। খাদ্য-পণ্যের দাম ১৭ শতাংশ বেড়েছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার যারা তাদের আয়ের অর্ধেক খরচ করে খাবারের পেছনে, খরচ মেটাতে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে।

পাকিস্তানের সরকার সম্প্রতি আইএমএফের কাছ থেকে ৬০০ কোটি ইউএস ডলারের বেইলআউট তহবিল পাওয়ার জন্য ব্যয় সংকোচনের জন্য চেষ্টা করছে। সেজন্য পেট্রলের ওপর কর, জ্বালানির ওপর শুল্ক ও উচ্চ হারে কর বসিয়েছে। পাকিস্তানে জ্বালানির দাম এমনকি বাংলাদেশ ও ভারতের চেয়ে বেশি।

ভারতেও টানা কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে চলেছে, সর্বশেষ ডিসেম্বর মাসে যা ছিল ৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ। বাংলাদেশে ঠিক এই মুহূত্বের হিসেব না পাওয়া গেলেও গত অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ।

কেন বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম?

মূল্যস্ফীতি বলতে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়। এর মানে হচ্ছে অর্থনীতিতে যখন মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে যায় কিন্তু পণ্য বা সেবার পরিমাণ একই থাকে তখনই মূল্যস্ফীতি হয়। অর্থাৎ বেশি টাকা দিয়ে কম পণ্য বা সেবা কিনতে হয়। মূলত মুদ্রাস্ফীতির ফলেই মূল্যস্ফীতি হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনফ্লেশন।

বিশ্বজুড়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ট্রেন্ড ইতিমধ্যেই অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ফোর্বসের মত সাময়িকীগুলো বলছে, ১৯৮০র দশকের শুরুর দিকের পর এই প্রথম এত দ্রুত গতিতে বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম, আর মূল্যস্ফীতির এই উর্ধ্বগতি সহসাই কমছে না।

কিন্তু কেন বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম?

বিশ্ববাজারে এই মূল্যস্ফীতি বা জিনিসপত্রের দামে উর্ধ্বগতি তার কারণ জানতে বিবিসি বাংলা বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনের সাথে কথা বলেছে।

তাদের কাছ থেকে পাওয়া বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যেসব কারণ জানা যাচ্ছে:

১. চাহিদা-সরবারহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত

করোনাভাইরাসের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের কারণে ২০২১ সালের তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত সারা দুনিয়ায়াতে সবাইকে কমবেশি ধকল পোহাতে হয়েছে। কিন্তু বছরের শেষ কয়েক মাসে কোভিডের প্রকোপ কমায় লকডাউন ও চলাচলে বিধিনিষেধ শিথিল করা শুরু হয়। তখন নির্দিষ্ট পণ্য এবং সেবার অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দেয়। লকডাউনে যে কেনাকাটা করতে পারেনি, যেখানে যেতে পারেনি হঠাৎ সেসব দিকে চাহিদা বাড়ে। রেস্তোরাঁয় এবং বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে ভিড় বাড়তে থাকে। কিন্তু এই চাহিদার সাথে সরবারহ ব্যবস্থা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না।

তার কারণ মহামারি পুরোপুরি চলে না যাওয়ায়, উৎপাদন এবং পণ্য পরিবহন মহামারি শুরুর পর্যায়ে এখনো যেতে পারেনি।

ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা এবং সরবারহের মধ্যে এক ধরণের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ২০২১ সালে বাইডেন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বড় ধরণের স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার ফলে মানুষের পকেটে নগদ পয়সা বাড় কিন্তু সে তুলনায় বাজারে পণ্য কিংবা সেবা পর্যাপ্ত ছিল না।

২. পরিবহন

মহামারির সময় দেশের ভেতরে এবং বাইরে পণ্য পরিবহন ছিল বেশ কঠিন। সড়ক এবং আকাশপথে অনেক দেশেই যোগাযোগ উন্মুক্ত ছিল না। অনেক দেশেই সংক্রমণের হারে পরিবর্তন আসার সাথে সাথে সীমান্ত এবং বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২১ সালে বাইডেন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বড় ধরণের স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করে, যার ফলে মানুষের পকেটে নগদ পয়সা বাড় কিন্তু সে তুলনায় বাজারে পণ্য কিংবা সেবা পর্যাপ্ত ছিল না নৌপথে পরিবহনের ক্ষেত্রেও বড় সমস্যা ছিল।

বন্দরগুলোতে শ্রমিক প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকা বা না থাকার কারণে ঠিক সময়ে পণ্য খালাস করা যায়নি। এর ফলে খাদ্য-পণ্যের সরবারহে ঘাটতি তৈরি হয়। একইসাথে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এবং পরিবহন ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। আর উৎপাদন ব্যয় বাড়লে পণ্যের মূল্য স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে।

৩. শ্রমিক ঘাটতি

মহামারির কারণে দেশে দেশে শ্রম বাজারে এক ধরণের ঘাটতি তৈরি হয়, বিশেষ করে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমে যায়। মহামারিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোতে অনেক বেশি ছিল। এছাড়া এ সময়ে নারী এবং বয়স্ক কর্মীরা অনেক বেশি হারে কর্মস্থল ছেড়েছন, এবং অনেকেই পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হবার পরেও ফেরেননি।

বিশেষত স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে এখনো বহু বয়স্ক কর্মী কাজে ফিরতে চান না। ফলে শ্রমিক স্বল্পতা দেখা দিয়েছে, এবং এ ঘাটতি সহসা মিটবে এমন সম্ভাবনাও নেই।

৪. জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি

জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, এবং এর সঙ্গে মিলিয়ে অন্যসব জিনিসের দামও বেড়ে যাওয়া। ওইসিডিভুক্ত (তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট) দেশগুলোতে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে জ্বালানির দাম ২০ শতাংশ বেড়েছে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, সহসাই এই পরিস্থিতি কাটবে এমন সম্ভাবনা কম।

খনিজ গ্যাসের মত যেসব জ্বালানি আছে সেগুলোর দাম বাড়লে তার সাথে অন্যান্য জিনিসেরও দাম বাড়ে, কারণ খনিজ জ্বালানি অন্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। এর বাইরে সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা এবং যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের বড় অর্থনীতির দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে যে নানামুখী উত্তেজনা চলছে, তার ফলে জ্বালানি নিয়ে নিকট ভবিষ্যতে এক ধরণের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সেটিও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি আরেকটি কারণ। এছাড়া অনেক তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ উত্তোলন বাড়াচ্ছে না ভবিষ্যতে আরো দাম বাড়বে এই আশায়। আর সরবারহ কম থাকলে সব সময়ই দাম বৃদ্ধি পায়।

৫. চীনের খাদ্যবাজারে অস্থিতিশীলতা

চীনের বাজারে সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। নিজেদের চাহিদা মেটাতে দেশটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, আবার আমদানিও করে। জ্বালানি ঘাটতির কারণে মহামারিতে চীনের বাজারেও খাদ্যপণ্যের সরবারহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। এখন যদি কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়, তাহলে তার প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও।

কতদিন চলবে এ পরিস্থিতি?

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, সহসাই এই পরিস্থিতি কাটবে এমন সম্ভাবনা কম। তবে করোনা ভীতি কেটে গেলে মানুষ যখন স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যাবে তখন ক্রমে এ পরিস্থিতি সহজ হয়ে আসবে। সেসময় মানুষের চাহিদা কমবে, একই সঙ্গে মানুষের পকেটে বাড়তি তারল্য কমে যাবে, কারণ সরকারের দেয়া প্যাকেজ বারবার আসবে না, আর শ্রম বাজারে নিয়োগ আগের অবস্থায় যাবে। এই সবকটি ব্যাপার স্বাভাবিকতায় ফিরতে ২০২২ এর শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে-এম-নটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

১ কেজি চায়ের দাম সাড়ে ১৬

(প্রথম পাতার পর)

টি এক্সচেঞ্জ প্রতি কেজি চায়ের দাম নির্ধারণ করেছে ১৪ লাখ পাউন্ড। বাংলাদেশি টাকার হিসেবে যা প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি টাকা।

বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রিমিয়াম চায়ের প্রতিষ্ঠান ১০৩ ব্রিক লেন, লন্ডনে অবস্থিত লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের স্বত্বাধিকারী অলিউর রহমান এই চায়ের নামকরণের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতকে। সেখান থেকেই গোল্ডেন বেঙ্গল বা সোনার বাংলা নামটি বাছাই করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে ভারতের এবিপি আনন্দের এক প্রতিবেদনে 'গোল্ডেন বেঙ্গল' নিয়ে করা একটি রিপোর্ট ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

এবার সেই গোল্ডেন বেঙ্গল টির স্বাদ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। আরব আমিরাত সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার এই চায়ের আগাম উদ্বোধন করেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমমে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এছাড়া শনিবার লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের ফেসবুক পেইজেও একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনকে চা পরিবেশন করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দামি চা 'গোল্ডেন বেঙ্গল টির স্বাদ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। চমৎকার এই চা ২০২২ সালের মে মাসে বিক্রি করা শুরু হবে এই ঘোষণা দিতে পেরে আমরা খুবই উত্তেজিত'।

চা পান করে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় 'আপনিতো মার্কেটিং গুরু...এই চায়ের চমৎকার সুবাস রয়েছে'।

জানা গেছে, প্রকারে ব্ল্যাক টি হলেও স্বচ্ছ পেয়ালায় পরিবেশন করলে এই চা সোনালি বর্ণ ধারণ করবে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত এই চা প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে চার বছর। আর, ৯০০ কেজি উৎপাদিত চা থেকে মাত্র এক কেজি চা পাতা বাছাই করা হয়েছিল যার প্রতি পাতায় রয়েছে ২৪ ক্যারেট সোনার প্রলেপ।

এর আগে অলিউর রহমান আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, নোবেল বিজয়ীদের এই চা পাতা উপহার দিতে পারবো বলে আশা করছি।

'হিজাব পরা মেয়েই একদিন

(প্রথম পাতার পর)

মুসলিমিন বা মিম দলের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি মন্তব্য করেছেন, হিজাব পরা মেয়েই একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

রোববার ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য আসাদউদ্দিন নেটমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে তাকে বলতে শোনা যায়, 'হিজাব পরা মহিলা কলেজে যাবেন, জেলা কালেক্টর হবেন, জেলাশাসক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হবেন।'

সভায় উপস্থিত একঝাঁক মানুষের উদ্দেশে আসাদউদ্দিনকে বলতে শোনা যায়, 'যদি আমাদের মেয়েরা হিজাব পরতে চায়, তাদের বাবা-মায়েরা সমর্থন করবেন, তার পর দেখি কে আটকায়।' তার পর যোগ করেন, 'তখন আমি হয়তো বেঁচে থাকব না, কিন্তু আমার কথা মনে রাখুন, একদিন হিজাব পরা মেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবে।'

এ নিয়ে তার কাছে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে সংবাদমাধ্যমের সামনে আর কিছু বলতে চাননি ওয়েইসি। অন্যদিকে তাকে কটাক্ষ করেছেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা দীনেশ শর্মা। তার দাবি, এভাবে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াতে চাইছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতার দাবি, 'সমাজবাদী পার্টির 'বি-টিম' হল মিম।'

রাষ্ট্রদূত পিটার ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে তিনি কাজ করতে আগ্রহী। গত শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হ্যাস ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শনে এলে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম ও মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে স্বাগত জানান। আলোচনাকালে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা বাংলাদেশ-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনে উভয় পক্ষের বৃহত্তর সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক লাভজনক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে রাষ্ট্রদূত হ্যাস দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কূটনীতিক ও নীতিনির্ধারক হিসেবে তিন দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পিটার ডি হ্যাস সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের অধীন ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অ্যাকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের মুম্বাই মিশনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্যারিসে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-মিশন প্রধান হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। হ্যাস মার্কিন দূতাবাস জাকার্তায় অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা এবং লন্ডন ও রাবাতে দূতাবাসে ইকোনমিক কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপীয় অ্যাসিস্ট্যান্স অফিস, হাইতি ও জার্মানির বার্লিনে দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পিটার ডি. হ্যাস রাষ্ট্রদূত পিটার ঢাকা যাচ্ছেন মার্চে (ছবি আছে ছবি নং-০৩)

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হ্যাস আগামী মার্চের প্রথম দিকে ঢাকায় নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে তিনি কাজ করতে আগ্রহী। গত শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হ্যাস ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শনে এলে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম ও মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে স্বাগত জানান। আলোচনাকালে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা বাংলাদেশ-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপনে উভয় পক্ষের বৃহত্তর সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক লাভজনক কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে রাষ্ট্রদূত হ্যাস দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। কূটনীতিক ও নীতিনির্ধারক হিসেবে তিন দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পিটার ডি হ্যাস সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের অধীন ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের অ্যাকটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের মুম্বাই মিশনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্যারিসে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-মিশন প্রধান হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। হ্যাস মার্কিন দূতাবাস জাকার্তায় অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা এবং লন্ডন ও রাবাতে দূতাবাসে ইকোনমিক কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপীয় অ্যাসিস্ট্যান্স অফিস, হাইতি ও জার্মানির বার্লিনে দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পিটার ডি. হ্যাস।

খায়রুজ্জামানকে হস্তান্তরে

(প্রথম পাতার পর)

আদালত ওই নিষেধাজ্ঞা দেন। আগামীকাল সোমবার এ বিষয়ে শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হতে পারে। কুয়ালালাম-পুর থেকে পাওয়া খবরে এ তথ্য জানা গেছে।

মালয়েশিয়ার গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) বলেছে, শরণার্থীদের নিজ দেশে জোর করে ফেরত পাঠানো যায় না।

খায়রুজ্জামান জেলহত্যা মামলার আসামি ছিলেন। বিএনপি সরকারের সময় দেওয়া মামলার রায়ে তিনি খালাস পান। তখন তিনি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে দেশে তলব করলেও তিনি ফেরেননি। এর প্রায় ১৩ বছর পর খায়রুজ্জামান গত বুধবার মালয়েশিয়ায় গ্রেপ্তার হন।

মালয়েশিয়ার সূত্রগুলো জানায়, ভিসার মেয়াদ না থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় অবস্থানের কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সে দেশের পুলিশ। এর পরই বাংলাদেশ তাঁকে ফেরত পেতে উদ্যোগ নেয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেছেন, খায়রুজ্জামানকে ফিরিয়ে আনতে সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁকে মালয়েশিয়ায় 'ডিপোর্টেশন সেন্টারে' রাখা হয়েছে। জেলহত্যা মামলায় খায়রুজ্জামানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সরকার ওই মামলা আবারও পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ খতিয়ে দেখতে চায়।

খায়রুজ্জামানের আইনজীবী এ এস ঢালিওয়াল ফ্রি মালয়েশিয়া টাইমসকে বলেন, খায়রুজ্জামানের বৈধ ট্রাভেল ডকুমেন্ট আছে। তিনি মালয়েশিয়ায় কোনো কাজ করছিলেন না, বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাজনৈতিক শরণার্থী। তাঁকে বহিষ্কার করার অধিকার মালয়েশিয়ার নেই।

ইউএনএইচসিআরও মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যমকে বলেছে, ১৯৫১ সালের শরণার্থী সনদ অনুমোদন করুক বা না করুক, শরণার্থীদের জীবন বা স্বাধীনতা ঝুঁকিতে পড়তে পারে এমন কোনো দেশে জোর করে ফেরত না পাঠানো প্রতিটি দেশের দায়িত্ব।

খায়রুজ্জামানের স্ত্রী রিটা রহমান যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তিনি ফ্রি মালয়েশিয়া টাইমসকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র খায়রুজ্জামানের গ্রিন কার্ড আবেদন মঞ্জুর করেছে। কিন্তু মালয়েশিয়ার পুলিশ তাঁর নিরাপত্তা ছাড়পত্র না দেওয়ায় গ্রিন কার্ড পাচ্ছেন না।

নিউ ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) খায়রুজ্জামানকে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে সহায়তার জন্য মালয়েশিয়ার প্রতি আহবান জানিয়েছে। এইচআরডাব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ফিল রবার্টসন খায়রুজ্জামানকে দ্রুত মুক্তি দিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ারও আহবান জানান।

হারিছ চৌধুরীর মৃত্যুর প্রমাণ চায়

(প্রথম পাতার পর)

গতকাল পুলিশ সদর দফতরের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরোর (এনসিবি) এআইজি মহিউল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ সদর দফতরের এনসিবি আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করে। কারও বিষয়ে রেড নোটিস জারি কিংবা প্রত্যাহারের বিষয়টিও তারাই তদারকি করেন। তারা বলছেন, রেড নোটিস প্রত্যাহারের আগে হারিছের মৃত্যুর সঠিক তথ্যপ্রমাণ দরকার। তাই পুলিশ সদর দফতর থেকে সিআইডিকে এ বিষয়ে দ্রুত লিখিত তথ্য দিতে বলা হয়েছে।

মহিউল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি হারিছ চৌধুরী মারা গেছেন। একজন মৃত মানুষের তো ইন্টারপোলে রেড নোটিস রেখে কোনো লাভ নেই। তাই আমরা পুলিশের অপারেশনাল ইউনিট সিআইডির কাছে তার মৃত্যুর সত্যতা জানতে চেয়েছি। তিনি মারা গেছেন কি না তা জানাতে বলেছি। তাদের অনুরোধেই হারিছ চৌধুরীর ইন্টারপোলে রেড নোটিস চাওয়া হয়েছিল। গত ১১ জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে হারিছ চৌধুরীর চাচাতো ভাই আশিক চৌধুরীর বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব ও বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরী যুক্তরাজ্যে মারা যান। এরপর হারিছ চৌধুরীর মেয়ের বরাত দিয়ে কেউ কেউ খবর প্রকাশ করেন তিনি ঢাকার একটি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলাসহ একাধিক মামলার অভিযুক্ত আসামি ছিলেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রভাবশালী নেতা সিলেটের হারিছ চৌধুরী। ওই হামলার টার্গেট ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই হামলা মামলার চার্জশিটেও অভিযুক্ত আসামি ছিলেন হারিছ চৌধুরী। অভিযোগপত্রে তাকে পলাতক দেখানো হয়। ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর হারিছ চৌধুরী গা-ঢাকা দেন। ২১ আগস্ট হামলা মামলায় তিনি অভিযুক্ত হওয়ার পর ২০১৫ সালে তার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিস জারি হয়। ইন্টারপোলের রেড নোটিসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে, 'খুন এবং আওয়ামী লীগের সমাবেশে হ্যান্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ।' রেড নোটিসে তার ছবিসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্যও উল্লেখ রয়েছে।

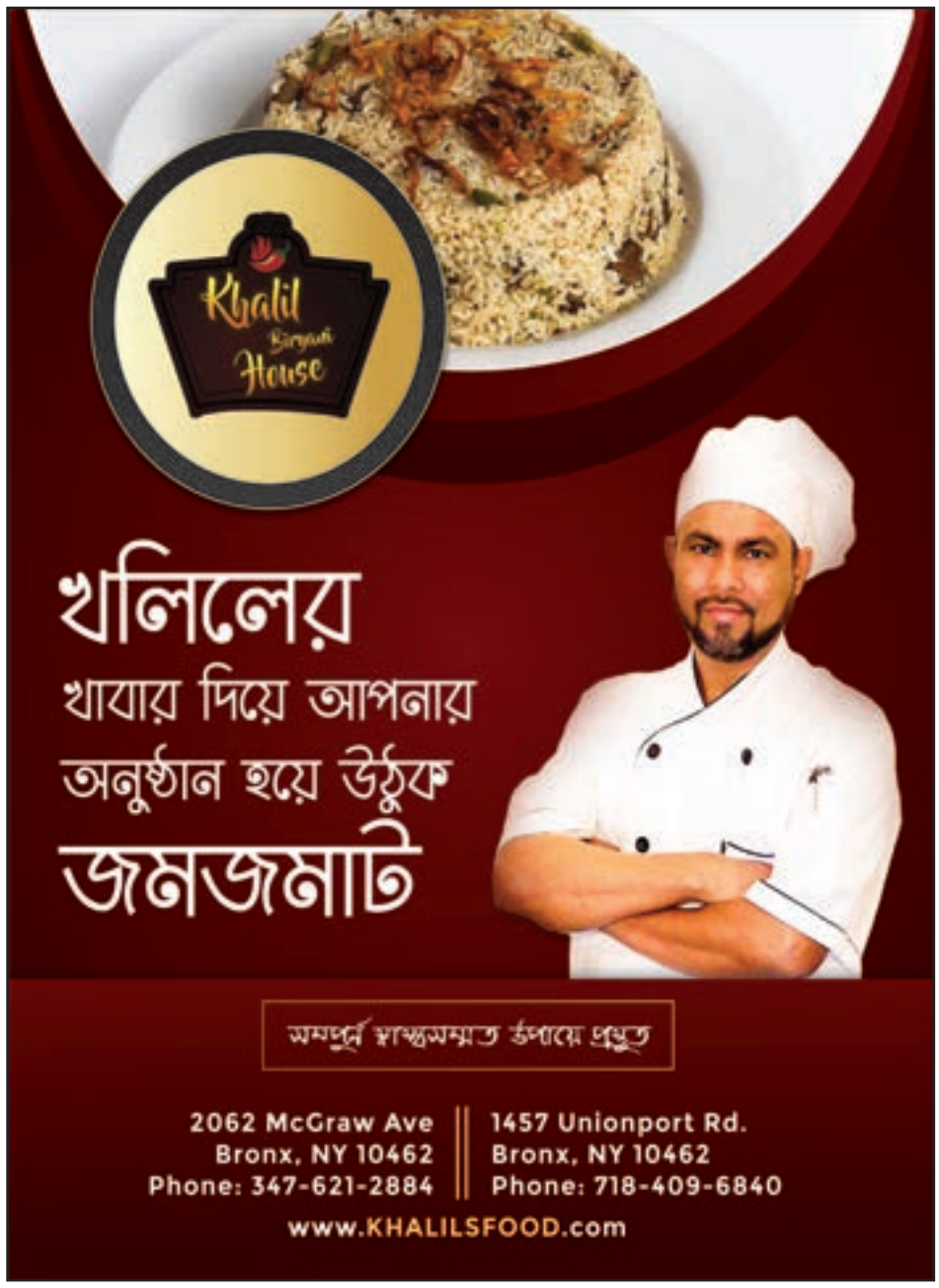

IRS Enrolled Agent

Md. Chowdhury Nizam, CEO
BS in Accounting (CUNY)
MBA in Finance (CU)

Contact
917-856-8809
718-350-1323
info@itradeincs.com
www.itradeincs.com

37-66, 72nd St, 3FL
Jackson Heights
New York- 11372

iTrade Inc

আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমাদের সেবাসমূহ: IRS e-file

- ট্যাক্স ফাইল
- একাউন্টিং এন্ড পেরোল
- সিটিজেনশীপ ফরম পুরন
- ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন আবেদন
- হাউজিং এর আবেদন
- সিটি, স্টেট ও ফেডারেল জব সহায়তা

AICPA Member of American Institute of CPAs®

IRS ENROLLED AGENT

“প্রতিদিন একটি আপেল খাবেন...”

মেডিকেয়ার প্রদত্ত প্রতিরোধমূলক পরিষেবার ব্যাপারে আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন ।

১০০% পরিষেবা পাওয়া যায়ঃ

- বার্ষিক সুস্থতা পরিদর্শন
- ফ্লু ও নিউমোনিয়া শটস
- হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপ
- কোলন ক্যান্সার স্ক্রীনিং
- ব্রেস্ট মেমোগ্রাম স্ক্রীনিং
- ধূমপান বর্জনের পরামর্শ
- মানসিক চাপ-হতাশা স্ক্রীনিং এবং আরও অনেক কিছু
- ডায়াবেটিস স্ক্রীনিং এবং স্ব-ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

বিনামূল্যে এবং নিরপেক্ষ মেডিকেয়ার পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন HIICAP at 212-AGING-NYC (212-244-6469) and ask for “HIICAP” or visit us online at www.nyc.gov/agin

NYC Department for the Aging

NEW YORK STATE OF OPPORTUNITY. HIICAP Health Insurance Information, Counseling and Assistance Program

This project was supported, in part by grant number 90SAPG0033, from the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201.

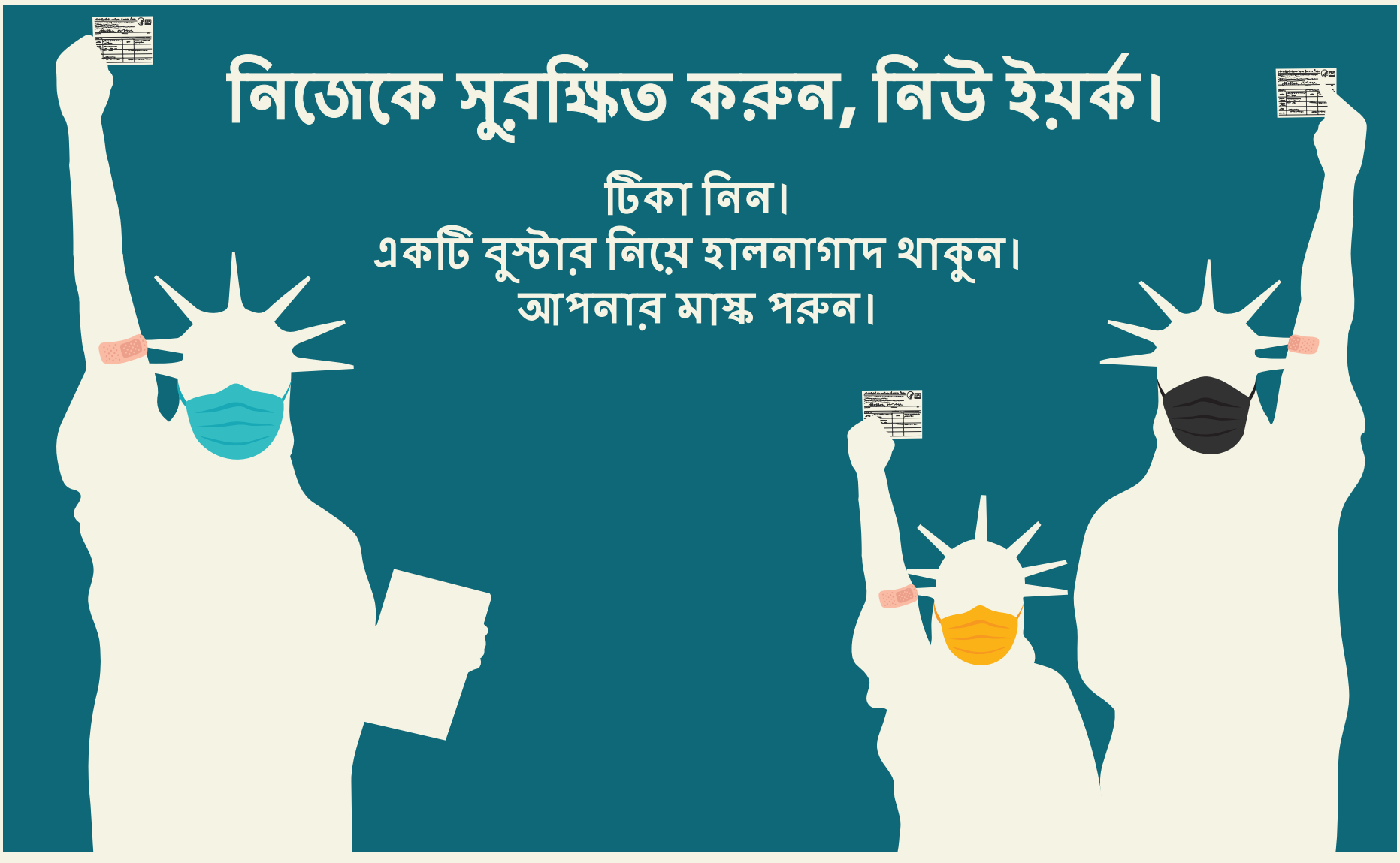

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন

Jackson Heights Bangladeshi Business Association

EXECUTIVE COMMITTEE 2022-24

HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI

MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR

BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET

ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET

FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY

MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN

Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S

NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY

MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION

MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS

SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA

SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS

MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY

M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY

ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS

MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS

SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC

SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING

NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO

KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE

SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO

ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC

SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR

MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS

MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN

ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM

SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION

MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG

SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC

FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC

TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION

AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC

SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS

AFTAB JONY
MEMBER
HRT

JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

হোম কেয়ার হোম কেয়ার

ALEGRA HOME CARE INC. / BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY / বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

COMING SOON
ADULT DAY CARE

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372 | TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218 | TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

লতা মঙ্গেশকরের সম্মানে হচ্ছে সংগীত একাডেমি

বিনোদন ডেস্ক: লতা মঙ্গেশকরের সম্মানে সংগীত একাডেমি গড়ার ঘোষণা দিয়েছে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার। জাদুঘরটির নির্মাণ হবে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কালিনা ক্যাম্পাসে। দুদিন আগে ভারতীয় জনতা পার্টির লোকসভা সদস্য রাম কদম মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে অনুরোধ করেন, লতা মঙ্গেশকরকে উৎসর্গ করে শিবাজি পার্কে একটি জাদুঘর স্থাপন করতে। বর্তমানে শিবাজি পার্কে বালসাহেব ঠাকরের একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার মধ্য প্রদেশের প্রশাসন ঘোষণা দেয়, তারা লতা মঙ্গেশকর স্মরণে একটি মিউজিক একাডেমি ও একটি জাদুঘর স্থাপন করবে। আর সেগুলো হবে লতার জন্মস্থান ইন্দোরে। তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপন হবে সেখানে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার লতা মঙ্গেশকরের নামে একটি পুরস্কার দেবে, যেটি তাঁর জন্মদিনে প্রদান করা হবে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারী সকালে অসীমের পথে পা বাড়ান সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। মৃত্যুর সময় লতা মঙ্গেশকরের বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ১৯৪২ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সংগীতে ক্যারিয়ার শুরু করেন লতা মঙ্গেশকর। ৭০ বছরের ক্যারিয়ারে ৩০ হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কিংবদন্তি এ

অভিনয়ের জন্য পুলিশের চাকরি ছাড়ছেন ডি এ তায়েব

বিনোদন ডেস্ক: পুলিশের চাকরি থেকে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের ইন্সপেক্টর ও অভিনেতা ডি এ তায়েব রিটায়ারমেন্ট পিটিশন দাখিল করেছেন। শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) রাতে ডি এ তায়েব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডি এ তায়েব বলেন, 'আমি অভিনয়ের জন্য পুলিশের কাছ থেকে অনেক সাপোর্ট পেয়েছি। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমার আরো ব্যস্ততা বেড়েছে। এ কারণে দু'দিক সামাল দিতে পারছি না। নিজেকে অভিনেতা হিসেবে দর্শকদের সামনে হাজির করতে চাই। এ কারণে দীর্ঘ ২৫ বছরের চাকরি শেষে অবসরে যাওয়ার আবেদন করেছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কারো প্রতি মান অভিমান করে চাকরি ছাড়ছি না। গত মাসে আমি আবেদন জমা দিয়েছি।

ঢাকা মেট্রোপলিটনে পুলিশের মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) ফারুক হোসেন, নিশ্চিত করেছেন ডি এ তায়েবের চিঠির বিষয়টি। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'ডি এ তায়েব ব্যক্তিগত কারণে জানুয়ারীতে স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছেন।'

'দেশের মানুষ এখন আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে'

বিনোদন ডেস্ক: এমনিতে চলচ্চিত্রশিল্পে দুর্দিন ছিল। শুরু হয়েছে করোনা। নেই প্রযোজক। সব মিলিয়ে এখন এফডিসি মৃতপ্রায়–এমনটাই মনে করেন চিত্রনায়ক রুবেল। এর মধ্যে এবার যোগ হয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে কাদা ছোড়াছুড়ি, যা শিল্পীদের বিব্রত করছে। এসব ঘটনা এই অ্যাকশন হিরোকে আহত করেছে। অভিমানে তিনি বললেন, 'চেষ্টা করব, আর কখনো এফডিসিতে পা না রাখতে।'

রুবেল বলেন, 'আমি চাই আমাদের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন। সবাই ভালো কিছু করুক। সংগঠন এগিয়ে যাক। আমি তাদের সবার স্বার্থে সব সময় আছি। এটাই আমার জন্য সত্য। কিন্তু এখন চূড়ান্তভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। এসব আর ও বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করছে। এসব অবস্থায় আমি চেষ্টা করব এফডিসিতে আর পা না দিতে।' এই সময় তিনি বিগত নির্বাচন প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'অনেকবার নির্বাচন করে আমার ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেসব নির্বাচনে যা দেখেছি, সেই তুলনায় এবারের নির্বাচনের মতো এমন নোংরামি কোনো দিনও দেখিনি।'

'আপনারাই তো এখন সিনিয়র অভিনেতা, আপনি যদি এভাবে অভিমান করেন...' কথা শেষ হতে না হতে রুবেল বলেন, 'আমি সব সময় ফেয়ার থাকার চেষ্টা করেছি। আমি কোনো দিন নোংরা পলিটিকসের মধ্যে যাইনি। জীবনে কোনো দিন কারও সঙ্গে বেয়াদবি করেছি, খারাপ ব্যবহার করেছি, সেই রেকর্ড আমার নেই। কিন্তু এখন নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে নিয়ে এটা-সেটা বলা হচ্ছে, এসব আনফেয়ারের মধ্যে আমি নেই।'

তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করছেন রুবেল। একটানা ১২ বছর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। এই অভিনেতা বলেন, 'যখন ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ছিলাম, তখন আমি নির্বাচন না করলে ওই পোস্টে কেউ নির্বাচন করতেন না। সমিতির সাবেক সভাপতি হিসেবে আহমেদ শরীফ ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি। মান্না সাহেবসহ অনেকের সঙ্গে সমিতিতে কাজ করেছি। এবারও সবই ঠিক ছিল কিন্তু কোথায় যেন নোংরামি চরম আকার ধারণ করেছে। সারা দেশের মানুষ এখন আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি হাসাহাসির পাত্র হতে চাই না।'

এর আগে শপথ অনুষ্ঠান নিয়েও মন খারাপ করেছিলেন এই অভিনেতা। তিনি সহসভাপতি হিসেবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতলেও তাঁকে শপথ অনুষ্ঠান বিষয়ে কেউ জানাননি। তিনি মনে করেন, নির্বাচন শেষ হলেও আর কোনো প্যানেল থাকে না। তখন সবাই শিল্পী। রুবেল বলেন, 'নির্বাচনের পর সবাই আমরা সমান কিন্তু এই সমান শব্দটা কেন যেন আমরা এখন আর মেনে নিতে পারছি না। যে কারণে এখন অনেকের কথাবার্তার মধ্যে অ্যাগ্রেসিভ ভাব দেখা যায়। এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার মনোভাব অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান নেই। এটা শিল্পীদের থাকার দরকার।'

গরু পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে দেবকে

বিনোদন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে গরুপাচার মামলায় তৃণমূল সংসদ সদস্য এবং অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই। বুধবার (৯ ফেব্রুয়ারী) এই মর্মে দেবকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। নোটিশে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার দিকে দেবকে নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কলকাতার দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। তবে দেবের সঙ্গে গরু পাচার কান্ডের কী সম্পর্ক তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিবিআইয়ের নোটিশেও এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তবে সূত্র জানিয়েছে, গরু পাচার কান্ডে যেসব সাক্ষীকে এরই মধ্যে জেরা করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের জবানবন্দিতে উঠে এসেছে অভিনেতা ও সংসদ সদস্য দেবের নাম। যদিও দেব এই নোটিশ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি বা ব্যখ্যা দেননি। গরু পাচার কান্ডের তদন্তে রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ইনস্পেক্টরকে এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

রাজ্যের এক মন্ত্রী এবং আইনজীবীকেও তলব করা হয়েছে। এর আগে তদন্তকারীরা জানিয়েছিলেন গরু পাচারের লভ্যাংশের বেআইনি টাকাকে বৈধ করতে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও এর আগে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে গরু পাচার কান্ডের মূল অভিযুক্ত এনামুল হককে জামিন দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট।

ফেসবুক জায়েদ খানকে 'মৃত' বলছে!

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনায় চিত্রনায়ক জায়েদ খান। এবারের নির্বাচনে ১৩ ভোটে পাস করার পরও সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে বসতে তাকে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছে। বর্তমানে এ নিয়ে নায়িকা নিপুণের সঙ্গে চলছে তার আইনি লড়াই।

এদিকে নতুন খবর হলো, বৃহস্পতিবার জায়েদ খানের অফিসিয়াল ফেসবুক আইডিতে তাকে রিমেম্বারিং দেখাচ্ছে। সাধারণত কেউ মারা গেলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ তার অ্যাকাউন্টটি রিমেম্বারিং করে দেয়। কিন্তু জায়েদ খানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটেছে উল্টো। বেঁচে থাকতেই এই নায়ককে 'মৃত' বলছে ফেসবুক! ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জায়েদ খানের প্রোফাইলে লিখেছে, আমরা আশা করি যারা জায়েদ খানকে ভালোবাসেন, তারা তাকে স্মরণ ও সম্মানিত করার জন্য তার প্রোফাইল পরিদর্শন করে সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ জায়েদ খানের আইডি হ্যাক করে এমন কান্ড ঘটাতে পারেন। গত ২৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২২-২৪ মেয়াদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রাথমিক ফলাফলে ১৩ ভোটে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হওয়া জায়েদ খানের প্রার্থিতা বাতিল করে নিপুণকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নির্বাচনের আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান এ ঘোষণা দেন। এরপর প্রার্থীতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে রিট করেন জায়েদ। এর পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রার্থিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয় হাইকোর্ট। সেই আদেশের বিপরীতে আপিল করেন নিপুণ। সেই আপিলে জায়েদের প্রার্থিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার আদেশ স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। একইসঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালনের ওপর স্থিতাবস্থা জারি করেছেন আদালত। ফলে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জায়েদ খান ও নিপুণ আক্তারের কেউই এ পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। ওই দিন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ

হরলাল রায় (বামে) এবং রথীন্দ্রনাথ রায় (ডানে)।

সপরিবারে হরলাল রায়। (বাম থেকে দাঁড়ানো) মেঝপুত্র রঞ্জিত রায়, কনিষ্ঠ কন্যা স্বপ্না রায়, পুত্রবধূ সন্ধ্যা রায়, কনিষ্ঠপুত্র সুরজিত রায়, জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ রায়। সামনে বসা স্ত্রী বীনা পানি রায়ের সাথে হরলাল রায়। ছবিঃ পারিবারিক অ্যালবাম।

বাবা রাষ্ট্রীয় সম্মাননা না পাওয়ায় শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের ক্ষোভ প্রকাশ

নিউইয়র্ক: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক, গীতিকার এবং কণ্ঠযোদ্ধা হরলাল রায়ের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার সন্তান ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সপরিবারের বসবাসরত রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, “কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো অনশনের হুমকি দিতে পারছি না বলেই কি স্বাধীনতা যুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখা সত্ত্বেও আমার বাবা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-গীতিকার-কণ্ঠশিল্পী হরলাল রায় জাতীয় স্বীকৃতি পাচ্ছেন না।”

নিজে ভাওয়াইয়া গানে ১৯৯৫ সালে একুশে পদক পেলেও তার বাবা হরলাল রায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ ও সাহসী ভূমিকা পালন সত্ত্বেও বিস্মৃত হতে চলেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। হরলাল রায় চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়া সত্ত্বেও পেশা হিসেবে বেছে নেন সংগীত এবং অভিনয়কে।

অবিভক্ত ভারতের নীলফামারীর সুবর্ণখুলী গ্রামে ১৯৩২ সালে জন্ম হরলাল রায়ের। একাত্তরে পাকিস্তানী সেনাদারদের হাতে বন্দি বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানোর তৎপরতার খবর ছড়িয়ে পড়লে হরলাল রায় রচনা করেন গান- ‘কারবা বিচার কাঁইবা করে রে’। গানটি তিনি নিজেই সুর দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পরিবেশন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণাদানকারী ‘ফাঁন্দে পড়িয়া ইয়াহিয়া কান্দে রে’, ‘আজি কান্দেরে ওই পরাণ’, ‘জ্বলছে জ্বলছে দেশ আমার জ্বলছে’, ‘পাঠান মিয়া ইয়াহিয়া খান জয় বাংলা করিলো শ্মশান-নরনারী হত্যা করে হাজার হাজার শিশু-সন্তান’, ‘জয় বাংলার শুনরে খবর এমন সোনার বাংলা ধ্বংস করলো নূরল আর টিক্কা মীরজাফর’ ইত্যাদি গান ছিল হরলাল রায়ের লেখা।

শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, “বাবা পরলোক গমন করেছেন ১৯৯৪ সালের ৪ নভেম্বর। জীবিত অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোনও সম্মানই তার ভাগ্যে জোটেনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফেরায় আশায় বুক বেঁধে রয়েছি বাবার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবো বলে। অনেকেই মরণোত্তর সম্মান লাভে সক্ষম হলেও হরলাল রায়ের মত একজন খাঁটি দেশপ্রেমিকের নাম এখন পর্যন্ত একুশে পদক এবং স্বাধীনতা পদকের মনোনয়ন তালিকায় ওঠেনি।”

হরলাল রায় (বামে) এবং রথীন্দ্রনাথ রায় (ডানে)।হরলাল রায় (বামে) এবং রথীন্দ্রনাথ রায় (ডানে)।তিনি আক্ষেপ করে প্রশ্ন করেন, “কী হলো যে ৫০ বছরেও হরলাল রায়ের মতো অসাধারণ একজন সাহসী যোদ্ধার নাম আসেনি রাষ্ট্রীয় সম্মানের জন্য?” রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়ার যে যোগ্যতা তার মাপকাঠি কী? যারা রয়েছেন তালিকা করার দায়িত্বে তাদের গোচরে কী হরলাল রায় নেই?”

সৈয়দপুর উচ্চবিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর বগুড়া মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন হরলাল রায়। এই স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে তিনি চিকিৎসক হিসেবে সনদপত্র পান।

ওই বছরেই রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় তুলসীদাস লাহিড়ির ‘দুঃখীর ইমাম্ব নামের একটি নাটক শিশিরকুমার ভাদুরী মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেন। তুলসীদাস এ নাটকের জন্য রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করে দেন। এ নাটককে কেন্দ্র করে হরলাল রায় কানন বালা, প্রমথেশ বড়ুয়াসহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে রংপুরের আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রশিক্ষণ দেন।

পরে তুলসীদাস লাহিড়ির সহায়তায় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে হরলাল রায়ের দুইটি ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ড পপ্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভাজনের সময় তিনি রংপুরের নিজগ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৫৪ সালে তিনি তৎকালীন ‘রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা’ কেন্দ্রে ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। এ বছর থেকেই তিনি ঢাকায় বসবাস করা শুরু করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ‘পাকিস্তান পাইলট টেলিভিশন সার্ভিস’ শুরু হলে, তিনি টেলিভিশনের নিজস্ব শিল্পী হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি চলচ্চিত্রের গান গাওয়া শুরু করেন। এর ভিতরে ‘জোয়ার এলো’, ‘নদী ও নারী’, ‘কাচ কাটা হীরে’, ‘ধারাপাত’ ছবিতে গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

বাবা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুত্র রথীন্দ্রনাথ রায়কে নিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যোগ দেন। এই সময় তিনি বেশ কিছু গান লেখেন এবং তাতে সুর দেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর তিনি সপরিবারে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে যোগ দেন। এছাড়া তিনি ভারতীয় পরিচালক রাজেন তরফদারের ‘পালঙ্ক’ এবং ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিতে অভিনয় করে ভূয়সী প্রশংসা পান হরলাল রায়।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের ‘হিজ মাস্টারস ভয়েস’ হরলাল রায়ের ১০টি গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছিল। **সূত্রঃ** বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

SHOW TIME MUSIC
PRESENTS

শোটাইম মিউজিক
এর বিশেষ আয়োজন

পিঠা উৎসব

PITHA UTSHOB 2022

আকর্ষনীয়
র‍্যাফেল ড্র

FREE ENTRY

প্রবেশ উন্মুক্ত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৯ ফেব্রুয়ারী, ২২ রোজ শনিবার

স্থান: কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

৪টা-১১টা

আপনারা সবাই স্বপরিবার ও সবান্ধবে

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের
পিঠা প্রদর্শনীর মহাউৎসব

বিস্তারিত তথ্য এবং স্টলের জন্য যোগাযোগ
646-546-6038

21 FEBRUARY
INTERNATIONAL
MOTHER LANGUAGE DAY

শোটাইম মিউজিক এর উদ্যোগে
সম্মিলিত

মহান একুশ উদযাপন ২০২২

একুশে ফেব্রুয়ারি

২০ ফেব্রুয়ারী, ২২ রবিবার

স্থান: কুইন্স প্যালেস
৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

সময়: বিকাল ৪টা

২০ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ রাত ১২:০১ মিনিটে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

অমর ২১ শে
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, শ্রদ্ধা নিবেদন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

সুধী,
শোটাইম মিউজিক এর পক্ষ থেকে সম্মিলিত "মহান একুশ" উদ্‌যাপনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, পেশাজীবি, শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠণসমূহকে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আয়োজনে:
SHOW TIME MUSIC
শোটাইম মিউজিক

বিস্তারিত তথ্য এবং স্টলের জন্যে যোগাযোগ
646-546-6038

'যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় বাংলাদেশে হত্যাকান্ড বন্ধ হয়েছে'

(শেষের পাতার পর)

করেই বন্ধ হয়ে গেছে। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিস্তারিত রেকর্ড রাখা মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের মতে, ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রায় ২,৫০০ বাংলাদেশী নাগরিক নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত এবং আরও কয়েকশ মানুষ জোরপূর্বক গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আরো বলা হয়, 'অধিকার' গত চার বছরে প্রায় ১,২০০ বা প্রতি মাসে গড়ে ২৫ টি মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করেছে। কিন্তু তাদের মতে, ওয়াশিংটন গত ১০ ডিসেম্বর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর সাতজন শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ম্যাগনিটস্কি অ্যাক্ট এর আওতায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর আর কোনো হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেনি।

আট বছর আগে নিখোঁজ এক ব্যক্তির বোন এবং জোরপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার শত শত পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন 'মায়ের ডাক' এর সমন্বয়কারী আফরোজা ইসলাম আঁখি বলছিলেন, 'এই নিষেধাজ্ঞাটা যদি অনেক আগেই দেয়া হত, তাহলে অনেকগুলো প্রাণ বাঁচানো যেত।' মার্কসবাদী বিদ্রোহী এবং ইসলামপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলার পাশাপাশি মানবপাচার রোধ করার জন্য ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠন করা হয়েছিল। র‍্যাব তার লক্ষ্য নির্দয়ভাবে অনুসরণ করলেও এর কর্মকর্তারা একে কার্যকর বলে থাকেন। অতি সম্প্রতি এর লক্ষ্যবস্তু ছিল মূলত অভিযুক্ত অপরাধী এবং মাদক ব্যবসায়ীরা। কর্তৃপক্ষ জোরালোভাবে জানায় যে, কেবল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বৈধ অপারেশনে গুলি বিনিময়ের সময়ই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, রাজনৈতিকভাবে বিরোধী ব্যক্তিরাও নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মারা গেছেন এবং নিহতদের ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করার জন্যই বন্দুকযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) এর অন্তত ১৮ জন কর্মীকে র‍্যাব তুলে নিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে আঁখির ভাই সাজেদুল ইসলাম সুমনও ছিলেন। আঁখি এএফপিকে বলেন, 'আমার মা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিন র‍্যাব সদর দফতরে যেতেন কারণ আমরা শুনেছিলাম যে র‍্যাব অফিসাররা তাকে আটক করেছে। কিন্তু ও আর ফিরে আসেনি।'

বাংলাদেশের শীর্ষ মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' এর প্রধান নূর খান লিটন বলছেন, 'মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় সরাসরি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। মানুষ এতে খুশি এবং অনেকেই কথা বলতে শুরু করেছেন।' অ্যাক্টিভিস্টদের মতে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার প্রায় সকলকেই আটক করার পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। রিতা বেগম শেষবারের মতো তার ১৪ বছরের ছেলে রাকিব হাওলাদারকে ২০১৮ সালে পুরান ঢাকার একটি থানায় হাতকড়া পরানো অবস্থায় আটক থাকতে দেখেছিলেন। এর পরের দিন তার বাবা তাকে বলেন যে, মাদক চোরাচালানের দায়ে অভিযুক্ত ছেলেটিকে মারতে মারতে হত্যা করা হয় এবং তারপর গুলি করে দেখানো হয় যে সে গুলি বিনিময়ে মারা গেছে।

ওই নারী এএফপিকে বলেন, 'তার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়। তারপর তাকে গুলি করা হয়। আমি কোনো বিচার পাইনি।' তিনি জানান যে, তিনি অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন 'তখন পুলিশ আমার বাড়িতে আসে। তারা আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আমাকে অনেকগুলো কাগজপত্রে সই করিয়ে নেয়। এমনকি তারা আমার মেয়েকে ধর্ষণের হুমকিও দেয়। আমি চাই আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকুক। আমি চাই না, আর কোনো মা তার সন্তানকে হারাক। অন্য কারো কপাল যেনো আমার মতো না হয়। আমি আমার চোখের মণিকে হারিয়েছি।'

কিছু ক্ষেত্রে র‍্যাব অফিসারদের বিচার করা হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের দায়ে র‍্যাবের একজন কমান্ডারসহ অন্তত ২৬ জনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। ঢাকা এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সাধারণত উষ্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। নিরাপত্তা ইস্যুতে সহযোগিতা ছাড়াও বাংলাদেশ প্রায়ই জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সম্পদ জব্দ করা এবং ভিসা না দেয়া। এগুলো র‍্যাব এবং বর্তমান বা সাবেক র‍্যাব কর্মকর্তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক প্রধান বেনজির আহমেদ রয়েছেন যিনি এখন পুলিশ প্রধান হিসেবে কর্মরত।

এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে এসেছে যখন চীন এশিয়ার অন্যতম এই দরিদ্র দেশটিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে। এই পদক্ষেপ ঢাকাকে হতবাক করেছে। পররাষ্ট্রসচিব 'অসন্তোষ' জানাতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে তলব করেন। অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক বাংলাদেশী গবেষক মুবাশ্বার হাসান মনে করেন, নিষেধাজ্ঞাগুলো নিরাপত্তা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে 'ট্যাক্টিকাল স্ট্রাইক' তৈরি করেছে। তিনি বলছিলেন, এর মধ্য দিয়ে পুরো 'সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্ট'কে নতুন করে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের মধ্যেও উদ্বেগ বেড়ে গেছে যাদের কাছে অবসর গ্রহণের পর এবং প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিমা বিশ্ব জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাইডেন প্রশাসন সে সমস্ত সরকারগুলোর সাথে যুক্ত ব্যবসাকে লক্ষ্যবস্তু করতে শুরু করেছে যেগুলো তাদের ভাষায় চীনের মতো মানবাধিকারকে দমন করে। তিনি বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

মন্তব্যের জন্য র‍্যাব এবং পুলিশের কাছে এএফপি বারবার অনুরোধ করলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ একথা অস্বীকার করে যে দেশটির কর্মকর্তারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বা জোরপূর্বক গুমের সঙ্গে জড়িত। তবে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান বলেন, 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংস্থাগুলোতে কমব্রত ব্যক্তিদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা একটি শিক্ষা। সম্ভবত কেউই এর পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না।' সূত্র : এএফপি।

২১ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকায় "বাংলাদেশ এভিনিউ" উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

ভাষা, বাংলাদেশ আর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মান-মর্যাদা, স্বীকৃতি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘ দিনের দাবীর মুখে অবশেষে সিটি প্রশাসন হিলসাইড এভিনিউ থেকে হোমলন এভিনিউ পর্যন্ত 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

নিউইয়র্ক সিটির পাচ বরোর মধ্যে কুইন্সের জ্যামাইকা অন্যতম। যদিও অপর দুই বরো ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস। ব্রঙ্কসে ইতিমধ্যেই একটি সড়কের নাম 'বাংলা বাজার' নামকরণ করা হয়েছে। অনুরূপ প্রক্রিয়া চলছে ব্রুকলীনেও। তবে কুইন্সের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর সাতফিন থেকে শুরু করে কুইন্স ভিলেজ সহ আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর বসবাস চোখে পড়ার মতো। হিলসাইড এভিনিউ তো রীতিমতো বাংলাদেশীদের দখলে।

জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' সংক্রান্ত বিলটি পাস হয়। এই বিল পাশে স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোর উদ্যোগ ও ভূমিকা অনস্বীকার্য।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

পুতিনকে হামলা নিয়ে সাবধান করলেন বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

ফোনালাপে বাইডেন এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন । যুদ্ধের দামামার মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের কূটনীতিক ও সাধারণ মানুষের ইউক্রেন ছাড়ার প্রেক্ষাপটে দুই পরাশক্তির নেতারা কথা বললেন ।

ইউক্রেন সংকট সমাধানে গত সপ্তাহেই একগাদা ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের নেতারা । দেখা যাচ্ছে সেসব মন্তব্য কেবল মন্তব্য হিসেবেই থেকে গেছে, ফের বাড়ছে উত্তেজনা । এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের ইম্যানুয়েল ম্যাখোঁর সঙ্গে আরেকবার কথা বললেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ।

গত সপ্তাহে ইউক্রেন, রাশিয়া ও জার্মানি সফর করেন ফরাসি রাষ্ট্রনেতা ম্যাখোঁ । তার ওই সফরকালে, এমনকি সফর শেষেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নেতারা বলেন, ইউক্রেন সংকট সমাধানে ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন তারা । ২০১৪ সালে স্বাক্ষরিত মিনস্ক চুক্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তারা । কিন্তু গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র আগের কথায় ফিরে যায় । যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরের আশঙ্কাবার্তা ফের সামনে এনে এদিন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যেকোনো সময়, এমনকি চলতি মাসেই ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারে রাশিয়া ।

এর মধ্যে ইউক্রেন থেকে নিজ নিজ কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিভিন্ন দেশ । মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার দেশের নাগরিকদের অবিলম্বে ইউক্রেন ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন । খোদ শনিবার তার দেশের বেশ কয়েকজন কূটনীতিককে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানায় । কিয়েভের দিক থেকে 'উসকানির' আশঙ্কায় তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে রাশিয়া । এ ছাড়া বেশ কয়েকটি দেশ নিজ নিজ সাধারণ নাগরিকদেরও ইউক্রেন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে ।

এদিকে গতকালই কৃষ্ণ সাগরে বড় পরিসরে মহড়া শুরু করেছে রুশ নৌবাহিনী । অন্যদিকে ইউক্রেন থেকে নিজেদের সর্বশেষ সেনাদেরও প্রত্যাহার করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র । ইউক্রেনে অবস্থানরত ১৬০ মার্কিন সেনা সদস্যকে সরিয়ে ইউরোপের অন্য কোথাও মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন । মার্কিন সেনা সদর দপ্তর পেন্টাগন গতকাল এ তথ্য জানায় । এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র গত শুক্রবার জানায়, পোল্যান্ডে বাড়তি তিন হাজার সেনা পাঠাচ্ছে তারা ।

নানামুখী উত্তেজনা বৃদ্ধির এ পর্যায়ে গতকাল শনিবার কথা বলেন ম্যাখোঁ ও পুতিন । ম্যাখোঁ ফোনে পুতিনকে বলেন, 'আন্তরিক আলোচনার' সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির ব্যাপারটি খাপ খায় না । ফরাসি প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, প্রায় ৪০ মিনিটের কথোপকথনে ম্যাখোঁ ও পুতিন ইউক্রেন সংকট সমাধানে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন । ইউরোপের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এবং মিনস্ক চুক্তি এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার কথা বলেন তারা । এ দুই রাষ্ট্রনেতার ফোনালাপের কয়েক ঘণ্টা পর বাইডেনের সঙ্গে পুতিনের কথা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ আলাপের অনুরোধ জানানো হয়েছিল । রাশিয়া সোমবারের কথা বললেও হোয়াইট হাউস জরুরিভাবে শনিবারই কথা বলতে চায় । তখন রাশিয়া এতে সম্মত হয় ।

রাষ্ট্রনেতাদের পাশাপাশি গতকাল শীর্ষ কূটনীতিক পর্যায়েও আলোচনা হওয়ার কথা । মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন জানিয়েছিলেন, তিনি রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে কথা বলবেন । সূত্র : বিবিসি, এএফপি ।

খালেদার নাতনী জাফিয়া লন্ডন ফিরে গেলেন

(প্রথম পাতার পর)

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি ।

খালেদা জিয়ার গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, শনিবার আরাফাত রহমান কোকোর বড় মেয়ে জাফিয়া রহমান গুলশান বাসভবন ফিরোজা থেকে সকাল ৬টায় হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে উদ্দেশ্যে রওনা করেন । পরে তিনি সকাল ৭টার দিকে লন্ডনের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন ।

এর আগে গত রবিবার লন্ডন থেকে ঢাকা এসেছিলেন জাফিয়া রহমান ।

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক
29-28 30th Avenue, Astoria, NY 11102

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সকল সদস্য/সদস্যা ও আজীবন সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর ২০২১-২০২৩ সালের ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত তারিখে নিবন্ধনের কপিসহ উপস্থিত হয়ে ভোটার তালিকায় আপনার নিবন্ধন সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

তারিখ: ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ও ২১শে ফেব্রুয়ারী সোমবার, ২০২২
সময়: বিকাল ২ ঘটিকা থেকে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত
স্থান: ২৯-২৮ ৩০ এভিনিউ (সাবেক জনতা গ্রোসারী) এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০২

অনুরোধক্রমে

ময়নুল চৌধুরী হেলাল, সভাপতি, ৮৬০-৯৩৮-৬৭১৮
মানিক আহমেদ, সাদারণ ও সাংগঠনিক সম্পাদক, ৬৪৬-৩৫৫-৬৩২৯
মিজানুর চৌধুরী শেফাজ, সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৬২২-৭১৭৬

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e.file Provider
Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম
৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

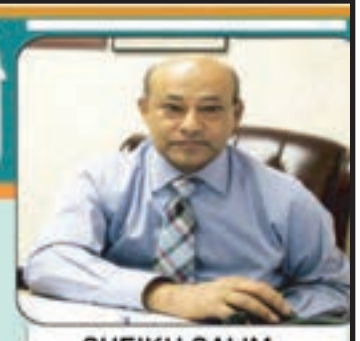

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সংক্রান্ত
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সুইডেনের ‘করোনামুক্তি থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা

রহমান মৃধা

বিশ্বে সুইডেন একমাত্র দেশ; করোনা প্যান্ডেমিক নিয়ন্ত্রণে ‘লকডাউন’ বাস্তবায়ন করেনি। তবে শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং অসুস্থ হলে বাসায় থাকতে জনগণকে অনুরোধ করেছে শুরু থেকেই। কিন্ডারগার্টেন ও স্কুল খোলা রেখেছে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বাসা থেকে কাজ ও প্রশিক্ষণ চালু রেখেছে। সুইডেনের জনস্বাস্থ্য সংস্থা গত বুধবার ঘোষণা দিয়েছে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। করোনা দেশের জন্য এখন থেকে কোনো জটিল রোগই নয়। ফলে এ-সংক্রান্ত সব বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলো। এখন কভিড পাস লাগছে না। বাধ্যতামূলক দূরত্ব বজায় রাখা বাতিল করা হয়েছে। বাস, ট্রেন বা রেস্টুরেন্টে দূরত্ব বজায় রেখে বসার সাইনবোর্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। মিছিল-সমাবেশেও কোনো বাধা নেই।

এটা ঠিক, গত দুই মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছে বহু মানুষ। এক কোটি জনসংখ্যার দেশ সুইডেন সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহ ধরে দৈনিক ৫০ হাজারের বেশি মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে ভর্তির হার ছিল অত্যন্ত কম।

বিশ্বের সবচেয়ে সফল টিকাকরণ দেশের মধ্যে সুইডেন একটি। এর ৭০ শতাংশের বেশি নাগরিক টিকার আওতায় এসেছে। সুইডিশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আক্রান্তের সংখ্যা অনেক হলেও হাসপাতালে ভর্তির পরিস্থিতিতে পড়ছেন হাতেগোনা কিছু মানুষ। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ‘হার্ড ইমিউনিটি’ সুইডিশদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে করোনা আগের মতো ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিধিনিষেধ আরোপ করে জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না তারা। আগামী দিনে করোনার নতুন কোনো রূপ আবির্ভূত হবে কিনা, জানা নেই। কিন্তু সুইডেন থেকে করোনা বিধিনিষেধ আপাতত বিদায়।

গত সপ্তাহে ডেনমার্কও করোনা-সংক্রান্ত সব বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে। স্পেন ও ইংল্যান্ড একই পথে হাঁটতে শুরু করেছে। সেখানে মাস্ক পরা আর বাধ্যতামূলক নয়। আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসেও লকডাউন শিথিল করার প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। দৈনিক বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ফ্রান্সে। তবুও সে দেশে বিধিনিষেধ শিথিল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সুইডিশ কর্তৃপক্ষ মনে করছে, বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার মূল শক্তি করোনা টিকাকরণের হার। গত দুই বছরে কভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ১২ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেককে টিকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা বাকি আছেন, তাদেরও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকা নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিও সুইডেনের মতো; তবে

অঘোষিতভাবে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও খোলা রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব আবাসিক হল। ওমিক্রনের মধ্যেই খোলা আবাসিক হলে অবস্থান করছেন বহু শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাস বন্ধ হলেও শিক্ষাঙ্গনের আশপাশে গড়ে ওঠা ব্যক্তিমালিকানাধীন ছাত্রাবাসে অবস্থান করছেন হাজারো শিক্ষার্থী। তারা একসঙ্গে এসব আবাসিক ছাত্রাবাসে বসবাস করছেন। একই ডাইনিংয়ে দল বেঁধে খাওয়া-দাওয়া করছেন। দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করছেন। একসঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। আমার ধারণা, অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ হয়ে গেছে।

আমি মনে করি, এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখার যুক্তি নেই। এসব ক্ষেত্রে ওমিক্রন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকলে ওমিক্রনের প্রকোপ বেড়ে যাবে- এ অজুহাতে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, যারা মনে করেছিলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলেই শিক্ষার্থীরা বাসায় অবস্থান করবে- তাদের সে আশা মোটেই পূরণ হয়নি। শিক্ষার্থীরা শপিং, সিনেমা হলে যাচ্ছে; টি-স্টলে আড্ডা দিচ্ছে। সুযোগমতো মা-বাবার সঙ্গে পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে যাচ্ছে। কোনো কিছুই থেমে নেই। তাহলে শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম থেমে থাকবে কেন?

শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও খুলে দেওয়া উচিত। অবশ্য ‘খোলা’ তো আছেই। কিছু কি বন্ধ আছে? হাট-বাজার, শহর-বন্দরে মানুষের ভিড় সমান। বেশি-রভাগের মুখে আবার মাস্ক দেখা যায় না। পত্রপত্রিকায় যা দেখছি, বাংলাদেশে গত দুই মাসে ওমিক্রনে আক্রান্তের হার ব্যাপকভাবে বাড়লেও হাসপাতালে ভিড় বাড়েনি। আক্রান্তরা ঘরের মধ্যে নিভৃতবাসের মাধ্যমে সামান্য চিকিৎসা নিয়েই সেরে উঠছেন। এটাও অনুমান করা যায়, ওমিক্রনের ‘সামান্য’ উপসর্গ অধিকাংশ নাগরিক আমলে নেননি। সামান্য ঠান্ডা-কাশি নিয়েই কর্মস্থলে গেছেন। বিশেষভাবে খেটে খাওয়া মানুষের এসব নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। যাদের দিন এনে দিন খেতে হয়, তাদের পক্ষে জ্বর, ঠান্ডা-কাশি নিয়ে ঘরে বসে থাকার ‘বিলাসিতা’ কি মানায়?

এটা ঠিক, টিকাদানের হারে সুইডেনের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূত্রমতে দুই ডোজ টিকা গ্রহণকারী নাগরিকের হার জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের নিচে। এখন জোর দিতে হবে অন্তত ৭০ শতাংশ নাগরিক যাতে দুই ডোজ টিকা পায়। তাহলে এখন যে অনানুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু খোলা রাখা হচ্ছে; তখন তা আনুষ্ঠানিকভাবেই খোলা রাখা যাবে। শিক্ষার্থীরাও ফিরে যেতে পারবে ক্লাসরুমে।

সবকিছু খুলে গেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সুইডেনে ইতোমধ্যে গত দুই বছর বাড়ি বসে কাজ করার সুযোগ অনেকে মিস করছে। আবার একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে অফিস বা ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরে যাওয়া অনেকের কাছে বেশ এক্সাইটেড মনে হচ্ছে। এখন এখানে ম্যানেজমেন্ট স্টাইল চেঞ্জ করার কথা উঠছে। তাদেরও অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে; ফ্লেক্সিবল হতে হবে। কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে ‘হ-াইব্রিড’। যেখানে কর্মীরা তাদের প্রয়োজনমতো কাজ অফিসে এসে বা বাসায় বসে করতে পারবে।

লেখক: সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

লাইভ ক্যাটফিশ, স্যামন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপার, হালিব, ক্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী বাসমতি চাউল	$ 17.99
আমিন বাসমতি চাউল	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড চাউল	$ 9.99
কোনার বাসমতি চাউল	$ 18.99
বাহার বাসমতি চাউল	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি চাউল	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

অবহেলিত-বঞ্চিত ও অসহায় মানুষের পাশে ফুলকলি ফাউন্ডেশন

নিউইয়র্ক: 'মানুষ মানুষের জন্য' শ্লোগান নিয়ে ফুলকলি ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা-এর উদ্যোগে প্রবাসী সৈয়দ রাব্বী, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, আমিনুর রহমান রুবেল, মোঃ আখতারুজ্জামান ও ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক বেলাল আহমেদ এর সহযোগিতায় গত ১১ ফেব্রুয়ারী জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের ফারাজীপাড়া ও গমেরচর গ্রামের জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে গরীব ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সিনিয়র সাংবাদিক খাদেমুল ইসলামের সার্বিক সহযোগিতায় উক্ত শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ উপলক্ষে এক সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি জিলবাংলা সুগারমিলস এর এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান ডাবলু।

সাংবাদিক খাদেমুল ইসলামের সঞ্চালনায় শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মসজিদের খতিব মাওলানা ইউসুফ হাসান, মাওলানা হাফেজ মোতাহার হোসেন, মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও মেটলাইফ কর্মকর্তা রেজাউল করিম বাবলু, আব্দুল হক, সমেজ উদ্দিন, আবু সাইদ, ময়নুল হক, জবেদ আলি, দুলু মিয়া, মকবুল হোসেন, নবিজল মিয়া নুর আলম সহ বিশিষ্টজনরা। প্রচন্ড শীতে এসব কম্বল পেয়ে শতাধিক গরীব অসহায় নারী-পুরুষ খুব খুশি হয়েছেন। জুম্মার নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আরটিভি'র 'বাংলার গায়েন' প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আরটিভি'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বাংলার গায়েন' প্রতিযোগিতা। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে পুরো ফেব্রুয়ারী মাস জুড়েই চলবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন। করোনা পরিস্থিতির কারণে ঘরে বসেই গালি গলায় যেকোন একটি লোকগান মোবাইলে ভিডিও করে অনলাইনে পাঠিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। রেজিস্ট্রেশন চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। প্রতিযোগিদের মধ্য থেকে সেরা ১০জনকে ঢাকায় নিয়ে গ্র্যান্ড ফিনালের অয়োজন করা হবে। 'বাংলার গায়েন- গাইবে তুমিও' শ্লোগানে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য লোকগানের প্রতিযোগিতার টাইটেল স্পন্সর হচ্ছে উৎসব গ্রুপ। নিউইয়র্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা উপরোক্ত তথ্য জানান। খবর ইউএনএ'র।

সিটির হিলসাইড এভিনিউস্থ স্মার্ট ক্যাফে-তে বৃহস্পতিবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলার গায়েন' প্রতিযোগিতার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন আরটিভি'র সিইও সৈয়দ আশিক রহমান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উৎসব গ্রুপের কর্ণধার রায়হান জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রযোজক অলিভ আহমেদ এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়।

আশরাফুল হাসান বুলবুলের উপস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ ও লেখিকা লিপি মনোয়ার। সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলার গায়েন' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক শারমিন সিরাজ সোনিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে আশিক রহমান বলেন, আমরা স্বনামধন্য রুনা লায়লা বা সাবিনা ইয়াসমীন বা রথীন্দ্র নাথ রায় না হলেও অন্তত তাদের কাছাকাছি শিল্পী তৈরী করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা জনি রুনা-সাবিনা-রথীন্দ্র নাথ রায়ের মতো আর শিল্পী পাবো না। তাঁদের কণ্ঠ 'আল্লাহ প্রদত্ত'।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাংলার গায়েন' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না। সেরা ১০জনকে ঢাকার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনকে যথাসমথ সম্মানী ও সম্মাননা দেয়া হবে।

কামরুজ্জামান বাবু ওমরাহ করতে যাচ্ছেন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশিস্ট ব্যবসায়ী এবং ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সভাপতি কামরুজ্জামান বাবু স্বপরিবারে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে আজ সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারী সৌদি এয়ারলাইন যোগে মক্কা যাচ্ছেন। ওমরাহ পালনের পর মদীনায় প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রওয়াজা মোবারক জিয়ারত করে বাংলাদেশ যাবেন।

তার বিদায় উপলক্ষ্যে রোববার (১৩ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে ব্রঙ্কসে খলিল পার্টি সেন্টারে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। তিনি যেন সবাইকে নিয়ে পবিত্র ওমরাহ পালনের পর সহি সালামতে ফিরে আসতে পারেন এজন্য পরম করুনাময়ের দরবারে প্রার্থনা জানানো হয়। সময়ের স্বল্পতায় সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারেন নি বলে কামরুজ্জামান বাবু সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

অনুষ্ঠান শেষে শেফ খলিলুর রহমান সকলকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করেন।

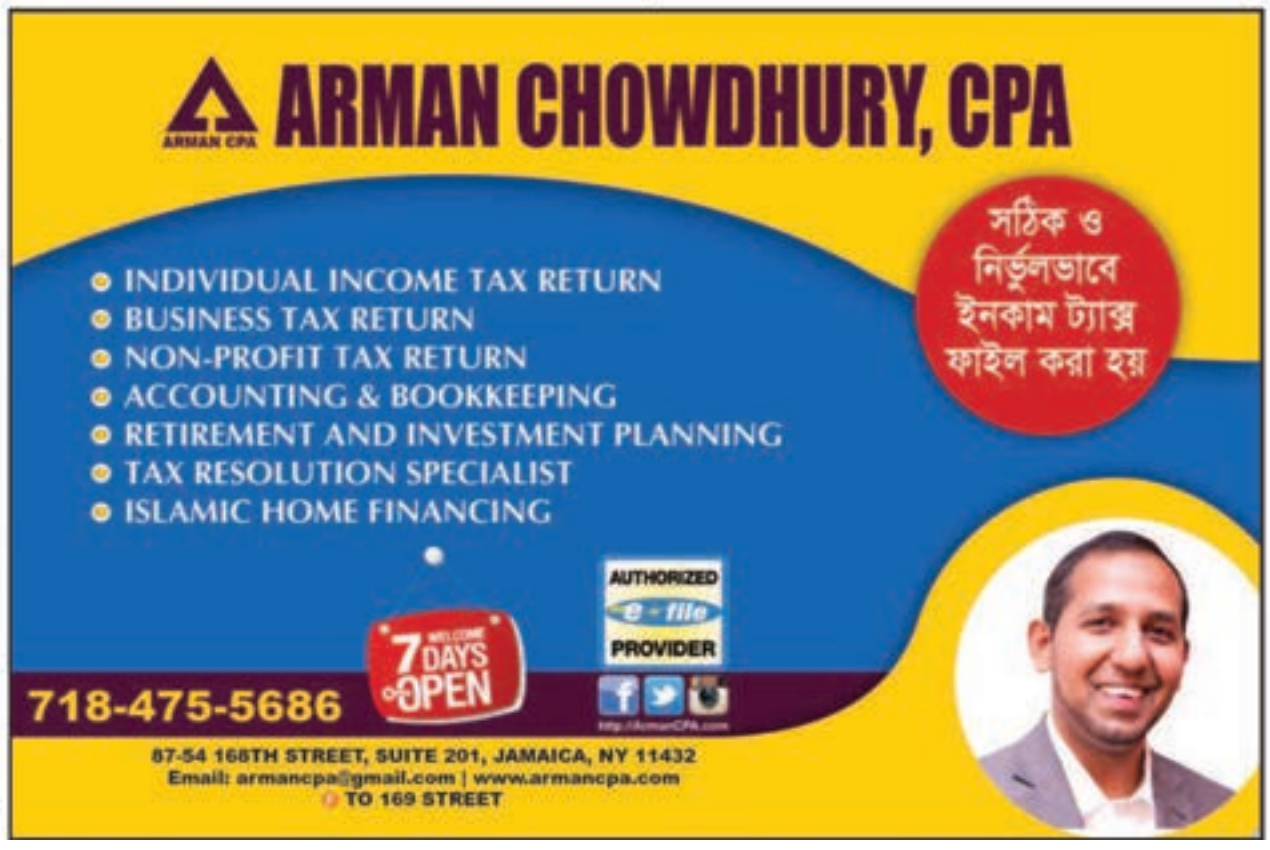

বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারদের দাম নেই আইপিএলে!

স্পোর্টস ডেস্ক: আইপিএল ২০২২ আসর শুরুর আগে চলছে মেগা নিলাম। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির সবগুলো তাদের দল গোছাচ্ছে। এবারের নিলামে টাকার ছড়াছড়ি হচ্ছে বেশ। নতুন, পুরাতন ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে দল ভারী করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। তবে অবাক করার বিষয় হলো আইপিএলের মেগা নিলামে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ও আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবিকে নিতে আগ্রহী দেখায়নি কোনো দল। ফলে তারা দুইজন অবিক্রীত থেকে যান।

কিন্তু টি-টোয়েন্টির বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়স্থানে আছেন মোহাম্মদ নবি ও সাকিব আল হাসান। অথচ বিশ্বসেরা দুই অলরাউন্ডারই মেগা নিলামে পেলেন না কোনো দল।

ভারতীয় গণমাধ্যম স্পোর্টসকেডা জানিয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সাকিব ৮ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত আইপিএলে খেলতে পারবেন না। কারণ এই সময়টায় বাংলাদেশে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আসবে শ্রীলঙ্কা। যেহেতু সাকিব লম্বা সময় থাকতে পারবেন না। তাই তার প্রতি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহ প্রকাশ করেনি বলে মনে করছেন সকলে।

কারণ নয়ত গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল সাকিবকে নিয়ে রীতিমতো টানাটানি শুরু হবে। কিন্তু এর কিছুই

বিশ্বকাপের নান্দনিক উদ্বোধনী ভেন্যু আল বায়াত স্টেডিয়াম

কাজী শামীম, কাতার থেকে: ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইতিহাসের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও দামি ফুটবল আসর। আগামী ২১ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফুটবলের পর্দা উন্মোচন হবে কাতারের বৃহত্তম শহর আল-খোরের আল বায়াত স্টেডিয়ামে। আরবের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তাঁবুর আদলে নির্মিত স্টেডিয়ামটিতে রয়েছে সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা।

কাতারে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বাকি আরও প্রায় নয় মাস। এরই মধ্যে দেশটি নিজেকে সাজিয়েছে এক নতুন রূপে। রাজধানী দোহা থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তরের শহর আল খোরে অবস্থিত আল বায়াত স্টেডিয়ামে ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনের শুভ সূচনা হবে দুপুর ১টায়- এ গ্রুপ বনাম বি গ্রুপের মধ্যকার একটি ম্যাচের মাধ্যমে। স্বাগতিক দেশ হিসেবে অন্য একটি দেশের বিপক্ষে কাতার মোকাবিলা করবে। তার আগেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ব্যস্ততম ভেন্যু হিসেবে আল বায়াত স্টেডিয়ামকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ৬০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এ স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালসহ গ্রুপ পর্বের নয়টি ম্যাচ এখানে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্বকাপ উদ্বোধনী ভেন্যুর শহর আল-খোরে কাতারী নাগরিকদের পাশাপাশি বিশ হাজারের অধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ প্রিয় দলের খেলা মাঠে বসে দেখার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন এ শহরে বসবাসরত বাংলাদেশীরা।

আল-বায়াত স্টেডিয়ামের দিনের সৌন্দর্যের চেয়ে রাতের সৌন্দর্য আরও মনোমুগ্ধকর। স্টেডিয়ামের প্রধান ফটকের পাশে রয়েছে সুবিশাল লেক, যেখানে ভেসে চলে নানা ধরনের হাঁস এবং কিচিরমিচির করে বহু প্রজাতির পাখি। এছাড়া বিভিন্ন রকমের লাইটিং দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে স্টেডিয়ামটি। আল-বায়াত স্টেডিয়ামটির বিকাল বেলা ও রাতের এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে দূরদূরান্ত থেকে আসেন প্রবাসী

আবারো ডোপ বিতর্কে রাশিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক: শীতকালীন অলিম্পিকে আবারো ডোপ বিতর্কে রাশিয়া। ১৫ বছর বয়সী রাশিয়ার উঠতি ফিগার স্কেটিং তারকা কামিলা ভালিয়েভা ডোপ টেস্টে নেগেটিভ হয়েছেন। সোমবার রাশিয়ার দলগত স্কেটিং বিভাগে স্বর্ণজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভালিয়েভা। কিন্তু তাদের পদক দেওয়ার অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আইনগত কারণে।

রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভালিয়েভার ডোপ পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। এ বিষয়ে এখনো আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা বা রুশ অলিম্পিক সংস্থা কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কেউ কেউ আবার বলছেন, যে ওষুধের জন্য ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েছেন ভালিয়েভা, সেটি হৃদযন্ত্র-সংক্রান্ত সমস্যায় ব্যবহার করা হয়।

রাশিয়ার মুখপাত্র বলেছেন, এ ধরনের যে কোনো সংবাদের সূত্র হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা। অর্থাৎ তাদের ইঙ্গিত, যা রটছে সেটা সত্য নয়।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, যারা এ বিষয়টি নিয়ে হইচই করছেন, তাদের দলে আমরা নেই। আমরা শুধু চাই আমাদের অ্যাথলেটেরা স্বর্ণপদক জিতুক।

ভেন্যু নিয়ে বাফুফের ভানুমতির খেল!

স্পোর্টস ডেস্ক: প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের ভেন্যু নিয়ে নাটকের পর নাটক শেষে এখন মেগা সিরিয়াল বানাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ভেন্যু নিয়ে বাফুফের ভানুমতির খেলও বলা যায়। শুক্রবার (১১ ফেব্রুয়ারী) পেশাদার লিগ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবারও ছয় ভেন্যুতে ফিরছে লিগ। বাফুফে পিছু হটেছে টঙ্গীর আরচারি ভেন্যু থেকে। বলা ভালো, পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

চতুর্থ রাউন্ড থেকে টঙ্গীর শহিদ আহসান উল্লাহ স্টেডিয়াম বাদ দিয়ে মুন্সীগঞ্জসহ আরও পাঁচটি ভেন্যুতে লিগ আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয় সভায়। সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি 'আরচারির মাঠ জোর দখল করেছে ফুটবল', বলার পর টনক নড়েছে বাফুফের।

সাত ভেন্যুতে লিগ আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে দুই ভেন্যুতে নেমে এসেছিল বাফুফে। দুই ভেন্যু নিয়ে প্রথম লেগের ফিকশ্চারও তৈরি করা হয়। এ নিয়ে ফুটবলাঙ্গনে সমালোচনার পর ভেন্যু বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। লিগ কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম মুর্শেদী বলেছেন, 'দেশে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এখন করোনা শনাক্তের হার কম। এজন্য আগের ভেন্যুগুলোতে ফিরে যাচ্ছি আমরা।' আজ থেকে লিগের তৃতীয় রাউন্ড শুরু হবে। এই রাউন্ডে অবশ্য টঙ্গীর শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ও মুন্সীগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে খেলা হবে।

চতুর্থ রাউন্ড থেকে মুন্সীগঞ্জের সঙ্গে যোগ হবে সিলেট, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপেক্স। ছয় ভেন্যুতে চতুর্থ রাউন্ড কবে থেকে শুরু হবে তা জানায়নি বাফুফে। ছয় ভেন্যুর মধ্যে বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্স বসুন্ধরা কিংস ও শেখ রাসেল, সিলেট জেলা স্টেডিয়াম ঢাকা আবাহনী ও রহমতগঞ্জ, কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়াম ঢাকা মোহামেডান ও চট্টগ্রাম আবাহনী, বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ লে. মতিউর রহমান শেখ জামাল ও সাইফ স্পোর্টিং, রাজশাহী জেলা স্টেডিয়াম বাংলাদেশ পুলিশ ও স্বাধীনতা ক্রীড়া সংঘ এবং গোপালগঞ্জ উত্তর বারিধারা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের হোম ভেন্যু করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের ক্রিকেটারের দাম উঠলো সোয়া ৮ কোটি

(শেষের পাতার পর)

দিয়ে সিঙ্গাপুরের ক্রিকেটার টিম ডেভিডকে ৮ কোটি ২৫ লাখ রুপি রুপিতে কিনে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। এছাড়া ইংল্যান্ডের পেসার জোফরা আর্চারকে ৮ কোটি রুপিতে কিনেছে তারা। চতুর্থ রাউন্ডে উইকেটরক্ষক ব্যাটারদের একটা ক্যাটাগরি ছিল। সেখানে বাংলাদেশী ব্যাটার লিটন দাসের নামই তোলা হয়নি। অথচ ওই ক্যাটাগরির অনেককেই কিনেছে ফ্রাঞ্জাইজিরা।

একনজরে দেখে নিন কারা দল পেয়েছে ও অবিক্রিত থেকেছে:

তৃতীয় রাউন্ড

ললিত যাদব- দিল্লি ক্যাপিটালস- ৬৫ লাখ রুপি
রিপাল প্যাটেল- দিল্লি ক্যাপিটালস- ২০ লাখ রুপি
যশ ধুল- দিল্লি ক্যাপিটালস- ৫০ লাখ রুপি
তিলক বর্মা- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ১ কোটি ৭০ লাখ রুপি
মহিপাল লোমরর- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর- ৯৫ লাখ রুপি
অনুকূল রায়- কলকাতা নাইট রাইডার্স- ২০ লাখ রুপি
দর্শন নলকান্দে- গুজরাট টাইটান্স- ২০ লাখ রুপি
সঞ্জয় যাদব- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ৫০ লাখ রুপি
রাজ বাওয়া- পাঞ্জাব কিংস- ২ কোটি রুপি
রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর- চেন্নাই সুপার কিংস- ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি
যশ দয়াল- গুজরাট টাইটান্স- ৩ কোটি ২০ লাখ রুপি
সিমারজিৎ সিং- চেন্নাই সুপার কিংস- ২০ লাখ রুপি
এই রাউন্ডে অবিক্রিত থেকে গেছেন কুলদীপ সেন, মুজতবা ইউসুফ ও আকাশ সিং।

চতুর্থ রাউন্ড

ফিন অ্যালেন- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর- ৮০ লাখ রুপি
ডেভন কনওয়ে- চেন্নাই সুপার কিংস- ১ কোটি রুপি
অ্যালেক্স হেলস- অবিক্রিত
এভিন লুইস- অবিক্রিত
করুণ নায়ার- অবিক্রিত
রভম্যান পাওয়েল- দিল্লি ক্যাপিটালস- ২ কোটি ৮০ লাখ রুপি
রুসি ভ্যান ডার ডুসেন- অবিক্রিত
জোফরা আর্চার- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ৮ কোটি রুপি
চারিথ আসালাঙ্কা- অবিক্রিত
রিশি ধাওয়ান- সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ- ৫৫ লাখ রুপি
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস- চেন্নাই সুপার কিংস- ৫০ লাখ রুপি
রাধারফোর্ড- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর- ১ কোটি রুপি
ড্যানিয়েল স্যামস- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ২ কোটি ৬০ লাখ রুপি
মিচেল সান্টনার- চেন্নাই সুপার কিংস- ১ কোটি ৯০ লাখ রুপি
রোমারিও শেপহিরো- সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ- ৭ কোটি ৭৫ লাখ রুপি
রহমতুল্লাগ গুরভাজ- অবিক্রিত
বেন ম্যাকডারমোট- অবিক্রিত
গ্লেন ফিলিপস- অবিক্রিত
জেসন বেরেনড্রফ- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর- ৭৫ লাখ রুপি
নাথান এলিস- অবিক্রিত
ফজলহক ফারুকী- অবিক্রিত
সিদ্ধার্থ কৌর- অবিক্রিত
ওবেড ম্যাকয়- রাজস্থান রয়্যালস- ৭৫ লাখ রুপি
টাইমল মিলস- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি
এডাম মিল্ন- চেন্নাই সুপার কিংস- ১ কোটি ৯০ লাখ রুপি
রিচ টপলি- অবিক্রিত
এন্ড্রু টাই- অবিক্রিত
সন্দীপ ওয়ারিয়ার- অবিক্রিত
তন্ময় আগারওয়াল- অবিক্রিত
টম কোহলার কেডমোর- অবিক্রিত
সামির রিজভী- অবিক্রিত
শুভরামসো সেনাপাতি- চেন্নাই সুপার কিংস- ২০ লাখ রুপি
আপুরভ ওয়াঙ্খাদে- অবিক্রিত
আথার্ব আঙ্কুলেকার- অবিক্রিত
টিম ডেভিড- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স- ৮ কোটি ২৫ লাখ রুপি
প্রবীন দুভে- দিল্লি ক্যাপিটালস- ৫০ লাখ রুপি
প্রেরাক মানকাড- পাঞ্জাব কিংস- ২০ লাখ রুপি
শ্রেয়াস প্রভুদেশাই- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু- ৩০ লাখ রুপি
রামানদীপ সিং- অবিক্রিত
বি সাই সুদর্শন- অবিক্রিত
আথার্বে তাইবে- অবিক্রিত
প্রশান্ত চোপড়া- অবিক্রিত
ধ্রুব জুরেল- অবিক্রিত
আরিয়ান জুয়েল- অবিক্রিত
বৈভাব আরোরা- পাঞ্জাব কিংস- ২ কোটি রুপি
মুকেশ চৌধুরী- চেন্নাই সুপার কিংস- ২০ লাখ রুপি
রাসিক দার- কলকাতা নাইট রাইডার্স- ২০ লাখ রুপি
বেন ডরসিস- অবিক্রিত
পঙ্কজ জেসওয়াল- অবিক্রিত
মহসিন খান- লখনউ সুপার জয়ান্ট- ২০ লাখ রুপি
চিমা মিলিন্দ- রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর- ২৫ লাখ রুপি
মায়াঙ্ক যাদব- অবিক্রিত
তেজাস বারোকা- অবিক্রিত
যুবরাজ চোদাসামা- অবিক্রিত
প্রশান্ত সোলাঙ্কি- চেন্নাই সুপার কিংস- ১ কোটি ২০ লাখ রুপি
মিদুন সুদেস- অবিক্রিত

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২১

(শেষের পাতার পর)

আজ বেশ রোদ্দুর, তাও অনেক অনেক ঠান্ডা। খুব ইচ্ছে করছিল লেপের আদুরে গা মুড়িয়ে, এক মগ চা নিয়ে প্রিয় পশ্চিমের জানালার পাশে বসে আবৃত্তি বা গান শুনি।

বেলা প্রায় এগারোটার দিকে এক বাংলাদেশী ভাই কল দিলেন, তার স্ত্রীর জন্য ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট নিবেন। জানি না কেন বাংলাদেশীরা কল করলে যখন অন্যরা কথা বলে তখন ভীষণ ভদ্র আচরণ করে কিন্তু যখনই আমি কথা বলি আর বাংলায় বলি তখন জঘন্য ব্যবহার করে। অথচ আমার ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী স্প্যানিশ, আরাবিয়ান কলিগদের সাথে তাদের স্বদেশীরা কত ভালো ব্যবহার করে!

তো এই ভদ্রলোক ভীষণ ভদ্র, সব সময়ই উনিই কল করেন উনার স্ত্রীর জন্য। প্রটোকল অনুযায়ী জিজ্ঞেস করলাম, রোগীর কোন কভিড সিম্পটোম আছে কি না। উনি আঁতকে উঠে বললেন, না না, সি ইজ ফাইন, শি উইল বি ফাইন, আই এ্যাম হিয়ার।

'আই এ্যাম হিয়ার' অর্থাৎ 'আমি আছি'। শুধু একটা মাত্র লাইন, আমার পুরো পৃথিবীটাকে আনন্দময় করে দিল। ভদ্রমহিলা সত্যিই ভাগ্যবতী। কেউ একজন আছে আপনার, সে আপনার পাশে আছে, অনুভব করাচ্ছে আপনি একা নন। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় এমন একটা অনুভুতি। কেউ কি অসুস্থ থাকতে পারে? না, কখনো না।

ভদ্রলোকের গলায় এত জোর ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম, ধন্যবাদ। উনিও হেসে দিয়ে বললেন ওয়েলকাম।

আমরা সবাই চাই, কেউ একজন, 'আমার' থাকুক, বলুক, 'আমি আছি'। কেউ আছে আমার এটা একটা অসাধারণ অনুভূতি, অন্য রকম সুখ। এর সাথে অন্য কিছুর তুলনাই হয় না।

কেউ একজন পাশে থাকলে জীবনের হাজার কষ্ট, দুঃখ, ব্যাথা, না পাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করা যায়। শুধু তাঁর জন্য তখন সাধারণ একটা ঘর, জানালা হয়ে উঠে অসাধারণ। পৃথিবীটাকে মনে হয় আরও সুন্দর, আনন্দমুখর, গোধূলির রঙের উজ্জ্বলতা যায় বেড়ে, তখন অপ্রিয় শহরে আকাশটাও অনেক অনেক প্রিয় হয়ে উঠে।

যদিও 'আমি আছি' বলাটা যত সহজ
সারাজীবন পাশে থাকা সহজ নয়!!!

অথচ আমরা খুব অল্পদিন বাঁচি, আজ আছি কাল নেই। ভালবাসার মানুষটাকে কতটা ভালবাসি সেটা বলার জন্য আমাদের হাতে সময় আসলে অনেক অনেক কম। ভালবাসাকে কখনো ফিরিয়ে দিতে নেই, কে জানে আজ যাকে অভিমানে অবহেলায় কিংবা অকারণে ভুল বুঝে ছেড়ে গেলে বা ফিরিয়ে দিলে আগামীকাল হয়ত তার জন্য বুকের কোনে হাহাকার জন্মাবে কিন্তু সে হয়তো তখন আর নেই আপনার পৃথিবীতে।

বাংলাদেশী কারেকশন সোসাইটির বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক

(শেষের পাতার পর)

অ্যাডামস এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির কারেকশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনার লুইস মলিনা ও ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন সহ বিভাগীয়, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী কারেকশন সোসাইটির সভাপতি কাজী হাসান। অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ক্লোজআপ ওয়ান তারকা শশী ছাড়াও ত্রিনিয়া হাসান প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাহরিম নাদিয়া।

অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক অ্যাডমস তার বক্তব্যে বলেন, নিউইয়র্ক সিটি আমাদের সিটি। এই সিটি পৃথিবীর সেরা সিটি। নিউইয়র্ক সিটিকে আরো সুন্দর ও শান্তিময় করতে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশী কারেকশন অফিসারদের কর্মকান্ডেরও প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর এরিক অ্যাডমস এনিয়ে পর পর বাংলাদেশী কমিউনিটির দুটি অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন।

মোদাচ্ছের হত্যার প্রতিবাদে ওজন পার্কে বিশাল সভা : দাফন সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

আইন সংস্কার এবং অতিরিক্ত পুলিশী টহল বৃদ্ধির দাবী উঠেছে। শুক্রবার (১১ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুম্মা স্থানীয় ফরবেল ষ্ট্রীটস্থ আল আমান মসজিদ ভবনের সামনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে খন্দকার মোদাচ্ছেরের নামাজে জানাজা শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) বাদম জোদহর আল আমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার মরদেহ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালস্থ মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হবে। অপরদিকে খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার সাথে জড়িতদের সন্ধানে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ (এনওয়াইসি পুলিশ) হ্যান্ডবিল প্রকাশ করে খুনিদের ধরতে সর্বোচ্চ ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে চলছে নানা তদন্ত। রাস্তার সিসি ক্যামেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ বলছে, মোদাচ্ছের হত্যার ঘটনার সাথে এক ব্যক্তি জড়িত। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

প্রতিবাদ সভা: খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার ওজন পার্কে আয়োজিত স্মরণকালের বিশাল সভায় নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটির নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ, ঘটনা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদ সমাবেশে সর্বস্তরের হাজারো বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। তারা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'মোদাচ্ছের মোদাচ্ছের ইন আওয়ার হার্ট' প্রভৃতি স্লোগানে ওজন পার্ক মুখর করে তোলেন।

প্রতিবাদ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আল আমান মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ আলী। এরপর সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কবীর চৌধুরী। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রুকলীন বরোর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ডিয়ানা রিচার্ডসন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, এনওয়াইপিডি'র ৭৫ প্রিসেঙ্কটের ডেপুটি ইন্সপেক্টর রোহান গ্রিফথ, সিটি কাউন্সিলওম্যান স্যান্ডি নার্স, জোআন এরোলা ও শাহানা হানিফ, সাবেক সিটি কাউন্স্যিান এরিক ডিলান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট অজিজ ভূইয়া, হেলাল শেখ, আনোয়ার খান, খোকন, বিএ-সিডিওয়াই-এর সভাপতি মিসবা আবদীন, সিওপিসিডি'র এক্সিকিউটিভ ডিরক্টের মোহাম্মদ খান প্রমুখ। নিহত খন্দকার মোদাচ্ছের ছোট ভাই অনিক খন্দকারও বক্তব্য রাখেন।

সভায় কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কপিল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবু নাসের, বদরুল হক, মিসবাহ আহমেদ, ড. জাহাঙ্গীর কবীর, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, বিএসিডিওয়াই, সিটি লাইন ওজন পার্ক বিজনেস এসোসিয়েশন (সিওবিএ) প্রভৃতি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী নিজ নিজ ব্যানার এবং 'সেভ আওয়ার সিটি', 'স্টপ হেট ক্রাইম', 'অল লাইভস ম্যাটার' শীর্ষক প্লেকার্ড নিয়ে যোগ দেন।

প্রতিবাদ সভায় খন্দকার মোদাচ্ছের সন্তান: দূর্বৃত্তের গুলিতে খুন হওয়া বাংলাদেশী যুবক খন্দকার মোদাচ্ছেরের একমাত্র পুত্র লাবিব খন্দকারকে শুক্রবারের প্রতিবাদ সভায় হাজির করা হয়। সভায় ৪ বছরের ফুটফুটে শিশুপুত্রকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় উপস্থিত হাজারো জনতা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ চোখের পানি ফেলেন।

জানাজা ও দাফন সম্পন্ন: নিহত খন্দকার মোদাচ্ছেরের নামাজে জানাজা শনিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) বাদ জোহর ওজনপার্কের আল আমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালস্থ মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয় বলে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কবীর চৌধুরী ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। জানাজায় ইমামতি করেন আল আমান মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ আলী। জানাজায় নিহত মোদাচ্ছেরের পিতা, ভাই ও একমাত্র পুত্র সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। জানাজা নামাজের আগে মোদাচ্ছেরের পিতা ও ভাই ছাড়াও কমিউনিটির পক্ষ থেকে আবু নাসের ও কবীর চৌধুরী উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

খুনিদের ধরতে সর্বোচ্চ ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা: খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার সাথে জড়িতদের সন্ধানে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ (এনওয়াইসি পুলিশ)-এর ক্রাইম স্টপার বিভাগ হ্যান্ডবিল প্রকাশ করে খুনিদের ধরতে সর্বোচ্চ ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। স্থানীয় ৭৫ পুলিশ প্রিসেঙ্কট (থানা)-এর প্যাডে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলায় হাতে লেখা প্রচারিত 'একটি হত্যা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সর্বোচ্চ ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার' শীর্ষক হ্যান্ডবিলে বলা হয়েছে: 'বুধবার ফেব্রুয়ারী ০৯, ২০২২, আনুমানিক ভোর ১২:৪০ ব্রুকলীনের ৭৫ থানার অধীনে ২০০ ফরবেল রাস্তার সামনে একজন অজানা অপরাধীর গুলিতে একজন পুরুষ এর মৃত্যু ঘটে। কল করুন: ১-৮০০-৫৭৭-৮৪৭৭ (টিআইপিএস)

উপরের অপরাধ এর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে এবং অভিযুক্ত করার পরে ক্রাইম স্টপার ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার প্রদান করবে।

এই অপরাধের বিষয়ে তথ্য থাকলে ক্রাইম স্টপার এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ক্রাইম স্টপার এ সকল কলকারীর পরিচয় গোপন রাখতে পারবেন।'

উল্লেখ্য, ওজনপার্কের গ্লেনমোর এভিনিউয়ের কাছে ফরবেল স্ট্রিটে গত মঙ্গলবার (৮ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১২টা ৪০ মিনিটে খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যাকান্ডের শিকার হন। এই ঘটনায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে উদ্বেগ-আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা অবিলম্বে মোদাচ্ছেন হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবী এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিতে প্রশাসনের কঠোর উদ্যোগ দাবী করছেন।

নিহত খন্দকার মোদাচ্ছের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ। তিনি ওজন পার্কের ২০০ ফরবেল স্ট্রীটের বাসায় মা, স্ত্রী ও ৪ বছরের সন্তান নিয়ে বিগত প্রায় দু'বছর ধরে বাস করছিলেন। খন্দকার মোদাচ্ছের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে ওজন পার্কের গ্লেনমোড় ও ফরবেল স্ট্রিটের কর্ণারে গুলীবিদ্ধ হন। অজ্ঞাত বন্দুকধারী পরপর দু'টি গুলী করে দ্রুত চলে যায়। গুলীর শব্দ পেয়ে কে বা কারা ৯১১-এর কল করার পর খবর পেয়ে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে তাকে (খন্দকার মোদাচ্ছের) অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একটি সূত্র জানায়, দূর্বৃত্তরা গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে তিনি বাঁধা দিলে তারা (দূর্বৃত্তরা) তাকে গুলি করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

জেবিবিএ'র নতুন কমিটির শপথ অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক

(শেষের পাতার পর)

আনন্দে উৎফুল্ল জেবিবিএ'র কর্মকর্তারা সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, আমি আপনাদের, আপনারাও আমার। আপনারা আমাকে মনে রাখবেন, আমিও আপনাদের মনে রাখবো। আপনারা আমার জন্য কাজ করবেন, পাশে থাকবেন, আমিও আপনাদের জন্য কাজ করবো, পাশেও থাকবো।

জেবিবিএ-জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক। বিভক্ত এই সংগঠনের একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্যবসায়ীদের ভোটে নির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও তারেক হাসান খান। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'গিয়াস-তারেক' প্যানেল বিজয়ী হয়। এই প্যানেলের অভিষেক অনুষ্ঠান অয়োজন করা হয় ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায়। সর্বস্তরের তিন শতাধিক অতিথির উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান শুরু হয় রাত সোয়া নয়টার দিকে। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তেলাওয়াত করেন মওলানা আবুল কালাম। এরপর অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজক ও বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বিদায়ী সভাপতি ও আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ, সদস্য সচিব আসিফ বারী টুটুল ও বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এস এম আবুল হাসান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান জেবিবিএ'র ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ এ বারো ভূইয়া। এসময় কমিশনের সদস্য বেলায়েত হোসেন ও জাফর মিতা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ডা. মাসুদুর রহমান, নিউইয়র্ক থেকে ইউএস কংগ্রেস সদস্য পদপ্রার্থী ডা. হক প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, সাবেক কাউন্সিলম্যান হাইরাম মানসেরাত সহ মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান শপথ নেয়ার পর তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধভাবে জেবিবিএ-কে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার পুন:ব্যক্ত করেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। তারা মেয়র এরিক অ্যাডমস-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমাদের আহ্বানে মেয়র অ্যাডমস এসেছেন আমরা স্বার্থক, সফল।

সবশেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও রানু নেওয়াজ সহ অনিক রাজ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও শামসুন্নাহার নিম্মি।

উল্লেখ্য, মেয়র এরিক অ্যাযডামস তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর পরই মেয়রের পিছনে মঞ্চে অবস্থানকারী এক বাংলাদেশী সংক্ষেপে ওজনপার্কে বাংলাদেশী খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার ঘটনা তুলে ধরেন এবং কেন এটি ঘটলো এমন প্রশ্ন করে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষন করলে মেয়র অ্যাডম মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলেন, শুধু বাংলাদেশীই নন, এই শহরে কালো, স্প্যানিশ সহ অন্যান্য কমিউনিটির লোক মারা যাচ্ছে। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সিটির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে কাজ করছি। আর আমাকে কেউ ডাকলে পাবেন, না ডাকলে কি করে পাবেন। আমি আপনাদের পাশে আছি, আপনারাও আমার পাশে থাকুন। এসময় মেয়র-কে ক্ষুদ্ধ দেখাচ্ছিলো।

মেয়র এরিক তার বক্তব্য শেষ করার আগে এক পর্যায়ে মেয়র বলেন, নিজের ঘরে অতিথিদের এমনভাবে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। এমন অনুষ্ঠানে এমন প্রশ্ন করা শোভন দেখায় না। এতে সম্মানও বাড়ে না। তিনি বলেন, 'ডোন্ট ডু অন ষ্টেজ, ডোন্ট ডু দ্যাট'। মেয়র তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জেবিবিএ'র অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার বিষয়ে জানতে চেয়ে একজনের প্রশ্ন করায় অনুষ্ঠানস্থলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এজন্য উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

Tax & Immigration Services

Tax

Immigration

Real Estate

Mortgage

Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · BRITISH AIRWAYS · Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS · DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০, ৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Board certified in Internal Medicine

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

রজব মাসের তাৎপর্য ও করণীয়

(শেষের পাতার পর)

সম্মানিত; রজবুল মুরাজ্জাব অর্থ হলো প্রাচুর্যময় সম্মানিত মাস। হারাম তথা সম্মানিত ও যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসগুলোর অন্যতম হলো রজব। হারাম মাস চারটি হলো জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আসমানজমিন সৃষ্টি করার দিন থেকেই বছর হয় বারো মাসে। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত; তিনটি একাধারে জিলকদ, জিলহজ ও মহররম এবং চতুর্থটি হলো 'রজব মুদার', যা জুমাদাল উখরা ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী। (মুসলিম)। 'মুদার' অর্থ উভয়বিদ বা বহুবিদ কল্যাণের সম্মিলন। রজব ও শাবান হলো জোড়া মাস। রজব ও শাবান মাসদ্বয়কে একত্রে রজবান বা রজবাইন অর্থাৎ রজবদ্বয় বলা হয়। রমজানের পূর্বে এই দুই মাস ইবাদত ও আমলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং সবিশেষ তাৎপর্যময়।

রজব ও শাবান মাসব্যাপী প্রিয় নবীজি (সা.) এ দোয়াটি বেশি বেশি পড়তেন: 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান, ওয়া বাবাল্লিগ না রমাদান।' অর্থ: 'হে আল্লাহ! রজব মাস ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন; রমজান মাস আমাদের নসিব করুন।' (সুনানে বায়হাকি ও মুসনাদে আহমাদ)। হজরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাস ছাড়া সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন শাবান ও রজব মাসে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'যখন রজব মাস আসত, তা আমরা নবী করিম (সা.)-এর আমলের আধিক্য দেখে বুঝতে পারতাম।'

রজব মাসের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি আমল হলো, অধিক পরিমাণে কোরআন তিলাওয়াত করা। কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া। যাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য আরও সহিহ্-শুদ্ধ করা এবং অর্থসহ শেখা। নামাজের প্রয়োজনীয় সুরা-কিরাত, দোয়া-দরুদ ও মাসআলা-মাসায়িল ভালোভাবে শেখা; যেহেতু রমজানে নামাজ বেশি বেশি পড়া হবে। নেক আমল বা ভালো কাজের অভ্যাস ও চর্চা বৃদ্ধি করা। দ্বীনি ইলম তথা ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া।

রজব ও শাবান মাস হলো রমজান মাসের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি শারীরিক-মানসিক-আর্থিক অর্থাৎ সার্বিক বা সামগ্রিক। রমজান মাসে যেহেতু ইবাদতের সময়সূচি পরিবর্তন হবে, তাই সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে এবং রমজান মাসের শেষ দশকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমল ইতিকাফ রয়েছে। তাই আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

রমজান মাসে যেন ইবাদতের পরিবেশ রক্ষা হয়, সে বিষয় প্রস্তুতি নিতে হবে। দানখয়রাত বাড়াতে হবে। রমজানে গরিব মানুষ যেন ভালোভাবে সাহ্ রি ও ইফতার করতে পারে, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে। এসব বিষয়ে পরিকল্পনা রজব-শাবান মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা প্রতি মাসের মতো এ মাসেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা নবীজি (সা.) কখনো তরক করেননি। অনুরূপ তাহাজ্জুদ নামাজও নবীজি (সা.) কখনো ছাড়েননি। রমজানের প্রস্তুতি মানে ইবাদতের প্রস্তুতি; তাই এই মাস থেকেই ইবাদতের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ফরজ ইবাদতের প্রতি অবহেলা বা উদাসীনতা ও শিথিলতা পরিহার করে সচেতনভাবে সযত্ন আমল করতে হবে।

আরবি মাসের তথা চান্দ্র তারিখের হিসাব রাখতে হবে এবং ২৯ ও ৩০ তারিখ শাবান মাসের নতুন চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে হবে। নতুন চাঁদের উদয় নিশ্চিত হলে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ইমান ও নেক আমলের সামর্থ্যের দোয়া করতে হবে। নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যদের আমলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশু ও সন্তানদের কালিমা, নামাজ ও কোরআন শিক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে এবং সবার ইমান ও আমলের হেফাজতের জন্য দোয়া করতে হবে।

লেখক: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

হাড় ভালো রাখবে যেসব

(শেষের পাতার পর)

সঠিক কার্যকারিতার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার সম্পর্কে জেনে নিন, যা আপনার প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই রাখা উচিত-

দুধ

যখন আমরা ক্যালসিয়াম সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমাদের মনে প্রথম যে নামটি আসে সেটি হলো দুধ। সহজে হজমযোগ্য এবং শোষণযোগ্য দুধ সেরা উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবারগুলোর মধ্যে একটি। শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত হাড় তৈরির একটি আশ্চর্যজনক বাহন এটি। এক কাপ দুধে প্রস্তাবিত ১০০০ মিলিগ্রামের ২৮০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম রয়েছে।

কমলা

কমলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই জাদুকরী ফল ভিটামিন ডিসহ উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবারের তালিকায়ও রয়েছে, যা শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মাঝারি আকারের কমলায় ৬০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে।

সার্ডিন

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের তালিকাভুক্ত সার্ডিন একটি সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ। আপনি যদি একজন আমিষভোজী হন তবে এটি আপনার প্রয়োজন। এই ছোট নোনতা মাছ পাস্তা এবং সালাদে বাড়তি স্বাদ যোগ করতে পারে।

সয়া মিল্ক

এটি একটি মিথ যে শুধুমাত্র দুগ্ধজাত দ্রব্যে ক্যালসিয়াম থাকে। অ-দুগ্ধজাত পণ্য যেমন ফোর্টিফাইড সয়া দুধ আশ্চর্যজনক উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার হতে পারে এবং ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি উভয়ই সরবরাহ করে।

বাদাম

বাদাম উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। উচ্চ প্রোটিন সরবরাহের পাশাপাশি বাদাম হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়াও বাদাম আপনার স্মৃতিশক্তি উন্নত করার জন্য একটি দুর্দান্ত উৎস। প্রতিদিন সকালে এই প্রোটিন সমৃদ্ধ বাদাম খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে।

ডুমুর

ফাইবার এবং পটাসিয়ামে ভরপুর এই মিষ্টি ডেজার্টের মতো ফলটি উপভোগ করুন। শুকনো ডুমুরের প্রতি ১ কাপে ২৪২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এই আঠালো ফল হাড়কে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এই ফল হৃদস্পন্দন স্থির রাখতে এবং পেশীর কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের তালিকায় এটি শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

দই

দই একটি দুগ্ধজাত পণ্য যাতে আমাদের অন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া থাকে। এক বাটি দইয়ে ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। পাশাপাশি এটি প্রোটিনেরও ভালো উৎস। এটি দুধের বিকল্প হিসেবেও খাওয়া যায়।

চিজ

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের তালিকায় আরেকটি সংযোজন হলো পনির। এটি প্রোটিনের পাশাপাশি ক্যালসিয়ামের একটি বড় উৎস। বিভিন্ন ধরণের স্ন্যাকসে এটি ব্যবহার করা যায়। সুস্বাদু পনির আপনার হাড় ভালো রাখতে কাজ করে।

সবুজ শাক-সবজি

উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ সবুজ শাক-সবজিতে ক্যালসিয়ামও থাকে পর্যাপ্ত। পালং শাক, সেলারি এবং ব্রকোলির মতো বেশ কয়েকটি শাক-সবজিতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যাবে। সবুজ শাক-সবজিতে পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামও রয়েছে।

দশ বছর হলো ফরীদি

(শেষের পাতার পর)

বছরে তাঁকে দর্শকরা তো স্মরণ করেছেই, পদে পদে অনুভব করেছেন প্রয়াত অভিনেতার সহশিল্পীরা। অভিনয় করতে গিয়ে আটকে গেলে বা দ্বিধায় পড়লে এখনো বাংলাদেশের অভিনয়শিল্পীরা হুমায়ুন ফরীদির অভিনয় থেকে প্রেরণা নেন।

এই অভিনেতার শুরুটা মঞ্চে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়েছেন। সেখানেই নাট্যকার সেলিম আল দীনের সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ঢাকা থিয়েটারে। 'কিত্তনখোলা', 'মুনতাসির ফ্যান্টাসি', 'কেরামত মঙ্গল'-এ অভিনয় করে ঢাকার মঞ্চে রীতিমতো বিপব ঘটান। পরে চলচ্চিত্র ও টিভিতে সুযোগ পেয়ে অনন্য অভিনয়শৈলী দিয়ে মন কাড়েন কোটি দর্শকের। 'সংশপ্তক', 'পাথর সময়', 'নিখোঁজ সংবাদ', 'ভাঙনের শব্দ শুনি', 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের কথা বলা যেতেই পারে। 'হুলিয়া', 'দহন'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করলেও ফরীদি আমজনতার প্রিয় পাত্র হন শতাধিক মূলধারার ছবিতে খল চরিত্রে অভিনয় করে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

যেভাবে এল বিশ্ব ভালবাসা দিবস

(শেষের পাতার পর)

বিশ্বে এই দিনটিকে খুবই ঘটা করে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় । এই দিনে পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রগুলো ভালবাসার মানুষদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে । ভালবাসা দিবসের এই দিনে প্রিয়জনকে সবাই ফুল ও বিভিন্ন সামগ্রী উপহার দিয়ে থাকে । বিশ্ব ভালবাসা দিবসে এখন থেকে কয়েক বছর আগ পর্যন্তও বিশ্ব ব্যাপী ঘটা করে পালন করা হতো না ।

এই দিবসটি যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । তবে বর্তমানে এই দিবসটি বিশ্ব ব্যাপী দেশে দেশে আনন্দ উন্মাদনার সাথে পালন করা হয় । আমরা অনেকেই এই দিবসটি পালন করে থাকি তবে হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা এই দিবসটি কিভাবে বা কোথা থেকে আসলো । জানা না থাকলে আসুন আমরা এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করি ।

ইতিহাস বলে: প্রাচীন রোমে ১৪ ফেব্রুয়ারী ছিল রোমান দেব-দেবীর রানী জুনোর সম্মানে ছুটির দিন । জুনোকে নারী ও প্রেমের দেবী বলে লোকে বিশ্বাস করত । কারো করোমতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস হওয়ার কারণ ছিল এটিই । আবার কেউ বলেন, রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস ২০০ খ্রিস্টাব্দে দেশে বিয়ে প্রথা নিষিদ্ধ করেন । তিনি ঘোষণা দেন, আজ থেকে কোনও যুবক বিয়ে করতে পারবে না । যুবকদের জন্য শুধুই যুদ্ধ । তার মতে, যুবকরা যদি বিয়ে করে তবে যুদ্ধ করবে কারা?সম্রাট ক্লডিয়াসের এ অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এক যুবক । যার নাম ভ্যালেন্টাইন । অসীম সাহসী এযুবকের প্রতিবাদে খেপে উঠেছিলেন সম্রাট ।রাজদ্রোহের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাকে ।১৪ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা মাথা কেটে ফেলা হয় তার ।ভালোবাসার জন্য ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে তখন থেকেই এ দিনটিকে পালন করা হয় ভ্যালেন্টাইন দিবস হিসেবে ।

তবে এটিও সর্বজন স্বীকৃত নয় ।এখানেও দ্বিমত আছে । কারও কারও মতে, প্রাচীন রোমে ভ্যালেন্টাইন নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন । তিনি রোগীদের প্রতি ছিলেন ভীষণ সদয় । অসুস্থ মানুষের ওষুধ খেতে কষ্ট হয় বলে তিনি তেঁতো ওষুধ ওয়াইন, দুধ বা মধুতে মিশিয়ে খেতে দিতেন । সেই ডাক্তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ।প্রাচীন রোমে খ্রিস্টধর্ম তখন মোটেও জনপ্রিয় ছিল না । এই ধর্মে বিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়া হতো । একদিন রোমের এক কারা প্রধান তার অন্ধ মেয়েকে ভ্যালেন্টাইনের কাছে নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য । ভ্যালেন্টাইন কথা দিয়েছিলেন তিনি তার সাধ্যমতো চিকিৎসা করবেন । মেয়েটির চিকিৎসা চলছিল এমন সময় হঠাৎ একদিন রোমান সৈন্যরা এসে ভ্যালেন্টাইনকে বেঁধে নিয়ে যায় । ভ্যালেন্টাইন বুঝতেপেরেছিলেন, খ্রিস্টান হওয়ার অপরাধে তাকে মেরে ফেলা হবে । ২৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বা কারও মতে ২৭০খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রোম সম্রাট ক্লডিয়াসের আদেশে ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় ।তার আগে ভ্যালেন্টাইন অন্ধ মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে একটি চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিলেন । তাকে হত্যার পর কারা প্রধান চিরকুটটি দিয়েছিলেন মেয়েটিকে । তাতে লেখা ছিল, 'ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন' ('From your Valentine') । মেয়েটি চিরকুটের ভেতরে বসন্তের হলুদ ক্রোকস ফুলের আশ্চর্য সুন্দর রং দেখতে পেয়েছিল কারণ, ইতোমধ্যে ভ্যালেন্টাইনের চিকিৎসায় মেয়েটির অন্ধ দু'চোখে দৃষ্টি ফিরে এসেছিল । ভালবাসার এসব কীর্তির জন্য ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ জেলাসিয়ুস ফেব্রুয়ারীর ১৪ তারিখকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেন । সেই থেকে এই দিনটিকে মানুষেরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে পালন করে আসছে ।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র উৎপত্তির বিষয়ে আরেকটি সম্পূর্ণভিন্নমত রয়েছে । এই মতের লোকেরা বলেন,ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে প্রিয়জনকে ভালোবাসার বার্তা পাঠানোর আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই । প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল, ১৪ ফেব্রুয়ারী হলো পাখিদের বিয়ের দিন । পাখিরা বছরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডিম পাড়তে বসে । আবার কেউ বলেন,মধ্যযুগের শেষদিকে মানুষ বিশ্বাস করত এদিন থেকে পাখিদের মিলন ঋতু শুরু হয় । পাখিরা সঙ্গী খুঁজেবেড়ায় । পাখিদের দেখাদেখি মানুষও তাই সঙ্গী নির্বাচন করে এ দিনে ।

৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র উদ্ভব হলেও এটি বিশ্বব্যাপী প্রথম দিকে তেমনিভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি । পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে জন্ম দিনের উৎসব,ধর্মোৎসব সবক্ষেত্রেই ভোগের বিষয়টি মুখ্য । তাই গির্জা অভ্যন্তরেও মদ্যপানে তারা বিরত থাকে না । খ্রীস্টীয় চেতনা ভ্যালেন্টাইন দিবসের কারণে বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগে ১৭৭৬ সালে ফ্রান্স সরকার ভ্যালেন্টাইন্স উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন পিউরিটানরাও একসময় প্রশাসনিক ভাবে এ দিবস উৎযাপন করা নিষিদ্ধ করেছিল । এছাড়া অস্ট্রিয়া,হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে বিভিন্ন সময়ে এ দিবসটি জনগণ ও সরকারিভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ।

বর্তমান সময়ে এসে ভ্যালেন্টাইন্স দিবসের কদর প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে পাশ্চাত্যে এ উৎসব মহাসমারোহে উদযাপন করা হয় । যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষেরা এই দিবস উপলক্ষে এই দিনে প্রায় কয়েক কোটি ডলার ব্যয় করে । ভালবাসা দিবসের জন্য মানুষেরা কার্ড, ফুল, চকোলেট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী ক্রয় করে । যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনে প্রায় আনুমানিক ৩ কোটি শুভেচ্ছা কার্ড আদান-প্রদান করা হয় । সূত্র: ইন্টারনেট

অমর একুশ

(প্রথম পাতার পর)

ভাষাটির প্রতি দুর্বলতা সহজাত । এ ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে শিশু । ফলে মায়ের ভাষার অমর্যাদা কেউ মানতে পারে না । যেমন পারেনি বাঙালী বীর সন্তানেরা । রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল তাঁরা । ইতিহাসে নাম লিখিয়েছিল বরকত, শফিক, রফিক, সালাম, জব্বারেরা । তাঁদের রক্তের বিনিময়ে নতুন প্রাণ পায় বাংলা ভাষা । তবে এখানেই শেষ নয় । নতুন করে আন্দোলন শুরু হয় সার্বিক মুক্তির জন্য । অধিকারের দাবিতে স্বোচ্চার হয়ে ওঠা বাংলা পাকিস্তানীদের কপালে চিন্তার বলি রেখা টেনে দেয় ।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারীর আজ ১৪তম দিন । আর মাত্র সাত দিন পরেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারী । যেদিন বাঙালী বীর সন্তানরা ভাষার দাবিতে রাজপথে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করে আদায় করে ছিল মাতৃভাষার দাবি । ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে । তবে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার দাবিটি প্রথম উপস্থাপন করেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত বাঙালী গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত । পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য একটি বিল আনেন । মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ বাঙালী পার্লামেন্ট সদস্যদের একাংশ এর পক্ষে সমর্থন দিলেও মুসলিম লীগের এমপিরা এর বিরোধীতা করে । ফলে বাতিল হয়ে যায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি । তার পরেও দমে যাননি ধীরেন্দ্রনাথ । তিন তিন বার বিভিন্ন সংশোধনীসহ বিলটি পুনরায় উত্থাপন করেন । কিন্তু প্রতিবারই একই ভাগ্য বরণ করে এই প্রস্তাবটি । মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধীতার মুখে বাতিল হয়ে যায় তার প্রস্তাবটি ।

এর পর ৪ থেকে ৭ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির শীর্ষমুখদের সমন্বয়ে গঠিত হয় স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি' । এ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করে । স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে ১১ মার্চ ১৯৪৮ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয় । এভাবেই শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বটি । যার ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার পক্ষে সমর্থন আসতে থাকে সাধারণ মানুষের ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক । ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে । যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট) ।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স – একাউন্টিং – নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

স্থায়ীভাবে দেশে ফিরলেন

(৪৬ পাতার পর)

কাজ এগিয়ে চলছে।

শিব্বীর আহমেদ প্রায় তিনযুগেরও বেশি সময় থেকে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সাথে জড়িত আছেন। বাংলাদেশ থেকে তিনি ব্যবস্থাপনায় মাষ্টার্স এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মাষ্টার অব সফটওয়ার সিসটেম ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিব্বীর আহমেদ কুমিল্লা সংসদীয় আসন ২৫৭ লাকসাম-মনোহরগঞ্জের এর প্রাক্তন আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আলহাজ জালাল আহমেদ'র এর সন্তান। ছোটবেলা থেকে পারিবারিকভাবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি শিব্বীর আহমেদ স্কুল জীবন থেকেই আওয়ামী ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত হন। আশির দশকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে রাজপথে সক্রিয় ছিলেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করে বর্তমানে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের জেষ্ঠ্য সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।

যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১৩/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ-কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

হেল্প ওয়ান্টেড

নিউজার্সীর পেটারর্সন শহরের ৩৯৮ ইউনিয়ন এভিনিউতে একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য দক্ষ, চটপটে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৭৩-৩৮৯-৯০৫৫ অথবা ৮৬২-৬৮৬-১৩৩৭
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জা-৩১/ফে-২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

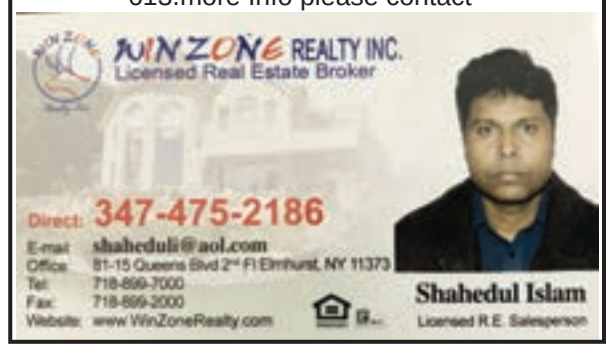

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

চিত্রে জেবিবিএ'র (গিয়াস-তারেক) নতুন কমিটির অভিষেক-২০২২

ছবি: নিহার সিদ্দিকী

৯০ দশক থেকে ‘ওজন পার্ক’এ ৮ বাংলাদেশী খুন

(শেষের পাতার পর)

প্রথম বাংলাদেশি খুন হয়েছিলেন ৯০-এর দশকে এবং সর্বশেষ খুনের ঘটনাটি ঘটে বুধবার ৯ জানুয়ারী। এসব ঘটনায় নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত কুইন্স ও ব্রুকলিনের সীমান্তবর্তী ওজন পার্ক এলাকায় রাত ১২টার দিকে গ্লেনমোর এভিনিউয়ের কাছে ফরবেল স্ট্রিটে বন্দুকধারীর গুলিতে এক প্রবাসী বাংলাদেশি মোদাসসার খন্দকার (৩৬) দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বন্দুকধারীর গুলিতে আহত মোদাসসারকে দ্রুত স্থানীয় জ্যামাইকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণ পরেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় একজন প্রতিবেশী বলেছেন নিউইয়র্কে এ ধরনের হিংসাত্মক অপরাধ নিয়মিতভাবে ঘটছে।

মোদাসসার জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে বাড়ির কাছে পার্কিলটে হোন্ডা সিভিআর গাড়িটি পার্ক সময় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা তার গাড়ির চাবি চেয়ে বসেন। তিনি চাবি দিতে অস্বীকার করলে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে তার মাথায় গুলি করে। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত খন্দকার মোদাসসারের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ বলে জানা গেছে। তিনি ওজন পার্কের ২০০ ফরবেল স্ট্রিটের বাসায় মা, স্ত্রী ও ৪ বছরের সন্তান নিয়ে বাস করতেন।

২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট ওজন পার্ক এলাকায় গেনমোর এভেন্যুর আল ফোরকান জামে মসজিদে জোহরের নামাজ শেষে ইমাম আলাউদ্দিন আকঞ্জি ও মুয়াজ্জিন তারা মিয়া বাড়ি ফেরার সময় অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই নিহত হন স্থানীয় মসজিদের ইমাম আলাউদ্দিন আকঞ্জি। গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মুয়াজ্জিন তারা মিয়া। ২০১৪ সালে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্রের আঘাতের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের তৎকালিন সহ-সভাপতি নজমুল ইসলামকে। ইতিপূর্বে একই এলাকায় খুন হন দৈনিক ইনকিলাবের তৎকালীন ফটো সাংবাদিক মিজানুর রহমান মিজান। মিজানের সম্মানে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন ফরবেল স্টেট এর একাংশের নাম করন করে “মিজানুর রহমান ওয়ে”। এছাড়াও ওজন পার্ক এলাকায় আরও দুই বাংলাদেশি দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়ে খুন হন। এরা হলেন শিবলী ও সাদ উদ্দিন। ওজন পার্ক এলাকায় বাংলাদেশিরা আশীর দশক থেকে বসতি শুরু করেন। ওই সময় ওজন পার্কে সিলেট অঞ্চলের বিশেষ করে বিয়ানীবাজার উপজেলার লোকজন বেশি ছিলেন। নব্বইয়ের দশক থেকে সব অঞ্চলের বাংলাদশীরা ওজন পার্কে ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস শুরু করেন।

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

স্থায়ীভাবে দেশে ফিরলেন লেখক-সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরলেন মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের জেষ্ঠ্য সহ সভাপতি বরেণ্য সাংবাদিক-লেখক, রাজনীতিক শিব্বীর আহমেদ। দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি ত্যাগ করেন এবং বর্তমানে তিনি দেশে অবস্থান করছেন। আইটি বিশেষজ্ঞ হিসাবে শিব্বীর আহমেদ দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেন এবং ২০০৯ থেকে নিয়মিত বই প্রকাশ করে আসছেন। ইতিমধ্যে শিব্বীর আহমেদ'র ২৬টি বই বাংলা একাডেমি আয়োজিত গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ এর বইমেলায় শিব্বীর আহমেদ'র চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'মায়া' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও দুটি শিশুতোষ গল্পের বইয়ের প্রকাশনার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

তিন সাংবাদিক স্মরণে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দোয়া মাহফিল

মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমন্নুত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রখ্যাত সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সহ সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক শামছুল আলম বেলাল ও পীর হাবিবুর রহমান স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আয়োচনা সভা করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। মঙ্গলবার (৮ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা মরহুম সাংবাদিকদের দেশের সাহসী সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ করে জনগণের কল্যাণে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমন্নুত রাখতে দেশ ও প্রবাসে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহেরের সভপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া- মুনাজাত পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক রশিদ আহমদ। খবর ইউএনএ'র।

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আজকাল-এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও বিএফইউজে'র সাবেক ভরপ্রাপ্ত সভাপতি এবং আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মঈনুদ্দীন নাসের, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাবেক সভাপতি ও বর্ণমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক জন্মভুমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রথম আলো নিউইয়র্ক-এর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, বিশিষ্ট কলামিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও আবু নাসের চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও মিনহাজ আহমেদ, বিএমএ নিউইয়র্ক-এর ইয়াং ফিজিশিয়ান সেক্রেটারী ডা. বর্নালী হাসান, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, এনসিএন টিভি'র বার্তা প্রধান আবিদুর রহিম, প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এসএম সোলায়মান, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক মাহবুব রহমান, সৈয়দ সুজাত আলী, ইশতিয়াক আহমেদ রুপু, রওশন হক, শেলী জামান খান, সাপ্তাহিক আজকাল-এর ব্যবস্থাপক আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক তোফাজ্জল লিটন ও আজকাল-এর নজরুল ইসলাম সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মরহুম রিয়াজ আহমেদ ছিলেন যেকোন সাংবাদিকেন জন্য 'আইকন'। ছিলেন আপাদমস্তক সাংবাদিক, আচার-ব্যবহার আর কথাবার্তায় ছিলেন অমায়িক। ছিলেন অনুস্মরণ, অনুকরণীয় মানুষ। ছিলেন লোভ-লালসার উর্ধ্বে। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)-এর শীর্ষ পদে একাধিকবার নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কোনদিন কোন লোভ লালসার কাছে মাথানত করেননি। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদের সিদ্ধান্তেই স্বৈরাচারী এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ১১ দিন সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ ছিলো। কোন হুমকি-ধমকি তাকে টলাতে পারেনি।

সাংবাদিক শামছুল আলম বেলাল সম্পর্কে বক্তারা বলেন, একজন ভালো ও সাহসী সাংবাদিক হিসেবে তার পরিচিতি ছিলো সর্বমহলে। তাকে নিয়ে সাংবাদিকরা গর্ব করতে পারেন।

সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমান সম্পর্কে বক্তারা বলেন, পীর হাবিব হতে চেয়েছিলেন রাজনীতিক, হলেন সাংবাদিক-কলামিস্ট। তিনি ছিলেন সৎ ও সাহসী সাংবাদিক। সত্য প্রকাশে ছিলেন নির্ভিক। ব্যক্তি জীবনে ছিলেন আড্ডাপ্রিয় মানুষ। লেখালেখিতে আওয়ামী লীগ-বিএনপি, জাতীয় পার্টির সমালোচনা করেছেন অকপটে।

বক্তারা বলেন, জন্মের পর মৃত্যু অবধারিত থাকলেও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, শামছুল আলম বেলাল ও পীর হাবিবুর রহমান অসময়েই চলে গেলেন। তাঁদের মৃত্যুতে পেশাগত সাংবাদিকতায় অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বক্তারা তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

সিস্টাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর

Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সেন্টার ফর এনআরবি'র বৈঠক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, প্রবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তায় সরকার বদ্ধপরিকর। যে কোন জেলায় প্রবাসীদের যাতায়াত, বসবাস কিংবা তাদের সম্পত্তির সুরক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টি রাখতে স্ট্যান্ডিং অর্ডার রয়েছে। তারপরও ছুটিতে বা বেড়াতে আসা কোন প্রবাসী কিংবা দেশে থাকা তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির আশঙ্কা করলে ৬৪ জেলায় থাকা প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। ৯৯৯ -এ ফোন দিতে পারেন, প্রয়োজনে থানায় এমনকি ডিসি-এসপির সাথে দেখা করতে পারেন। প্রবাসীদের অভিযোগ, তাদের সহায়-সম্পদ রক্ষায় প্রশাসন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিবে।

সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী, এনআরবি এর চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরী এবং সফররত যুক্তরাজ্যের ক্রয়ডন সিটির মেয়র শেরওয়ান চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী এসব আশ্বাস দেন। সম্প্রতি সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এনআরবির চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মহামারীর মধ্যেও প্রবাসীদের হয়রানী বন্ধ নেই। তারা কষ্ট করে নিজে খেয়ে না খেয়ে দেশে অর্থ পাঠান পরিবার পরিজনের সুখ এবং ভবিষ্যতের নিশ্চয়তায়।

তাদের কষ্টার্জিত অর্থে দেশের বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। অথচ বিমানবন্দর থেকে শুরু করে ঘর অবধি প্রবাসীরা নানামুখী যন্ত্রণার শিকার হন। তাদের সম্পদে লোলুপ দৃষ্টি থাকে নিকটজন থেকে শুরু করে প্রভাবশালী দুষ্ট লোকদের। করোনার এই চ্যালেঞ্জের বছরেও ২২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স প্রবাসী এবং নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশীরা পাঠিয়েছেন স্মরণ করে এনআরবির চেয়ারপারসন বলেন, তাদের যাতায়াতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই। পুলিশ তৎপর থাকলে পরিস্থিতি জটিল হয়না। প্রবাসীদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষায় সর্বমহলে সচেতনতা অপরিহার্য বলে বক্তব্য রাখেন এম এস সেকিল চৌধুরী।

বৈঠকে বৃটেনের ক্রয়ডন সিটির মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী বলেন, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানী অনেকটাই কমেছে। তবে তা নির্মুল হয়নি। অনেকে দেশ থেকে ফিরে তার কাছে দুর্বিষহ স্মৃতি এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন জানিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মেয়র বলেন, মানব সম্পদ রফতানিতে বহির্বিশ্বে বাংলাদশের ব্যাপক সুনাম রয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি হোস্ট কান্ট্রিগুলোর উন্নয়নেও তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রবাসী বিশেষত নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশিরা একান্ত নাড়ির টানে বাংলাদেশে আসেন জানিয়ে মেয়র বলেন, উন্নত দেশগুলোতে এখন বাংলাদেশির তৃতীয় প্রজন্মের বাস। দেশে ফেরা তাদের জন্য জরুরি নয়, কিন্তু স্বজন এবং দেশের মায়ায় তারা এখানে বেড়াতে আসেন। বেড়াতে আসার আগে পরে এবং ভ্রমণকালে তারা অর্থ খরচ করেন, যা গ্রাম এবং শহরের বাজার ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে।

বৈঠকে উপস্থিত কর্মকর্তারা এম এস সেকিল চৌধুরী এবং শেরওয়ান চৌধুরীর বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে শুনেন। মন্ত্রী এ বিষয়ে প্রবাসী নিরাপত্তায় পুলিশি প্রচেষ্টায় দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব আখতার হোসাইন, মন্ত্রীর একান্ত কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, প্রবাসী আবুল হোসেন, রফিকুল হায়দার ও আব্দুল হালিম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সেন্টার ফর এনআরবি'র ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ ২০২২ এর ব্রান্ডিং বাংলাদেশ এর বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম তুলে ধরতে প্রতিনিধিবৃন্দ আইনমন্ত্রী, অর্থ উপদেষ্টা, অ্যাম্বাসেডর এট লার্জ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব সহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করেন।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International

Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

যেভাবে এল বিশ্ব ভালবাসা দিবস

বিশেষ প্রতিবেদন: আজ ১৪ ফেব্রুয়ারী। বিশ্ব ভালবাসা দিবস। ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এ দিনটিকে বিশ্ব ব্যাপী ভালবাসা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী, মা-সন্তান, ছাত্র-শিক্ষক সহ বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ মানুষেরা এই দিনে একে অন্যকে তাদের ভালবাসা জানায়। বর্তমানে সমগ্র (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২১

সাপ্তাহিক ছুটির দিন, শনিবার হলেও ক্লিনিক খোলা থাকে। প্রচন্ড শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে কাজে এলাম। যদিও কদিন প্রিয় আকাশটা মেঘলা থাকার পর (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

জেবিবিএ'র নতুন কমিটির শপথ অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক

আমি আপনাদের, আপনারাও আমার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো গিয়াস আহমেদ ও তারেক হাসান খান নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন নিউ-ইয়র্ক-এর নতুন কমিটির অভিষেক। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির নব নির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডাম। মেয়র হিসেবে শপথ নেয়ার পর বাংলাদেশী বা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির কোন অনুষ্ঠানে এরিক অ্যাডামস-এর এটিই প্রথম অনুষ্ঠান। নতুন মেয়রকে পেয়ে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

'যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় বাংলাদেশে হত্যাকান্ড বন্ধ হয়েছে'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া থেকে শুরু করে জিম্বাবুয়েতে আরোপ করা কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশী অ্যাক্টিভিস্টদের কোনো সন্দেহ নেই যে, দুই মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পর থেকে সেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা হঠাৎ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

বাংলাদেশী কারেকশন সোসাইটির অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে মেয়র এরিক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জমজমাট অয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশী কারেকশন সোসাইটির প্রথম বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড ডিনার নাইট। শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের গ্লেন আইল্যান্ড হারবার ক্লাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খুনি ধরতে সর্বোচ্চ ৩,৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা

মোদাচ্ছের হত্যার প্রতিবাদে ওজন পার্কে বিশাল সভা : দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজন পার্কে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলীতে নিহত বাংলাদেশী যুবক খন্দকার মোদাচ্ছের হত্যার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। প্রতিবাদ সভায় অবিলম্বে মোদাচ্ছের হত্যাকারীকে এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির নিরাপত্তা দাবী করা হয়েছে। সেই সাথে গান কন্ট্রোল (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

৯০ দশক থেকে 'ওজন পার্ক'এ ৮ বাংলাদেশী খুন

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অপরাধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশী অধ্যুষিত 'ওজন পার্ক' এলাকা। এই ওজন পার্ক এলাকায় এখন পর্যন্ত ৮ জন বাংলাদেশিকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। ওজন পার্কে আহাদ আলী নামের (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

২১ ফেব্রুয়ারী জ্যামাইকায় "বাংলাদেশ এভিনিউ" উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভাষার মাস এই ফেব্রুয়ারীতেই অমর একুশে শহীদ দিবস অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জ্যামাইকায় উদ্বোধন হতে যাচ্ছে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'। নিউইয়র্ক সিটির এই সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে সিটিতে বাংলা (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

রজব মাসের তাৎপর্য ও করণীয়

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

রজব হলো আরবি চান্দ্রবর্ষের সপ্তম মাস। এ মাসের পূর্ণ নাম 'আর রজবুল মুরাজ্জাব'। 'রজব' অর্থ সম্ভ্রান্ত, প্রাচুর্যময়, মহান। 'মুরাজ্জাব' অর্থ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

সিঙ্গাপুরের ক্রিকেটারের দাম উঠলো সোয়া ৮ কোটি

স্পোর্টস ডেস্ক: ব্যাঙ্গালুরুতে আইপিএলের মেগা নিলামের দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সবাইকে চমকে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

হাড় ভালো রাখবে যেসব খাবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমাদের শরীরের সুস্থতার জন্য হাড় ভালো রাখা জরুরি। আর হাড়ের সুস্থতার জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ক্যালসিয়াম আমাদের স্নায়ু এবং পেশীর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বিনোদন

দশ বছর হলো ফরীদি নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দশ বছর আগে এই দিনে (১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১২) পরপারে পাড়ি জমালেন দাপুটে অভিনেতা হুমায়ুন ফরীদি। গত ১০ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com